আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকের নিকট তশরীফ নিয়া গেলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দিলের উপর যেন একটি তালা লাগিয়া আছে। অনুসন্ধানের পর জানা গেল, যুবকের উপর তাহার মা অসন্তুষ্ট ; সে মাকে কষ্ট দিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার মাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন ব্যক্তি যদি বিরাট অগ্নিকুণ্ড তৈয়ার করিয়া উহাতে তোমার ছেলেকে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হয়, তবে তুমি কি তাহাকে বাঁচাইবার জন্য সুপারিশ করিবে? সে আরজ করিল, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ করিব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি তাহাই হয়, তবে তোমার এই ছেলের অন্যায়কে ক্ষমা করিয়া দাও। সে ক্ষমা করিয়া দিল। অতঃপর যুবককে কালেমা পড়িতে বলা হইলে তৎক্ষণাৎ কালেমা পড়িয়া নিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর শোকর আদায় করিলেন যে, তাঁহার ওসীলায় যুবকটি দোযখের আগুন হইতে রক্ষা পাইল।

এই ধরনের শত শত ঘটনা ঘটিয়া থাকে যে, আমরা এমন এমন গোনাহের মধ্যে লিপ্ত থাকি যাহার কুফল আমাদিগকে দ্বীন ও দুনিয়া উভয় দিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে।

এহয়াউল উলূমের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা পাঠ করিলেন এবং উহাতে তিনি এরশাদ ফরমাইলেন, যে ব্যক্তি কোনরূপ ভেজাল না করিয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিবে, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যাইবে। হযরত আলী (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা বুঝাইয়া দিন যে, ভেজাল করার অর্থ কি? তিনি এরশাদ ফরমাইলেন, দুনিয়ার মহব্বত এবং উহার তালাশে লাগিয়া যাওয়া। বহু লোক এমন রহিয়াছে যাহারা কথা বলে নবীগণের মত কিন্তু কাজ করে অহঙ্কারী ও অত্যাচারী লোকদের মত। যদি কেহ এই কালেমাকে উক্তরূপ কোন কাজ না করিয়া পড়ে, তবে তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।

(৫) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ عَبْدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِلَّا فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ السَّمَآءِ حَتّٰی یُفْضِیَ اِلَی الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْکَبَائِرَ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہے اور اس کے لئے آسمانوں کے دروازے نہ کھل جائیں یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہونچتا ہے بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔

(رواه الترمذی وقال حدیث حسن غریب كذا فی الترغیب وهكذا فی المشكوة لكن لیس فیها حسن بل غریب فقط قال القاری ورواه النسائی وابن حبان وعزاه السیوطی فی الجامع الی الترمذی ورقم له بالحسن وحكاه السیوطی فی الدر من طریق ابن مردویه عن ابی هریرة ولیس فیه ما اجتنب الكبائر والجامع الصغیر بروایة الطبرانی عن معقل بن یسار لكل شئ مفتاح ومفتاح السموات قول لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ورقم له بالضعف)

(৫) কোন বান্দা এমন নাই যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে আর তাহার জন্য আসমানসমূহের দরজা খুলিয়া যায় না। এমনকি এই কালেমা সোজা আরশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। তবে শর্ত এই যে, ইহার পাঠকারী কবীরা গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে। (তারগীব ঃ তিরমিযী)

ফায়দা ঃ কত বড় ফযীলত এবং চরম কবুলিয়াতের কথা যে, এই কালেমা সরাসরি আরশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। একটু আগে ইহাও জানা গিয়াছে যে, কবীরা গোনাহের সহিত পড়া হইলেও ইহা ফায়দা হইতে খালি নহে।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, তাড়াতাড়ি কবুল হওয়ার জন্য এবং আসমানের সকল দরজা খুলিয়া যাওয়ার জন্য 'কবীরা গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকা'কে শর্ত করা হইয়াছে। নতুবা কবীরা গোনাহের সহিতও সওয়াব কবুল হইতে খালি নহে।

কোন কোন আলেম উক্ত হাদীসের মর্ম এই বর্ণনা করিয়াছেন যে, এইরূপ ব্যক্তির জন্য মৃত্যুর পর তাহার রূহের সম্মানার্থে আসমানের সকল দরজা খুলিয়া যাইবে। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, দুইটি কালেমা এমন আছে যে, উহাদের একটির জন্য আরশ পর্যন্ত কোন বাধা নাই আর অপরটি জমিন ও আসমানকে (নিজ নূর অথবা নিজ সওয়াব দ্বারা) ভরিয়া দেয়। একটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অপরটি আল্লাহু আকবার।

(৬) عَنْ یَعْلَی بْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِیْ اَبِیْ شَدَّادُ بْنُ اَوْسٍ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ حَاضِرٌ یُصَدِّقُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

حضرت شدادؓ فرماتے ہیں اور حضرت عبادۃؓ اس واقعہ کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ غَرِيبٌ يَعْنِيْ اَهْلَ الْكِتَابِ قُلْنَا لَا يَارَسُوْلَ اللهِ فَاَمَرَ بِغَلْقِ الْاَبْوَابِ وَقَالَ ارْفَعُوْا اَيْدِيَكُمْ وَقُوْلُوْا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ فَرَفَعْنَا اَيْدِيَنَا سَاعَةً ثُمَّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ بَعَثْتَنِيْ بِهٰذِهِ الْكَلِمَةِ وَ وَعَدْتَّنِيْ عَلَيْهَا الْجَنَّةَ وَاَنْتَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ثُمَّ قَالَ اَبْشِرُوْا فَاِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَلَكُمْ۔

دریافت فرمایا، کوئی اجنبی (غیر مسلم) تو مجمع میں نہیں، ہم نے عرض کیا کوئی نہیں ارشاد فرمایا کواڑ بند کردو اس کے بعد ارشاد فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اُٹھائے رکھے (اور کلمہ طیبہ پڑھا) پھر فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اے اللہ تو نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمہ پر جنّت کا وعدہ کیا ہے اور تو وعدہ خلاف نہیں ہے اس کے بعد حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نے ہم سے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری مغفرت فرمادی۔

(رواه احمد باسناد حسن والطبرانی وغیرهما کذا فی الترغیب قلت واخرجه الحاکم وقال اسمٰعیل بن عیاش احد ائمة اهل الشام وقد نسب الی سوء الحفظ وانا علی شرطی فی امثاله وقال الذهبی راشد ضعفه الدارقطنی وغیره ووثقه رحیم اه وفی مجمع الزوائد رواه احمد والطبرانی والبزار ورجال موثقون اه)

(৬) হযরত শাদ্দাদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন এবং হযরত উবাদাহ্ (রাযিঃ) এই ঘটনার সমর্থন করেন যে, একবার আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মজলিসে কোন অপরিচিত (অমুসলিম) লোক নাই তো? আমরা বলিলাম, কেহ নাই। তখন তিনি বলিলেন, দরজা বন্ধ করিয়া দাও। অতঃপর বলিলেন, তোমরা হাত উঠাও এবং বল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমরা কিছুক্ষণ হাত উঠাইয়া রাখিলাম (এবং কালেমা তাইয়্যেবা পড়িলাম)। অতঃপর বলিলেন, আল–হামদুলিল্লাহ, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এই কালেমা দিয়া পাঠাইয়াছ এবং এই কলেমার উপর জান্নাতের ওয়াদা করিয়াছ। আর তুমি কখনও ওয়াদা খেলাফ কর না। ইহার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলিলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে মাফ করিয়া দিয়াছেন। (তারগীব ঃ আহমদ, তাবারানী)

ফায়দা ঃ অপরিচিত ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং দরজা বন্ধ করিতে বলিয়াছেন—সম্ভবতঃ ইহার কারণ এই যে, উপস্থিত লোকদের

কালেমা পাঠের দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগফেরাতের সুসংবাদ পাইবার আশাবাদী ছিলেন ; অন্যদের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন না। সূফীগণ উক্ত হাদীস দ্বারা মুরীদগণকে যিকিরের তালকীন (তালীম) করার বিষয়টি প্রমাণিত করেন। 'জামেউল উলূম' কিতাবে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জামাতবদ্ধভাবে বা একা একা যিকিরের তালীম দিয়াছেন। জামাতবদ্ধভাবে তালীম দেওয়ার বিষয়টি এই হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত। এমতাবস্থায় দরজা বন্ধ করার দ্বারা শিক্ষার্থীদের তাওয়াজ্জুহ ও মনোযোগ পূর্ণ করা উদ্দেশ্য। এই কারণেই অপরিচিত লোক মজলিসে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কেননা, অপরিচিত ব্যক্তির মজলিসে উপস্থিতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোযোগ নষ্ট হওয়ার কারণ না হইলেও শিক্ষার্থীদের মনোযোগ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তো ছিলই।

چہ خوش است با تو بزمے بنہفتہ ساز کردن   درِ خانہ بند کردن سرِ شیشہ باز کردن

ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া সুরার বোতলের মুখ খুলিয়া তোমার সহিত গোপন বৈঠকে মিলিত হওয়া কতই না আনন্দের বিষয় !

(৭) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدِّدُوْا اِيْمَانَكُمْ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ نُجَدِّدُ اِيْمَانَنَا قَالَ اَكْثِرُوْا مِنْ قَوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ۔

حضور اقدس صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو یعنی تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ ارشاد فرمایا کہ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔

(رواه احمد والطبرانی واسناد احمد حسن کذا فی الترغیب قلت ورواه الحاکم فی صحیحه وقال صحیح الاسناد وقال الذهبی صدقة (الراوی) ضعفوه قلت هو من رواة ابی داؤد والترمذی واخرج له البخاری فی الادب المفرد وقال فی التقریب صدوق له اوهام وذکره السیوطی فی الجامع الصغیر بروایة احمد والحاکم ورقم له بالصحة وفی مجمع الزوائد رواه احمد واسناده جید وفی موضع آخر رواه احمد والطبرانی ورجال احمد ثقات)

(৭) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমরা নিজেদের ঈমানকে নতুন করিতে থাক অর্থাৎ তাজা করিতে থাক।

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমানকে কিভাবে নূতন করিব? এরশাদ ফরমাইলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বেশী বেশী পড়িতে থাক। (তারগীব ঃ আহমদ, তাবারানী)

ফায়দা ঃ এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, ঈমান পুরাতন হইয়া যায় যেমন কাপড় পুরাতন হইয়া যায়, অতএব আল্লাহ তায়ালার নিকট ঈমানের নতুনত্ব চাহিতে থাক। পুরাতন হইয়া যাওয়ার অর্থ হইল গোনাহের কারণে ঈমানী শক্তি এবং ঈমানী নূর কমিয়া যাইতে থাকে। যেমন এক হাদীসে আসিয়াছে, বান্দা যখন কোন গোনাহ করে, তাহার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়িয়া যায়। যদি সে খাঁটিভাবে তওবা করে তবে সেই দাগ মিটিয়া যায়। নতুবা জমিয়া থাকে। অতঃপর যখন আরও একটি গোনাহ করে তখন আরও একটি দাগ পড়িয়া যায়। এইভাবে অন্তর সম্পূর্ণ কালো ও মরিচাযুক্ত হইয়া যায়। যাহা আল্লাহ তায়ালা সূরায়ে মুতাফফিফীনে এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

(সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত ঃ ১৪)

ইহার পর অন্তরের অবস্থা এমন হইয়া যায় যে, সত্য কথা উহাতে আর কোন আছর করে না বরং প্রবেশই করে না।

এক হাদীসে আসিয়াছে, চারটি জিনিস মানুষের অন্তরকে ধ্বংস করিয়া দেয়— (১) আহমকদের সাথে মোকাবিলা (২) গোনাহের আধিক্য (৩) স্ত্রীলোকদের সহিত বেশী মেলামেশা (৪) মৃত লোকদের সহিত বেশী উঠাবসা করা। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, মৃত লোক কাহারা? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঐ সমস্ত ধনী ব্যক্তি, যাহাদের অন্তরে ধনসম্পদ অহঙ্কার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে।

(৮) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثِرُوْا مِنْ شَهَادَةِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ قَبْلَ اَنْ يُّحَالَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهَا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمہ کو نہ کہہ سکو۔

(رواه ابو يعلى باسناد جيد قوى كذا فى الترغيب وعزاه فى الجامع الى ابى يعلى وابن عدى فى الكامل ورقم له بالضعف وزاد لقنوها موتاكم وفى مجمع الزوائد رواه ابو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير ضمام وهو ثقة)

(৮) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা বেশী বেশী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র সাক্ষ্য দিতে থাক ঐ সময় আসার পূর্বে যখন তোমরা এই কালেমা বলিতে পারিবে না। (তারগীব ঃ আবু ইয়া'লা)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ যখন মৃত্যু বাধা হইয়া দাঁড়াইবে। কেননা মৃত্যুর পর আমলের আর কোন সুযোগ থাকে না। খুবই স্বল্প সময়ের জিন্দেগী, ইহাই আমল করার ও বীজ বপনের সময়। আর মৃত্যুর পরের জীবন অত্যন্ত লম্বা, সেখানে উহাই পাওয়া যাইবে যাহা এখানে বপন করা হইয়াছে।

(৯) عَنْ عُمَرَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُوْلُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِّنْ قَلْبِهٖ فَيَمُوْتُ عَلٰى ذٰلِكَ اِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ دل سے حق سمجھ کر اس کو پڑھے اور اسی حال میں مر جائے مگر وہ جہنم پر حرام ہو جائے وہ کلمہ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ہے۔

(رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما ورواه بنحوه كذا فى الترغيب)

(৯) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি এমন একটি কালেমা জানি, যে কোন বান্দা ইহাকে অন্তরে সত্য জানিয়া পাঠ করিবে এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে সে জাহান্নামের জন্য হারাম হইয়া যাইবে। সেই কালেমা হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (তারগীব ঃ হাকিম)

ফায়দা ঃ বহু হাদীসে এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে। যদি এইসব হাদীসের অর্থ এই হয় যে, সে মুসলমানই ঐ সময় হইয়াছে তবে তো কথাই নাই কেননা, ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফরের গোনাহ সর্বসম্মতভাবে মাফ হইয়া যায়। আর যদি অর্থ এই হয় যে, পূর্ব হইতেই সে মুসলমান ছিল মৃত্যুর আগে কালেমা পড়িয়া মারা গিয়াছে, তাহা হইলেও আল্লাহ তায়ালা আপন মেহেরবানীতে সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন ইহা কোন অসম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এরশাদ করিয়াছেন শিরক ছাড়া যাবতীয় গোনাহ তিনি যাহাকে চাহিবেন মাফ করিয়া দিবেন।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) কিছুসংখ্যক ওলামায়ে কেরাম হইতে ইহাও নকল করিয়াছেন যে, এই ধরনের হাদীসসমূহ ঐ সময়ের জন্য প্রযোজ্য যখন দ্বীনের অন্যান্য হুকুম নাযিল হইয়াছিল না।

কোন কোন ওলামায়ে কেরাম বলেন, উক্ত হাদীসের অর্থ, এই কালেমাকে উহার হক আদায় করিয়া পড়া, যাহা পূর্বে ৪নং হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) ও অন্যান্য কতিপয় আলেমও এই

অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলিয়াছেন ইহার অর্থ অনুতাপ সহকারে এই কালেমা পড়িয়াছে। কেননা প্রকৃত তওবা ইহা। এবং এই অবস্থায়ই মৃত্যু হইয়াছে। মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, উক্ত হাদীসের অর্থ হইল, সে চিরকাল জাহান্নামে থাকিবে না। এই সবকিছু ছাড়াও আরেকটি সুস্পষ্ট বিষয় হইল, কোন জিনিসের বিশেষ কোন আছর বা ক্রিয়া থাকা এক কথা আর কোন কারণবশতঃ ঐ ক্রিয়া বাস্তবায়িত না হওয়া ভিন্ন কথা, এই দুইয়ের মাঝে কোন বিরোধ নাই। যেমন সাকমুনিয়া ঔষধের ক্রিয়া হইল, পায়খানা তরল করা। কিন্তু ইহা সেবনের পর যদি কোষ্ঠকাঠিন্য সৃষ্টিকারী কোন খাদ্য খাওয়া হয়, তবে সাকমুনিয়া ক্রিয়া করিবে না। তাই বলিয়া ইহার অর্থ এই নয় যে, সাকমুনিয়া ঔষধটির কোন ক্রিয়া নাই। বরং বিশেষ কারণবশতঃ এই ব্যক্তির উপর ক্রিয়া প্রকাশ হইতে পারে নাই।

(১০) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کا اقرار کرنا جنت کی کنجیاں ہیں.

(رواه احمد كذا فى المشكوٰة والجامع الصغير ورقم له بالضعف وفى مجمع الزوائد رواه احمد ورجاله وثقوا الا ان شهرًا لم يسمعه عن معاذ اه ورواه البزار كذا فى الترغيب وزاد السيوطى فى الدر ابن مردويه والبيهقى وذكره فى المقاصد الحسنة برواية احمد بلفظ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ واختلف فى وجه حمل الشهادة و هى مفرد على المفاتيح وهى جمع على اقوال اوجهها عندى انها لما كانت مفتاحًا لكل باب من ابوابه صارت كالمفاتيح)

(১০) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতের চাবি–সমূহ হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–র সাক্ষ্য প্রদান করা। (মিশকাত ঃ আহমদ)

ফায়দা ঃ চাবিসমূহ এই হিসাবে বলা হইয়াছে যে, এই কালেমাই প্রত্যেক দরজা ও প্রত্যেক জান্নাতের চাবি এই কারণে সকল চাবিই এই কালেমা হইল। অথবা এই হিসাবে যে এই কলেমাও দুইটি অংশ লইয়া গঠিত হইয়াছে, একটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর স্বীকৃতি অপরটি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর স্বীকৃতি। কাজেই দুইটি হইয়া গেল অর্থাৎ উভয়ের সমন্বয়ে খুলিতে পারে। ইহাছাড়া আরও যে সকল হাদীসে

জান্নাতে প্রবেশ করার কথা অথবা জাহান্নাম হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ আছে, উহা দ্বারা পুরা কালেমাকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। এক হাদীসে আছে, জান্নাতের মূল্য হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

(১১) عَنْ اَنَسٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فِىْ سَاعَةٍ مِّنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ اِلَّا طُمِسَتْ مَا فِى الصَّحِيْفَةِ مِنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى تَسْكُنَ اِلٰى مِثْلِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہتا ہے تو اعمال نامہ میں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں، اور ان کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں.

(رواه ابويعلى كذا فى الترغيب وفى مجمع الزوائد فيه عثمان بن عبد الرحمٰن الزهرى وهو متروك اه)

(১১) যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময়—দিনে অথবা রাত্রে—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে, তাহার আমলনামা হইতে গোনাহসমূহ মিটিয়া যায় এবং উহার স্থলে নেকীসমূহ লিখিয়া দেওয়া হয়। (তারগীব ঃ আবু ইয়া'লা)

ফায়দা ঃ 'গোনাহসমূহ মিটিয়া নেকীসমূহ লিখিত হওয়া' সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১০নং হাদীস শরীফে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে এবং এই ধরনের আয়াত ও হাদীসের কতিপয় ব্যাখ্যাও লেখা হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যাখ্যা হিসাবে আমলনামা হইতে গোনাহ মিটানোর বিষয়টি এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। তবে এখলাছ থাকা জরুরী। বেশী বেশী আল্লাহর তায়ালার পবিত্র নাম লওয়া এবং কালেমায়ে তাইয়্যেবা বেশী পড়ার দ্বারাও এখলাছ পয়দা হইয়া থাকে। এই জন্যই এই পাক কালেমার নাম 'কালেমায়ে এখলাছ'।

(১২) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَؓ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَمُوْدًا مِّنْ نُّوْرٍ بَيْنَ يَدَىِ الْعَرْشِ فَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اهْتَزَّ ذٰلِكَ الْعَمُوْدُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اُسْكُنْ فَيَقُوْلُ كَيْفَ اَسْكُنُ وَلَمْ يُغْفَرْ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے جب کوئی شخص لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہتا ہے تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ٹھیر جا۔ وہ عرض کرتا ہے کیسے ٹھیروں حالانکہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی

لِقَائِلِهَا فَيَقُوْلُ اِنِّیْ قَدْ غَفَرْتُ لَهٗ فَيَسْكُنُ عِنْدَ ذٰلِكَ۔

ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا میں نے اس کی مغفرت کر دی تو وہ ستون ٹھیر جاتا ہے۔

(رواه البزار وهو غريب كذا فى الترغيب وفى مجمع الزوائد فيه عبد الله بن ابراهيم بن ابى عمرو وهو ضعيف جدًّا اه قلت وبسط السيوطى فى اللآلى على طرقه وذكر له شواهد)

(১২) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আরশের সামনে একটি নূরের খুঁটি রহিয়াছে। যখন কোন ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, তখন ঐ খুঁটি দুলিতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, থামিয়া যাও। সে আরজ করে, কিভাবে থামিব ; অথচ কালেমা পাঠকারীকে এখনও মাফ করা হয় নাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আচ্ছা, আমি তাহাকে মাফ করিয়া দিলাম। তখন ঐ খুঁটি থামিয়া যায়। (তারগীব ঃ বায্যার)

ফায়দা ঃ মুহাদ্দিসগণ যদিও এই রেওয়ায়াতকে দুর্বল বলিয়াছেন, কিন্তু আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) লিখিয়াছেন, এই রেওয়ায়াতটি বিভিন্ন সনদে ও বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন বর্ণনায় উহার সহিত আল্লাহ তায়ালার এই এরশাদও বর্ণিত আছে যে, আমি ঐ ব্যক্তির জবানে কালেমায়ে তাইয়্যেবা এইজন্যই জারী করিয়া দিয়াছিলাম যে, তাহাকে মাফ করিয়া দিব। আল্লাহ তায়ালার কত দয়া ও মেহেরবানী যে, নিজেই তওফীক দান করেন এবং নিজেই মেহেরবানী করিয়া মাফ করিয়া দেন।

হযরত আতা (রহঃ)এর ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি একবার বাজারে গিয়া দেখিলেন, একটি পাগলী বাঁদী বিক্রয় হইতেছে। তিনি খরিদ করিয়া নিলেন। রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর সেই পাগলী উঠিল ও ওজু করিয়া নামায শুরু করিয়া দিল। নামাযের মধ্যে তাহার অবস্থা এই ছিল যে, কাঁদিতে কাঁদিতে দম বন্ধ হইয়া যাইতেছিল। নামায শেষ করিয়া বলিল, হে আমার মাবূদ! আমার প্রতি আপনার যে মহব্বত উহার দোহাই, আমার প্রতি দয়া করুন। হযরত আতা (রহঃ) ইহা শুনিয়া বলিলেন, ওহে বাঁদী! তুমি এইভাবে বল, আপনার প্রতি আমার যে মহব্বত উহার দোহাই। ইহা শুনিয়া বাঁদী রাগান্বিত হইয়া বলিল, তাঁহার হকের কসম, আমার প্রতি যদি তাঁহার মহব্বত না হইত তবে তোমাকে এই সুখ নিদ্রায় শোয়াইয়া রাখিয়া আমাকে এইরূপ দাঁড় করাইয়া রাখিতেন না। অতঃপর সে এই কবিতা পাঠ করিল ঃ

اَلْكَرْبُ مُجْتَمِعٌ وَالْقَلْبُ مُحْتَرِقٌ وَالصَّبْرُ مُفْتَرِقٌ وَالدَّمْعُ مُسْتَبِقٌ
كَيْفَ الْقَرَارُ عَلٰى مَنْ لَّا قَرَارَ لَهٗ مِمَّا جَنَاهُ الْهَوٰى وَالشَّوْقُ وَالْقَلَقُ
يَارَبِّ اِنْ كَانَ شَيْئٌ فِيْهِ لِيْ فَرَجٌ فَامْنُنْ عَلَيَّ بِهٖ مَادَامَ بِيْ رَمَقٌ

অর্থ ঃ অস্থিরতা বাড়িয়া চলিয়াছে, অন্তর জ্বলিয়া যাইতেছে, ধৈর্য শেষ হইয়া গিয়াছে, অশ্রু বহিয়া চলিয়াছে। এশক, মহব্বত ও অস্থিরতার হামলায় যাহার শান্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে সে কিভাবে স্থির হইতে পারে! হে আল্লাহ! যদি এমন কোন জিনিস থাকে, যাহা দ্বারা মনের অস্থিরতা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি, তবে উহা আমার জীবনে দান করিয়া আমার উপর মেহেরবানী কর। অতঃপর সে বলিল, হে আল্লাহ! আমার ও আপনার এই সম্পর্ক এখন আর গোপন থাকে নাই, অতএব আমাকে উঠাইয়া নিন। এই কথা বলিয়া সে এক চিৎকার দিল এবং মৃত্যুবরণ করিল। এই ধরনের আরও অনেক ঘটনা রহিয়াছে। পরিস্কার কথা হইল এই যে, আল্লাহর তওফীক না হইলে কিছুই হয় না। যেমন কুরআন পাকে এরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

"তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছা ব্যতীত কোন ইচ্ছা করিতে পার না।" (সূরা তাকবীর, আয়াত ঃ ২৯)

(۱۳) عَنِ ابْنِ عُمَرَؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلٰى اَهْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْشَةٌ فِيْ قُبُوْرِهِمْ وَلَا مَنْشَرِهِمْ وَكَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى اَهْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَهُمْ يَنْفُضُوْنَ التُّرَابَ عَنْ رُءُوْسِهِمْ وَيَقُوْلُوْنَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَيْسَ عَلٰى اَهْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْشَةٌ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَا عِنْدَ الْقَبْرِ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لآ الٰہ الا اللہ والوں پر نہ قبروں میں وحشت ہے نہ میدان حشر میں اس وقت گویا وہ منظر میرے سامنے ہے کہ جب وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے (قبروں سے) اٹھیں گے اور کہیں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہم سے (ہمیشہ کے لئے) رنج و غم دور کر دیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ لآ الٰہ الا اللہ والوں پر نہ موت کے وقت وحشت ہوگی نہ قبر کے وقت۔

(رواه الطبرانی والبیهقی کلاهما من روایة یحیی بن عبد الحمید الحمانی وفی متنه نکارة کذا فی الترغیب وذکره فی الجامع الصغیر بروایة الطبرانی عن ابن عمرؓ ورقم له بالضعف وفی اسنی المطالب رواه الطبرانی وابویعلی بسند ضعیف وفی مجمع الزوائد رواه الطبرانی وفی روایة لَیْسَ عَلٰی اَهْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْشَةٌ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَا عِنْدَ الْقَبْرِ فی الاولی یحیی الحمانی وفی الاخری مجاشع بن عمرو وکلاهما ضعیف اه وقال السخاوی فی المقاصد الحسنة رواه ابویعلی والبیهقی فی الشعب والطبرانی بسند ضعیف عن ابن عمرؓ اه قلت وما حکم علیه المنذری بالنکارة مبناه اَنَّهٗ حَمَلَ اَهْلَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَلَی الظَّاهِرِ عَلٰی کُلِّ مُسْلِمٍ وَمَعْلُوْمٌ اَنَّ بَعْضَ الْمُسْلِمِیْنَ یُعَذَّبُوْنَ فِی الْقَبْرِ وَالْحَشْرِ فَیَکُوْنُ الْحَدِیْثُ مُخَالِفًا لِلْمَعْرُوْفِ فَیَکُوْنُ مُنْکَرًا لٰکِنَّهٗ اِنْ اُرِیْدَ بِهِ الْمَخْصُوْصُ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ فَیَکُوْنُ مُوَافِقًا لِلنُّصُوْصِ الْکَثِیْرَةِ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَالْحَدِیْثِ وَالسَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَیْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَسَبْعُوْنَ اَلْفًا یَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَیْرِ حِسَابٍ وَغَیْرُ ذٰلِكَ مِنَ الْاٰیَاتِ وَالرِّوَایَاتِ فَالْحَدِیْثُ مُوَافِقٌ لَهَا لَا مُخَالِفٌ فَیَکُوْنُ مَعْرُوْفًا لَا مُنْکَرًا وذکر السیوطی فی الجامع الصغیر بروایة ابن مردویه والبیهقی فی البعث عَنْ عُمَرَ بِلَفْظِ سَابِقُنَا سَابِقٌ وَمُقْتَصِدُنَا نَاجٍ وَظَالِمُنَا مَغْفُوْرٌ لَّهٗ ورقم له بالحسن قلت و یؤیده حدیث سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ الْمُسْتَهْتَرُوْنَ فِیْ ذِکْرِ اللّٰهِ یَضَعُ الذِّکْرُ عَنْهُمْ اَثْقَالَهُمْ فَیَاْتُوْنَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خِفَافًا رواه الترمذی والحاکم عن ابی هریرة والطبرانی عن ابی الدرداء کذا فی الجامع ورقم له بالصحة وفی الاتحاف عن ابی الدرداء مَوْقُوْفًا اَلَّذِیْنَ لَا تَزَالُ اَلْسِنَتُهُمْ رَطْبَةً مِّنْ ذِکْرِ اللّٰهِ یَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَهُمْ یَضْحَکُوْنَ وفی الجامع الصغیر بروایة الحاکم ورقم له بالصحة اَلسَّابِقُ وَالْمُقْتَصِدُ یَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ بِغَیْرِ حِسَابٍ وَالظَّالِمُ لِنَفْسِهٖ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَّسِیْرًا ثُمَّ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ)

(১৩) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহওয়ালাদের না কবরে ভয় আছে, না হাশরের ময়দানে। যেন ঐ দৃশ্য এখন আমার সামনে ভাসিতেছে যে, তাহারা যখন নিজেদের মাথা হইতে মাটি ঝাড়িতে ঝাড়িতে কবর হইতে উঠিবে এবং বলিবে যে, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্যে যিনি (চিরকালের জন্য) আমাদের উপর হইতে দুঃখ-চিন্তা দূর করিয়া দিয়াছেন। অন্য এক হাদীসে আছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহওয়ালাদের না মৃত্যুর সময় ভয় থাকিবে, না কবরে।

(তারগীব ঃ তাবরানী, বায়হাকী)

ফায়দা ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, একবার হযরত জিবরাঈল (আঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) আরজ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সালাম বলিয়াছেন এবং এরশাদ করিয়াছেন যে, আপনাকে চিন্তিত ও দুঃখিত দেখিতেছি, ইহার কারণ কি? (আল্লাহ তায়ালা অন্তরের ভেদ জানেন তবু সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য এইরূপ জিজ্ঞাসা করাইতেন।) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, হে জিবরাঈল! আমার উম্মতের চিন্তা খুবই বাড়িয়া যাইতেছে যে, কিয়ামতের দিন তাহাদের কি অবস্থা হইবে। হযরত জিবরাঈল (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কাফেরদের ব্যাপারে না মুসলমানদের ব্যাপারে? তিনি বলিলেন, মুসলমানদের ব্যাপারে চিন্তা হইতেছে। হযরত জিবরাঈল (আঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাথে লইয়া একটি কবরস্থানে তশরীফ লইয়া গেলেন। সেখানে বনী সালামা গোত্রের লোকদেরকে দাফন করা হইয়াছিল। হযরত জিবরাঈল (আঃ) একটি কবরের উপর তাঁহার একটি ডানা মারিলেন এবং বলিলেন قُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ (আল্লাহর হুকুমে উঠিয়া আস)। তৎক্ষণাৎ কবর হইতে একজন অত্যন্ত সুন্দর সুদর্শন চেহারাওয়ালা এক ব্যক্তি উঠিল এবং সে বলিতেছিল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, নিজের জায়গায় ফিরিয়া যাও। সে ফিরিয়া গেল। অতঃপর অন্য এক কবরে তাঁহার অপর ডানা মারিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহর হুকুমে উঠিয়া আস। তৎক্ষণাৎ কবর হইতে একজন অত্যন্ত কালো কুশ্রী নীল চক্ষুবিশিষ্ট লোক উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সে বলিতেছিল, হায় আফসোস! হায় লজ্জা! হায় মুসীবত! হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, নিজের জায়গায় ফিরিয়া যাও। সে ফিরিয়া গেল। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, এই সকল লোক যে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে (হাশরের দিন) সেই অবস্থায়ই উঠিবে।

উল্লেখিত হাদীস শরীফে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহওয়ালা বলিতে বাহ্যতঃ ঐ সমস্ত লোককে বুঝানো হইয়াছে, যাহাদের এই পাক কালেমার সহিত বিশেষ সম্পর্ক ও মশগুলী রহিয়াছে। কারণ, দুধওয়ালা, জুতাওয়ালা, মোতিওয়ালা, বরফওয়ালা ঐ ব্যক্তিকেই বলা হয় যাহার নিকট এই সমস্ত জিনিসের বিশেষভাবে বেচাকেনা হয় এবং এইসব জিনিস বিশেষভাবে

থাকে। কাজেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহওয়ালাদের সহিত এই ধরনের ব্যবহারে আপত্তির কিছু নাই, যাহা উপরের হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে।

কুরআন পাকে সূরা ফাতিরে এই উম্মতের তিনটি স্তর উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে এক স্তর, ছাবিক বিল খাইরাত ঃ যাহাদের সম্পর্কে হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, তাহারা বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। এক হাদীসে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি ১০০ বার করিয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এমন অবস্থায় উঠাইবেন যে, তাহার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হইবে। হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, যাহাদের জিহ্বা আল্লাহর যিকিরে তরতাজা থাকে তাহারা হাসিতে হাসিতে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

(۱۴) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَسْتَخْلِصُ رَجُلًا
مِّنْ اُمَّتِيْ عَلٰى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ سِجِلًّا كُلُّ
سِجِلٍّ مِّثْلَ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَتُنْكِرُ
مِنْ هٰذَا شَيْئًا اَظَلَمَكَ كَتَبَتِيَ الْحٰفِظُوْنَ
فَيَقُوْلُ لَا يَارَبِّ فَيَقُوْلُ اَفَلَكَ عُذْرٌ
فَيَقُوْلُ لَا يَارَبِّ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى بَلٰى
اِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً فَاِنَّهٗ لَاظُلْمَ
عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيْهَا
اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ
اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ فَيَقُوْلُ
اُحْضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ مَاهٰذِهِ
الْبِطَاقَةُ مَعَ هٰذِهِ السِّجِلَّاتِ
فَقَالَ فَاِنَّكَ لَا تُظْلَمُ الْيَوْمَ فَتُوْضَعُ
السِّجِلَّاتُ فِيْ كَفَّةٍ وَّالْبِطَاقَةُ فِيْ
كَفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ

حضور اقدس صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے
کہ حق تعالیٰ شانہٗ قیامت کے دن میری
امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر
تمام دنیا کے سامنے بلائیں گے اور اُس
کے سامنے ننانوے دفتر اعمال کے کھولیں
گے ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ منتہائے نظر تک
(یعنی جہاں تک نگاہ جاسکے وہاں تک)
پھیلا ہوا ہوگا. اس کے بعد اُس سے
سوال کیا جائے گا کہ ان اعمالناموں میں
سے تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے. کیا میرے ان
فرشتوں نے جو اعمال لکھنے پر متعین تھے تجھ پر
کچھ ظلم کیا ہے (کہ کوئی گناہ بغیر کئے ہوئے لکھ
لیا ہو یا کرنے سے زیادہ لکھ لیا ہو) وہ عرض
کرے گا نہیں (نہ انکار کی گنجائش ہے نہ فرشتوں
نے ظلم کیا) پھر ارشاد ہوگا کہ تیرے پاس ان
بداعمالیوں کا کوئی عذر ہے وہ عرض کرے گا
کوئی عذر بھی نہیں. ارشاد ہوگا اچھا تیری
ایک نیکی ہمارے پاس ہے آج تجھ پر کوئی ظلم

الْبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اللّٰهِ شَيْءٌ.

نہیں ہے پھر ایک کاغذ کا پرزہ نکالا جائے گا.
جس میں اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ
اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ لکھا ہوا ہوگا ارشاد ہوگا کہ جا اس کو تلوالے وہ عرض کرے گا کہ اتنے
دفتروں کے مقابلہ میں یہ پرزہ کیا کام دے گا ارشاد ہوگا کہ آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا پھر اُن
سب دفتروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جاوے گا اور دوسری جانب وہ پرزہ ہوگا تو دفتروں
والا پلڑا اُڑنے لگے گا اُس پرزہ کے وزن کے مقابلہ میں. پس بات یہ ہے کہ اللہ کے نام سے
کوئی چیز وزنی نہیں.

(رواه الترمذى وقال حسن غريب وابن ماجة وابن حبان فى صحيحه والبيهقى و
الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم كذا فى الترغيب قلت كذا قال الحاكم فى
كتاب الايمان واخرجه ايضا فى كتاب الدعوات وقال صحيح الاسناد واقره
فى الموضعين الذهبى وفى المشكوٰة اخرجه برواية الترمذى وابن ماجة وزاد
السيوطى فى الدر فيمن عزاه اليهم احمد وابن مردويه واللالكائى والبيهقى فى
البعث وفيه اختلاف وفى بعض الالفاظ كقوله فى اول الحديث يُصَاحُ
بِرَجُلٍ مِّنْ اُمَّتِيْ عَلٰى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ وفيه ايضا فَيَقُوْلُ اَفَلَكَ عُذْرٌ اَوْ حَسَنَةٌ
فَيُهَابُ الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ لَا يَارَبِّ فَيَقُوْلُ بَلٰى اِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً الحديث
وعلم منه ان الاستدراك فى الحديث على محله ولا حاجة اذا الى ما اوله
القارى فى المرقاة وذكر السيوطى ما يؤيد الرواية من الروايات الاخر)

(১৪) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হকতায়ালা শানুহু কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে বাছাই করিয়া সমস্ত হাশরবাসীর সামনে ডাকিবেন এবং তাহার সামনে আমলের ৯৯টি দফতর খুলিবেন। প্রতিটি দফতর এত বড় হইবে যে, দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত (অর্থাৎ যতদূর দৃষ্টি যায়) প্রসারিত হইবে। অতঃপর তাহাকে প্রশ্ন করা হইবে, তুমি কি এই সমস্ত আমলনামার কোন কিছুকে অস্বীকার কর? আমলনামা লেখার কাজে নিয়োজিত আমার ফেরেশতারা কি তোমার উপর কোন জুলুম করিয়াছে? (কোন গোনাহ না করা সত্ত্বেও লিখিয়াছে কিংবা করার চেয়ে বেশী লিখিয়াছে?) সে আরজ করিবে, না। (অর্থাৎ, না অস্বীকার করার কিছু আছে, আর না ফেরেশতারা জুলুম করিয়াছে।) অতঃপর প্রশ্ন করা হইবে, এই সমস্ত গোনাহের পক্ষে তোমার

নিকট কোন ওজর আছে কি? সে আরজ করিবে, কোন ওজর নাই। এরশাদ হইবে—আচ্ছা, তোমার একটি নেকী আমার নিকট আছে। আজ তোমার উপর কোন জুলুম করা হইবে না। অতঃপর একটি কাগজের টুকরা বাহির করা হইবে যাহাতে লেখা থাকিবে ঃ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। এরশাদ হইবে, যাও ইহাকে ওজন করাইয়া লও। সে আরজ করিবে, এতগুলি দফতরের মোকাবেলায় এই সামান্য কাগজের টুকরা কি কাজে আসিবে। এরশাদ হইবে, আজ তোমার উপর জুলুম করা হইবে না। অতঃপর ঐ সমস্ত দফতরকে এক পাল্লায় রাখা হইবে আর অপরদিকে কাগজের ঐ টুকরাটি রাখা হইবে। তখন ঐ কাগজের টুকরার ওজনের মোকাবেলায় দফতরওয়ালা পাল্লাটি শূন্যে উড়িতে থাকিবে। আসল কথা হইল এই যে, আল্লাহর নামের চাইতে ভারী আর কোন জিনিস নাই।

(তারগীব ঃ তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান)

ফায়দা ঃ ইহা এখলাছেরই বরকত, এখলাসের সহিত একবার পড়া, কালেমায়ে তাইয়্যেবা ঐ সমস্ত দফতরের মোকাবেলায় ভারী হইয়া গিয়াছে। এই কারণেই জরুরী যে, কেহ যেন কোন মুসলমানকে হেয় মনে না করে এবং নিজেকে যেন তাহার তুলনায় উত্তম মনে না করে। কারণ, জানা নাই যে, তাহার কোন্ আমল আল্লাহ তায়ালার নিকট কবুল হইয়া যাইবে এবং তাহার নাজাতের জন্য উহা যথেষ্ট হইয়া যাইবে। আর নিজের অবস্থা জানা নাই যে, কোন আমল কবুল হওয়ার যোগ্য হইবে কিনা।

হাদীস শরীফে একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে দুই ব্যক্তি ছিল—একজন আবেদ, আরেকজন গোনাহগার। উক্ত আবেদ ব্যক্তি ঐ গোনাহগার ব্যক্তিকে সর্বদা তিরস্কার করিত। সে বলিত, আমাকে আমার আল্লাহর উপর ছাড়িয়া দাও। একদিন আবেদ রাগান্বিত হইয়া বলিয়া ফেলিল, খোদার কসম! তোর কখনও মাগফেরাত হইবে না। আল্লাহ তায়ালা উভয়কে রূহের জগতে একত্রিত করিলেন এবং গোনাহগারকে রহমতের আশা করিত বলিয়া মাফ করিয়া দিলেন। আর আবেদকে এরূপ কসম খাওয়ার পরিণতিতে আজাবের হুকুম দিলেন। নিঃসন্দেহে ইহা জঘন্যতম কসম ছিল। যখন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ

(আল্লাহ তায়ালা কুফর ও শিরক মাফ করিবেননা। ইহা ছাড়া যাবতীয় গোনাহ যাহার জন্য চাহেন মাফ করিয়া দিবেন।) (সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৪৮)

তখন কাহারো এই কথা বলার কি অধিকার আছে যে, অমুকের মাগফিরাত হইতে পারে না। কিন্তু ইহার অর্থ ইহাও নয় যে, অন্যায় কার্যকলাপে গোনাহের কাজে নাজায়েয বিষয়ের উপর ধরপাকড় করা যাইবে না, টোকা যাইবে না। কুরআন ও হাদীসে শত শত জায়গায় ইহার হুকুম রহিয়াছে এবং না টোকার উপর শাস্তির ধমকি রহিয়াছে। বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, যাহারা কাহাকেও গোনাহ করিতে দেখিয়া শক্তি থাকা সত্ত্বেও বাধা দেয় না, তাহারাও ঐ ব্যক্তির সহিত গোনাহের শাস্তি ভোগ করিবে, আযাবে শরীক হইবে। এই বিষয়টিকে আমি আমার ফাযায়েলে তবলীগ নামক কিতাবে বিস্তারিতভাবে লিখিয়াছি। যাহার ইচ্ছা হয় দেখিয়া নিবে।

এখানে একটি জরুরী বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, দ্বীনদার লোকদের জন্য গোনাহগারদেরকে নিশ্চিতভাবে জাহান্নামী মনে করা যেমন ধ্বংসকর তদ্রূপ অজ্ঞ লোকদের জন্যও যে কোন লোককে—চাই সে যতই কুফরী কথা বলুক না কেন অনুসরণীয় ও বড় বানাইয়া লওয়া বিষতুল্য ও ধ্বংসকর। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন বেদাতীকে সম্মান করে সে ইসলামকে ধ্বংস করার ব্যাপারে সাহায্য করে। বহু হাদীসে আসিয়াছে, শেষ জমানায় বহু দাজ্জাল, ধোকাবাজ ও মিথ্যাবাদী বাহির হইবে, যাহারা তোমাদেরকে এমন এমন হাদীস শুনাইবে, যাহা তোমরা কখনও শুন নাই। এমন যেন না হয় যে, এই সকল লোক তোমাদেরকে গোমরাহ করিয়া ফেলে এবং ফেতনায় ফেলিয়া দেয়।

(১৫) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْجِئَ بِالسَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَا تَحْتَهُنَّ فَوُضِعْنَ فِىْ كَفَّةِ الْمِيْزَانِ وَوُضِعَتْ شَهَادَةُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فِى الْكَفَّةِ الْاُخْرٰى لَرَجَحَتْ بِهِنَّ ۔

حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تمام آسمان وزمین اور جو لوگ ان کے درمیان میں ہیں وہ سب اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں وہ سب کچھ اور جو کچھ ان کے نیچے ہے وہ سب کا سب ایک پلڑے میں رکھدیا جاے اور لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کا اقرار دوسری جانب ہو تو وہی تول میں بڑھ جائے گا۔

(اخرجه الطبرانى كذا فى الدر وهكذا فى مجمع الزوائد وزاد فى أوّله لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَمَنْ قَالَهَا عِنْدَ مَوْتِهٖ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَنْ قَالَهَا فِىْ صِحَّتِهٖ قَالَ تِلْكَ أَوْجَبُ وَأَوْجَبُ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ الْحَدِيْثَ قال رواه الطبرانى ورجاله ثقات الا ان ابن ابى طلحة لم يسمع من ابن عبّاس)

(১৫) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, ঐ পাক জাতের কসম, যাহার হাতে আমার জান, যদি সমগ্র আসমান জমিন ও উহার মাঝে যত মানুষ আছে এবং যত জিনিস উহার মাঝে আছে এবং যাহা কিছু উহার নীচে আছে সমস্তই এক পাল্লায় রাখা হয় আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র সাক্ষ্য অপর পাল্লায় রাখা হয় তবু উহাই ওজনে ভারী হইয়া যাইবে। (দুররে মানসূর ঃ তাবারানী)

ফায়দা ঃ এই ধরনের বিষয় বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার পাক নামের সমতুল্য কোন বস্তুই নাই। হতভাগা ও বঞ্চিত ঐ সমস্ত লোক, যাহারা ইহাকে হালকা মনে করে। তবে ইহার মধ্যে ওজন এখলাছের দ্বারা পয়দা হয়। এখলাছ যত হইবে ততই এই পাক নামের ওজন ওজনী হইবে। এই এখলাছই পয়দা করার জন্য সূফী মাশায়েখগণের জুতা সোজা করিতে হয়।

এক হাদীসে উপরোক্ত বিষয়ের পূর্বে আরেকটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এইযে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, মুমূর্ষু ব্যক্তিকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তালকীন কর। কেননা, যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় এই কালেমা পড়ে, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যায়। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি কেহ সুস্থ অবস্থায় এই কালেমা পড়ে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তবে তো আরও বেশী জান্নাত ওয়াজেবকারী। ইহার পরই এই কসমযুক্ত বিষয় বলিয়াছেন, যাহা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(١٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍؓ قَالَ جَاءَ النَّحَّامُ ابْنُ زَيْدٍ وَقَرْدُ بْنُ كَعْبٍ وَبَحْرِىُّ ابْنُ عَمْرٍو فَقَالُوْا يَا مُحَمَّدُ مَا تَعْلَمُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا غَيْرَهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى خدمت میں ایک مرتبہ تین کافر حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں جانتے (نہیں مانتے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

بِذٰلِكَ بُعِثْتُ وَإِلٰى ذٰلِكَ أَدْعُوْا فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ قَوْلِهِمْ قُلْ أَىُّ شَىْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۚ الْاٰية

ارشاد فرمایا لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ (نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا) اسی کلمہ کے ساتھ میں مبعوث ہوا ہوں اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں اسی بارہ میں آیت قُلْ أَىُّ شَىْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً نازل ہوئی۔

(اخرجه ابن اسحاق وابن المنذر وابن ابى حاتم وابو الشيخ كذا فى الدر المنثور)

(১৬) একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে তিনজন কাফের উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি কি আল্লাহর সহিত অন্য কোন মাবুদকে জানেন না (মানেন না)? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই)। এই কলেমার সহিত আমি প্রেরিত হইয়াছি, মানুষকে এই কালেমার দিকেই আহ্বান করি, এই সম্পর্কেই আয়াত নাযিল হইয়াছে ঃ قُلْ أَىُّ شَىْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً (দুররে মানসূর ঃ ইবনে ইসহাক)

ফায়দা ঃ 'এই কালেমার সহিত আমি প্রেরিত হইয়াছি' অর্থাৎ নবী হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি এবং আমি মানুষকে এই কালেমার দিকেই আহবান করি। ইহার অর্থ এই নয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহাতে বিশেষত্ব রহিয়াছে। বরং সকল নবীকেই এই একই কালেমার সহিত নবী বানাইয়া পাঠানো হইয়াছে এবং সকল নবী (আঃ)গণই এই কালেমার দিকে দাওয়াত দিয়াছেন। হযরত আদম (আঃ) হইতে শুরু করিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত কোন নবী এমন নাই যিনি এই মোবারক কালেমার দাওয়াত না দিয়াছেন। কতই না বরকতময় ও উচ্চ মর্যাদাশীল এই কালেমা যে, সমগ্র আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং সমস্ত সত্য মাজহাব একই পাক কালেমার দিকে মানুষকে ডাকিয়াছেন এবং ইহারই প্রচার করিয়াছেন। কোন রহস্য তো অবশ্যই আছে, যাহার কারণে কোন সত্য ধর্মই এই কালেমা হইতে খালি নহে। এই কালেমার সত্যতা সম্পর্কেই কুরআনের এই আয়াত নাযিল হইয়াছে—

قُلْ أَىُّ شَىْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً

(সূরা আনআম, আয়াত ঃ ১৯)

ইহাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার সাক্ষ্যের উল্লেখ রহিয়াছে। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যখন কোন বান্দা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, তখন আল্লাহ তায়ালা উহার সমর্থন করেন এবং বলেন, আমার বান্দা সত্য বলিয়াছে, আমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই।

(١٧) عَنْ لَيْثٍ قَالَ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اُمَّةُ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَثْقَلُ النَّاسِ فِي الْمِيْزَانِ ذَلَّتْ اَلْسِنَتُهُمْ بِكَلِمَةٍ ثَقُلَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ (اخرج الاصبهانی فی الترغیب کذا فی الدر)

حضرت عیسٰی علٰی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے اعمال (حشر کی ترازو میں اس لئے) سب سے زیادہ بھاری ہیں کہ ان کی زبانیں ایک ایسے کلمہ کے ساتھ مانوس ہیں جو اُن سے پہلی اُمتوں پر بھاری تھا۔ وہ کلمہ لآ الٰہ الا اللہ ہے۔

(১৭) হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের আমলসমূহ (হাশরের দিন মীজানের পাল্লায় এইজন্য) সবচাইতে বেশী ভারী হইবে যে, তাহাদের জবান এমন এক কালেমায়ে অভ্যস্ত যাহা তাহাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর ভারী ছিল। উহা হইল, কালেমায়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (দুররে মানসূর)

ফায়দা ঃ ইহা সুস্পষ্ট যে, উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে কালেমায়ে তাইয়্যেবার যেরূপ জোর তাকিদ ও অধিক পরিমাণে উহা পাঠ করার প্রচলন রহিয়াছে আর কোন উম্মতের মধ্যে এরূপ অধিক পাঠ করার প্রচলন নাই। সূফী মাশায়েখগণের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ নহে বরং কোটি কোটি পরিমাণ রহিয়াছে। প্রত্যেক শায়খের কমবেশী শত শত মুরীদ আছে। প্রায় সকলেরই কালেমা তাইয়্যেবার ওজীফা হাজার হাজার সংখ্যায় দৈনিক আমলের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। জামেউল উসূল কিতাবে আছে, 'আল্লাহ' শব্দের যিকির ওজীফা হিসাবে কমপক্ষে পাঁচহাজার বার আর বেশীর জন্য কোন সীমা নির্ধারিত নাই। আর সূফীগণের জন্য দৈনিক কমপক্ষে পঁচিশ হাজার বার। আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পরিমাণ সম্পর্কে লিখিয়াছে যে, কমপক্ষে দৈনিক পাঁচ হাজার বার। এই সমস্ত সংখ্যা মাশায়েখদের বিবেচনা অনুযায়ী কম-বেশী হইতে থাকে। আমার উদ্দেশ্য হইল হযরত ঈসা (আঃ)এর সমর্থনে মাশায়েখগণের ওজীফার একটি অনুমান পেশ করা যে, এক একজনের জন্য দৈনিক ওজীফার পরিমাণ কমপক্ষে এইরূপ বলা হইয়াছে।

আমাদের হযরত শাহ ওলীউল্লাহ (রহঃ) 'কাওলে জামীল' কিতাবে তাঁহার পিতার উক্তি নকল করিয়াছেন যে, আমি আমার আধ্যাত্মিক সাধনার প্রাথমিক অবস্থায় এক নিঃশ্বাসে দুইশত বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিতাম।

শায়খ আবু ইয়াজিদ কুরতুবী (রহঃ) বলেন, আমি শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি সত্তর হাজার বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে সে দোযখের আগুন হইতে নাজাত পাইয়া যায়। আমি এই খবর শুনিয়া এক নেছাব অর্থাৎ সত্তর হাজার বার আমার স্ত্রীর জন্য পড়িলাম এবং কয়েক নেছাব আমার নিজের জন্য পড়িয়া আখেরাতের সম্বল করিয়া রাখিলাম। আমাদের নিকট এক যুবক থাকিত। তাহার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ছিল যে, তাহার কাশ্‌ফ হয় এবং জান্নাত-জাহান্নামও সে দেখিতে পায়। ইহার সত্যতার ব্যাপারে আমার কিছুটা সন্দেহ ছিল। একবার সেই যুবক আমাদের সহিত খাওয়া-দাওয়ায় শরীক ছিল, এমতাবস্থায় হঠাৎ সে চিৎকার দিয়া উঠিল এবং তাহার শ্বাস বন্ধ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইল এবং সে বলিল, আমার মা দোযখে জ্বলিতেছে, আমি তাহার অবস্থা দেখিতে পাইয়াছি। কুরতুবী (রহঃ) বলেন, আমি তাহার অস্থির অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলাম। আমার খেয়াল হইল যে, একটি নেছাব তাহার মা'র জন্য বখশিয়া দেই। যাহা দ্বারা তাহার সত্যতার ব্যাপারেও আমার পরীক্ষা হইয়া যাইবে। সুতরাং আমার জন্য পড়া সত্তর হাজারের নেছাবসমূহ হইতে একটি নেছাব তাহার মা'র জন্য বখশিয়া দিলাম। আমি আমার অন্তরে গোপনেই বখশিয়াছিলাম এবং আমার এই পড়ার খবরও আল্লাহ ছাড়া আর কাহারও ছিল না। কিন্তু ঐ যুবক তৎক্ষণাৎ বলিতে লাগিল, চাচা! আমার মা দোযখের আগুন হইতে রক্ষা পাইয়া গিয়াছে। কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এই ঘটনা হইতে আমার দুইটি ফায়দা হইল, একটি—সত্তর হাজার বার কালেমা তাইয়্যেবা পড়ার বরকত সম্পর্কে যাহা আমি শুনিয়াছি উহার অভিজ্ঞতা আর দ্বিতীয়টি যুবকের সত্যতার একীন হইয়া গেল।

ইহা তো একটি মাত্র ঘটনা, না জানি এই উম্মতের নেককার লোকদের এই ধরনের কত অসংখ্য ঘটনা পাওয়া যাইবে। সূফীগণের পরিভাষায় একটি সাধারণ জিনিস 'পাছ আনফাছ' অর্থাৎ ইহার অভ্যাস করা যে, একটি শ্বাসও যেন আল্লাহর যিকির ব্যতীত না ভিতরে যায়, না বাহিরে আসে। উম্মতে মুহাম্মাদীর কোটি কোটি লোক এমন রহিয়াছেন যাহাদের এই অভ্যাস হাসিল রহিয়াছে। ইহার পর হযরত ঈসা (আঃ)এর এই এরশাদের ব্যাপারে কি সন্দেহ থাকিতে পারে যে, তাহাদের জবান এই

কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–এর সহিত অভ্যস্ত ও অনুগত।

(১৮) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍؓ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَكْتُوْبٌ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ اِنَّنِيْ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا لَآ اُعَذِّبُ مَنْ قَالَهَا.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنّت کے دروازہ پر یہ لکھا ہوا ہے (اِنَّنِیْ اَنَا اللّٰہُ لَآ اِلٰہَ اِلَّآ اَنَا لَآ اُعَذِّبُ مَنْ قَالَھَا) میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں جو شخص اس (کلمہ) کو کہتا رہے گا میں اس کو عذاب نہیں کروں گا۔

(اخرجه ابو الشيخ كذا في الدر)

(১৮) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, জান্নাতের দরজায় লিখিত আছে যে— اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا لَآ اُعَذِّبُ مَنْ قَالَهَا
আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোন মাবূদ নাই, যে ব্যক্তি এই (কালেমা) বলিতে থাকিবে আমি তাহাকে আযাব দিব না!

(দুররে মানসূর ঃ আবু শাইখ)

ফায়দা ঃ গোনাহের কারণে আজাব হওয়ার বিষয় অন্যান্য হাদীসে অনেক বেশী আসিয়াছে। সুতরাং এই হাদীস দ্বারা যদি চিরস্থায়ী আজাব উদ্দেশ্য হয়, তবে তো কোন প্রশ্ন থাকে না। আর যদি কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এরূপ এখলাসের সহিত এই কালেমার নিয়মিত পাঠকারী হয় যে, গোনাহ থাকা সত্ত্বেও তাহাকে মোটেও আজাব দেওয়া না হয় তবে ইহাও আল্লাহর রহমতের কাছে অসম্ভব নয়। যেমন ১৪নং হাদীসে বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ৯নং হাদীসেও কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

(১৯) عَنْ عَلِيٍّؓ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنِّيْ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِيْ مَنْ جَاءَنِيْ مِنْكُمْ بِشَهَادَةِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ بِالْاِخْلَاصِ دَخَلَ فِيْ حِصْنِيْ وَمَنْ دَخَلَ حِصْنِيْ اَمِنَ عَذَابِيْ.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرئیل علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہٗ کا ارشاد ہے کہ میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کیا کرو جو شخص تم میں سے اخلاص کے ساتھ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کی گواہی دیتا ہوا آوے گا وہ میرے قلعہ میں داخل ہو جائے گا اور جو میرے قلعہ میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے مامون ہوگا۔

(اخرجه ابو نعيم في الحلية كذا في الدر وابن عساكر كذا في الجامع الصغير وفيه

ايضاً برواية الشيرازي عن علي ورقم له بالصحة وفي الباب عن عتبان ابن مالكؓ بلفظ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ رواه الشيخان وعن ابن عمرؓ بلفظ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهٖ اِلَّا الْمَارِدَ الْمُتَمَرِّدَ الَّذِيْ يَتَمَرَّدُ عَلَى اللّٰهِ وَاَبٰى اَنْ يَّقُوْلَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رواه ابن ماجة)

(১৯) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাঈল (আঃ) হইতে নকল করেন যে, আল্লাহ জাল্লা জালালুহু এরশাদ ফরমান, আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন মাবূদ নাই। অতএব আমারই এবাদত কর। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এখলাসের সহিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দিয়া আসিবে সে আমার দূর্গে প্রবেশ করিবে। আর যে আমার দূর্গে প্রবেশ করিবে সে আমার আজাব হইতে নিরাপদ হইবে। (দুররে মানসূর ঃ হিলিয়া)

ফায়দা ঃ যদি ইহাও কবীরা গোনাহসমূহ হইতে বাঁচিয়া থাকার সহিত শর্তযুক্ত হয় যেমন ৫নং হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে তবে তো কোন প্রশ্নই নাই। আর যদি কবীরা গোনাহ সত্ত্বেও এই কালেমা পাঠ করে তবে নিয়মানুযায়ী আজাবের অর্থ চিরস্থায়ী আজাব হইবে। তবে আল্লাহ তায়ালার রহমত নিয়মের অধীন নয়। কুরআন পাকে স্পষ্ট বলা আছে যে, আল্লাহ তায়ালা শিরক মাফ করিবেন না। উহা ব্যতীত যাহাকে চাহিবেন মাফ করিয়া দিবেন। যেমন এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তিকেই আজাব দেন যে আল্লাহ তায়ালার সহিত হঠকারিতা করিয়া থাকে এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিতে অস্বীকার করে।

এক হাদীসে আসিয়াছে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ তায়ালার গোস্বাকে দূর করিতে থাকে যতক্ষণ দুনিয়াকে দ্বীনের উপর প্রাধান্য না দেয় এবং যখন সে দুনিয়াকে দ্বীনের উপর প্রাধান্য দিতে আরম্ভ করে আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিতে থাকে তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন যে, তুমি তোমার দাবীতে সত্যবাদী নও।

(২০) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍوؓ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْاِسْتِغْفَارُ ثُمَّ قَرَأَ فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ الْاٰيَة

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام ذکروں میں افضل لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل استغفار ہے پھر اس کی تائید میں سورۂ محمد کی آیت فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ تلاوت فرمائی۔

(اخرجه الطبرانی وابن مردویه والدیلمی کذا فی الدر وفی الجامع الصغیر بروایة الطبرانی مَا مِنَ الذِّكْرِ أَفْضَلُ مِنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَا مِنَ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ ورقم له بالحسن)

(২০) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, সমস্ত যিকিরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর সমস্ত দোয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল এস্তেগফার। অতঃপর ইহার সমর্থনে সূরা মুহাম্মাদ–এর আয়াত তেলাওয়াত করেন— فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

(দুররে মানসূর ঃ তাবারানী)

ফায়দা ঃ এই পরিচ্ছেদের সর্বপ্রথম হাদীসেও এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সমস্ত যিকিরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহার কারণ সূফীগণ লিখিয়াছেন, দিল পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে এই যিকিরের বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। ইহার বরকতে দিল সমস্ত ময়লা হইতে পবিত্র হইয়া যায়। আর যখন ইহার সহিত এস্তেগফারও শামিল হইয়া যায় তবে তো কোন কথাই নাই। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত ইউনুস (আঃ)কে যখন মাছ খাইয়া ফেলে তখন উহার পেটে থাকা অবস্থায় তাহার দোয়া ছিল— لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ

(সূরা আম্বিয়া, আয়াত ঃ ৮৭)

(লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সুবহানাকা ইন্নী কুন্‌তু মিনায–যালিমীন।) যে কোন ব্যক্তি এই শব্দগুলির সাহায্যে দোয়া করিবে উহা অবশ্যই কবুল হইবে।

এই পরিচ্ছেদের সর্বপ্রথম হাদীসেও এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে যে, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম যিকির হইল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কিন্তু সেখানে সর্বোত্তম দোয়া 'আল–হামদুলিল্লাহ' বলা হইয়াছিল আর এখানে এস্তেগফার বর্ণিত আছে। এই ধরনের পার্থক্য অবস্থাভেদে হইয়া থাকে। যেমন, একজন মুত্তাকী পরহেজগার ব্যক্তির জন্য 'আল–হামদুলিল্লাহ' সর্বশ্রেষ্ঠ, আর একজন গোনাহগার যেহেতু তওবা ও এস্তেগফারেরই বেশী মোহতাজ, কাজেই তাহার জন্য এস্তেফগারই সবচাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ইহা ছাড়া শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টিও বিভিন্ন কারণে হইয়া থাকে। লাভ অর্জনের জন্য আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা সবচেয়ে বেশী কার্যকর। আর ক্ষতি ও অসুবিধা দূর করার জন্য এস্তেগফার সবচাইতে বেশী উপকারী। ইহা ছাড়া এই ধরনের পার্থক্যের আরও কারণ রহিয়াছে।

(۲۱) عَنْ اَبِیْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رض عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَالْاِسْتِغْفَارِ فَاَكْثِرُوْا مِنْهُمَا فَاِنَّ اِبْلِيْسَ قَالَ اَهْلَكْتُ النَّاسَ بِالذُّنُوْبِ وَاَهْلَكُوْنِیْ بِلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَالْاِسْتِغْفَارِ فَلَمَّا رَاَيْتُ ذٰلِكَ اَهْلَكْتُهُمْ بِالْاَهْوَاءِ وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ۔

حضرت ابوبکر صدیق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ لا الٰہ الا اللہ اور استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو، شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انھوں نے مجھے لا الٰہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا جب میں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، تو میں نے اُن کو ہوائے نفس (یعنی بدعات) سے ہلاک کیا اور وہ اپنے کو ہدایت پر سمجھتے رہے۔

(اخرجه ابو یعلی کذا فی الدر والجامع الصغیر ورقم له بالضعف)

(২১) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং এস্তেগফার খুব বেশী করিয়া পড়। কেননা, শয়তান বলে, আমি মানুষকে গোনাহ দ্বারা ধ্বংস করিয়াছি আর মানুষ আমাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও এস্তেগফার দ্বারা ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। যখন আমি দেখিলাম (যে, কিছুই তো হইল না) তখন আমি তাহাদিগকে নফসানী খাহেশাত (অর্থাৎ বেদআত) দ্বারা ধ্বংস করিয়াছি। অথচ তাহারা নিজেদেরকে হেদায়েতের উপর আছে বলিয়া মনে করিতে রহিল। (দুররে মানসূর ঃ আবু ইয়া'লা)

ফায়দা ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং এস্তেগফার দ্বারা ধ্বংস করার অর্থ হইল, শয়তানের চরম উদ্দেশ্য হইল অন্তরকে স্বীয় বিষে বিষাক্ত করা। (ইহার আলোচনা প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১৪নং হাদীসে গিয়াছে।) আর এই বিষক্রিয়া তখনই হয় যখন অন্তর আল্লাহর যিকির হইতে খালি থাকে, তা না হইলে শয়তানকে লাঞ্ছিত হইয়া অন্তর হইতে ফিরিয়া যাইতে হয়। তদুপরি আল্লাহর যিকির অন্তর পরিষ্কারের উপায়। যেমন মিশকাত শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে, প্রত্যেক জিনিসের জন্য পরিষ্কার করার বস্তু থাকে, অন্তর পরিষ্কার করার বস্তু হইল আল্লাহর যিকির। এমনিভাবে এস্তেগফার সম্পর্কেও অনেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহা দিলের ময়লা এবং মরিচা দূর করে। আবু আলী দাক্কাক (রহঃ) বলেন, বান্দা যখন এখলাসের

সহিত লা ইলাহা বলে তখন দিল একদম পরিষ্কার হইয়া যায় (যেমন ভিজা কাপড় দ্বারা আয়না মুছিলে হয়)। অতঃপর যখন ইল্লাল্লাহ বলে, তখন পরিষ্কার অন্তরে উহার নূর প্রকাশিত হয়। এই অবস্থায় ইহা সুস্পষ্ট যে, শয়তানের সমস্ত চেষ্টাই বেকার হইয়া গেল এবং সমস্ত মেহনত ব্যর্থ হইল।

'নফসানী খাহেশ' দ্বারা ধ্বংস করার অর্থ হইল, নাহককে হক মনে করিতে থাকে এবং দিলে যাহা আসে উহাকেই দ্বীন ও ধর্ম বানাইয়া নেয়। কুরআন পাকের বিভিন্ন জায়গায় ইহার নিন্দা করা হইয়াছে। এক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে ঃ

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ ۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

আপনি কি ঐ ব্যক্তির অবস্থা দেখিয়াছেন, যে নফসানী খাহেশকে নিজের খোদা বানাইয়া রাখিয়াছে। আকল–বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাহাকে গোমরাহ করিয়াছেন, তাহার কান ও দিলের উপর মোহর লাগাইয়া দিয়াছেন এবং চোখের উপর পর্দা ফেলিয়া দিয়াছেন (ফলে সে সত্য কথা শুনে না, সত্য দেখে না এবং সত্য বিষয় তাহার অন্তরে প্রবেশ করে না) সুতরাং আল্লাহ (গোমরাহ করা)র পর কে হেদায়েত করিতে পারে? তবুও কি তোমরা বুঝ না? (সূরা জাছিয়া, আয়াত ঃ ২৩)

অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছে—

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

এমন ব্যক্তি হইতে অধিক গোমরাহ আর কে হইবে যে আল্লাহর পক্ষ হইতে (তাহার নিকট) কোন প্রমাণ ছাড়া আপন নফসের খাহেশের উপর চলে। আল্লাহ তায়ালা এরূপ জালেমদিগকে হেদায়েত করেন না।

(সূরা কাসাস, আয়াত ঃ ৫০)

আরও বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা শয়তানের অত্যন্ত কঠিন হামলা যে, সে বে–দ্বীনিকে দ্বীনের রূপ দিয়া বুঝাইয়া দেয় এবং মানুষ উহাকে দ্বীন মনে করিয়া করিতে থাকে এবং উহার উপর সওয়াবের প্রত্যাশী হইয়া থাকে। আর যখন উহাকে সে ইবাদত এবং দ্বীন মনে করিয়া করিতেছে, তখন উহা হইতে তওবা কিভাবে করিবে। যদি কোন ব্যক্তি চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি গোনাহের কাজে লিপ্ত থাকে তবে কোন না কোন সময় তওবা করার এবং বর্জন করার আশা

করা যায়। কিন্তু যখন কোন নাজায়েয কাজকে সে এবাদত বলিয়া মনে করে তবে উহা হইতে তওবা কেন করিবে এবং কেন উহা বর্জন করিবে ; বরং দিন দিন সে উহাতে আরও উন্নতি করিবে। শয়তানের এই কথা বলার ইহাই অর্থ যে, আমি তাহাকে পাপের কাজে লিপ্ত করি কিন্তু সে তওবা ও এস্তেগফার দ্বারা আমাকে কষ্ট দিতে থাকে। এখন আমি তাহাকে এমন জালে আটকাইয়া দিয়াছি যে, উহা হইতে সে আর কখনও বাহির হইতে পারিবে না। তাই দ্বীনের প্রত্যেকটি কাজে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের তরীকাকেই আপন রাহ্‌বর ও পথপ্রদর্শক বানানো অত্যন্ত জরুরী। পক্ষান্তরে সুন্নতের খেলাফ কোন পন্থা যদি গ্রহণ করি, তবে নেকী বরবাদ ও গোনাহ নিশ্চিত হইবে।

ইমাম গায্‌যালী (রহঃ) হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমার নিকট এই রেওয়ায়েত পৌঁছিয়াছে যে, শয়তান বলে, আমি উম্মতে মুহাম্মাদীর সামনে গোনাহসমূহকে সুসজ্জিত করিয়া পেশ করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের এস্তেগফার আমার কোমর ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। অতঃপর তাহাদের সামনে আমি এমন গোনাহের কাজ পেশ করিয়াছি, যাহাকে তাহারা গোনাই মনে করে না ; উহা হইতে এস্তেগফার করার প্রয়োজন বোধ করে না। আর উহা হইল ঐ সকল বেদআত, যাহা তাহারা দ্বীন মনে করিয়া করে।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন, আল্লাহকে ভয় কর ; তুমি মানুষের সম্মুখে শয়তানকে লানত কর অথচ চুপে চুপে তাহার আনুগত্য কর আর তাহার সহিত বন্ধুত্ব কর। কোন কোন সূফী–সাধক হইতে বর্ণিত আছে—ইহা কত বড় আশ্চর্যের কথা যে, মেহেরবান মনিব আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত নেয়ামতসমূহ জানার এবং স্বীকার করার পরও তাঁহার নাফরমানী করা হয় আর শয়তানের শত্রুতা সত্ত্বেও এবং তাহার প্রতারণা, অবাধ্যতা জানা সত্ত্বেও তাহার আনুগত্য করা হয়।

(۲۲) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُوْتُ عَبْدٌ يَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَرْجِعُ ذٰلِكَ اِلٰى قَلْبٍ مُّوْقِنٍ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَفِىْ رِوَايَةٍ اِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی اس حال میں مرے کہ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ کی سچے دل سے شہادت دیتا ہو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ضرور اُس کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمادیں گے۔

(اخرجه احمد والنسائی والطبرانی والحاکم والترمذی فی نوادر الاصول وابن مردویه والبیہقی والاسماء والصفات کذا فی الدر وابن ماجة وفی الباب عن عمران بلفظ مَنْ عَلِمَ اَنَّ اللّٰهَ رَبُّهٗ وَاَنِّیْ نَبِیُّهٗ مُوْقِنًا مِنْ قَلْبِهٖ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَی النَّارِ رواه البزار ورقم له فی الجامع بالصحة وفیه ایضًا بروایة البزار عن اَبِیْ سَعِیْدٍ مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَرَقَمَ لَهٗ بِالصِّحَّةِ)

(২২) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে কোন ব্যক্তি খাঁটি দিলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর সাক্ষ্যদান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। অপর এক হাদীসে আছে, অবশ্যই আল্লাহ তাহাকে মাফ করিয়া দিবেন।

(দুররে মানসূর ঃ আহমদ, নাসাঈ)

ফায়দা ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সহীহ হাদীসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং অন্যদেরকে সুসংবাদ শুনাইয়া দাও যে, যে ব্যক্তি খাঁটি দিলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে স্বীকার করে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

আল্লাহ তায়ালার কাছে এখলাসের কদর রহিয়াছে ; এবং এখলাসের সহিত সামান্য আমলও অনেক বেশী আজর ও সওয়াব রাখে। মানুষকে দেখানো বা মানুষকে খুশী করার উদ্দেশ্যে কোন আমল করিলে উহা আল্লাহর দরবারে শুধু বেকার নয় ; বরং উহা আমলকারী ব্যক্তির জন্য ধ্বংসেরও কারণ। কিন্তু এখলাসের সহিত সামান্য আমলও বহু ফল দান করে। অতএব, যে ব্যক্তি এখলাসের সহিত কালেমায়ে শাহাদাত পড়িবে তাহাকে অবশ্যই ক্ষমা করা হইবে এবং সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে—ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। হাঁ, হইতে পারে যে, সে ব্যক্তি নিজ গোনাহের কারণে কিছুদিন শাস্তিভোগ করিয়া জান্নাতে প্রবেশ করিবে ; কিন্তু ইহাও জরুরী নহে। কোন খাঁটি বান্দার এখলাস যদি মালেকুল মুল্ক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট পছন্দ হইয়া যায়, তাহার কোন খেদমতই যদি পছন্দ হইয়া যায়, তবে তিনি সমস্ত গোনাহই মাফ করিয়া দিতে পারেন। এমন মহান দাতা ও দয়ালু খোদার জন্য যদি আমরা কুরবান হইতে না পারি তবে ইহা কত বড় বঞ্চনা!

মোটকথা, এই সমস্ত হাদীস শরীফে কালেমা তাইয়্যেবা পাঠকারীর জন্য অনেক কিছুর ওয়াদা রহিয়াছে। যাহাতে উভয় প্রকার সম্ভাবনাই আছে—নিয়ম হিসাবে গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর ক্ষমা পাওয়া, অথবা দয়া,

মেহেরবানী, এহসান ও শাহী দান হিসাবে শাস্তি ছাড়াই ক্ষমা পাওয়া।

ইয়াহ্য়া ইবনে আকছাম (রহঃ) একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁহার ইন্তেকালের পর জনৈক ব্যক্তি তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার অবস্থা কি? তিনি বলিলেন, আল্লাহর দরবারে আমাকে হাজির করা হইলে ; আমাকে বলিলেন, হে গোনাহগার বুড়া! তুমি অমুক কাজ করিয়াছ, অমুক কাজ করিয়াছ, এইভাবে আমার গোনাহসমূহ গণনা করা হইল এবং বলা হইল যে, তুমি এমন এমন কর্ম করিয়াছ। আমি আরজ করিলাম, আয় আল্লাহ! আমার নিকট কি আপনার পক্ষ হইতে এই হাদীস পৌঁছে নাই? এরশাদ হইল, কি হাদীস পৌঁছিয়াছে? আমি আরজ করিলাম, আমার নিকট আবদুর রাজ্জাক (রহঃ) বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট মা'মার (রহঃ) বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট জুহ্রী (রহঃ) বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট ওরওয়াহ (রহঃ) বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট আয়েশা (রাযিঃ) বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট আপনি বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে বৃদ্ধ হয় আমি তাহাকে (তাহার আমলের কারণে) শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা করিলেও তাহার বার্ধক্যের কারণে লজ্জা করিয়া মাফ করিয়া দেই।" আর আপনি জানেন যে, আমি বৃদ্ধ। আল্লাহতায়ালা এরশাদ ফরমাইলেন, আবদুর রাজ্জাক সত্য বলিয়াছে, মা'মারও সত্য বলিয়াছে, যুহরীও সত্য বলিয়াছে, উর্ওয়া–ও সত্য বর্ণনা করিয়াছে, আয়েশাও সত্য বলিয়াছে, নবীও সত্য বলিয়াছে, জিবরাঈলও সত্য বলিয়াছে এবং আমিও সত্য বলিয়াছি। ইয়াহ্য়া (রহঃ) বলেন, অতঃপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করার আদেশ করিলেন।

(۲۳) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَیْسَ شَیْئٌ اِلَّا بَیْنَهٗ وَبَیْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ اِلَّا قَوْلُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَدُعَاءُ الْوَالِدِ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر عمل کے لئے اللہ کے یہاں پہونچنے کے لئے درمیان میں حجاب ہوتا ہے مگر لآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ اور باپ کی دُعا بیٹے کے لئے ان دونوں کے لئے کوئی حجاب نہیں۔

(اخرجه ابن مردویه کذا فی الدر وفی الجامع الصغیر بروایة ابن النجار ورقم له بالضعف وفی الجامع الصغیر بروایة الترمذی عن ابن عمرو ورقم له بالصحة اَلتَّسْبِیْحُ نِصْفُ الْمِیْزَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَؤُهٗ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَیْسَ لَهَا دُوْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ حَتّٰی تَخْلُصَ اِلَیْهِ)

(২৩) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, প্রত্যেক আমলের জন্য আল্লাহর দরবারে পৌছিতে মাঝখানে পর্দা থাকে। কিন্তু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সন্তানের জন্য পিতার দোয়া এই দুইটি বিষয়ের জন্য কোন পর্দা নাই। (দুররে মানসূর ঃ ইবনে মারদূয়াহ)

ফায়দা ঃ 'পর্দা না থাকা'র অর্থ হইল, এই দুইটি জিনিস কবুল হইতে একটুও বিলম্ব হয় না। অন্যান্য বিষয় কবুল হওয়ার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমের বাধা হয় কিন্তু এই বিষয়গুলি সরাসরি আল্লাহর দরবারে তৎক্ষণাৎ পৌছিয়া যায়।

এক কাফের বাদশার ঘটনা বর্ণিত আছে যে, সে খুবই অত্যাচারী ও গোঁড়া স্বভাবের ছিল। ঘটনাক্রমে সে এক যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হইয়া গেল। তাহার দ্বারা মুসলমানগণ যেহেতু খুবই কষ্ট পাইয়াছিল, তাই মুসলমানদের মধ্যে প্রতিশোধ নেওয়ার জোশও ছিল বেশী। সুতরাং তাহাকে একটি ডেগের ভিতর বসাইয়া আগুনের উপর রাখিয়া দিল। সে প্রথমে তাহার দেবতাদেরকে ডাকিতে লাগিল এবং উহাদের কাছে সাহায্য চাহিল। যখন ইহাতে কোন ফল হইল না, তখন সেখানেই মুসলমান হইয়া গেল এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িতে শুরু করিল এবং অনবরত পড়িতে থাকিল। এরূপ অবস্থায় যে কি রকম আন্তরিকতা ও আগ্রহের সহিত পড়িতে পারে উহা সহজেই অনুমান করা যায়। তৎক্ষণাৎ আল্লাহর তরফ হইতে সাহায্য আসিল এবং এমন জোরে বৃষ্টি হইল যে, সমস্ত আগুন নিভিয়া গেল এবং ডেগ ঠাণ্ডা হইয়া গেল। অতঃপর প্রচণ্ড বেগে বাতাস আসিয়া ঐ ডেগ উড়াইয়া নিয়া এক দূরবর্তী কাফের দেশে নিয়া ফেলিল। লোকটি অনবরত কালেমা তাইয়্যিবা পড়িতেছিল। আশেপাশে লোকজন আসিয়া ভীড় জমাইল এবং এই অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করার পর বিস্তারিত অবস্থা জানিয়া তাহারা সকলেই মুসলমান হইয়া গেল।

(٢٤) عن عتبان بن مالك رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يوافي عبد يوم القيمة يقول لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله الا حرم على النار.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نہیں آئے گا کوئی شخص قیامت کے دن کہ لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے کہتا ہو کہ اللہ کی رضا کے سوا کوئی مقصود نہ ہو مگر جہنم اس پر حرام ہوگی۔

(اخرجه احمد والبخاري ومسلم وابن ماجة والبيهقي في الاسماء والصفات كذا في الدر)

(২৪) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, কেয়ামতের দিন সে এমনভাবে উপস্থিত হইবে যে, তাহার উপর জাহান্নাম হারাম হইবে। (দুররে মানসূর ঃ আহমদ, বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি সর্বদা এখলাসের সহিত কালেমায়ে তাইয়্যেবার যিকির করিয়াছে তাহার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম হওয়ার বিষয়টিতো স্বাভাবিক নিয়মানুসারে কবীরা গোনাহ না থাকার সহিত সম্পর্কযুক্ত। অথবা জাহান্নাম হারাম হওয়ার অর্থ হইল চিরকালের জন্য উহাতে থাকা হারাম হইবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যদি এখলাসের সহিত এই পবিত্র কালেমা পাঠকারীকে গোনাহ সত্ত্বেও জাহান্নাম হইতে একেবারেই মাফ করিয়া দেন তাহা হইলে কে বাধা দিতে পারে?

বিভিন্ন হাদীসে এইরূপ বান্দাদেরও আলোচনা আসিয়াছে যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক কোন কোন ব্যক্তিকে বলিবেন, তুমি অমুক গোনাহ করিয়াছ, অমুক গোনাহ করিয়াছ, এইভাবে যখন অনেক গোনাহ উল্লেখ করিবেন। আর সে মনে করিবে যে, আমি তো ধ্বংস হইয়া গিয়াছি এবং স্বীকার করা ব্যতীত কোন উপায় থাকিবে না, তখন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন, দুনিয়াতে আমি তোমার অপরাধ গোপন রাখিয়াছি আজও গোপন রাখিব। যাও তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। এইরূপ অনেক ঘটনা হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই ঐ সকল জাকেরীনদের জন্যও যদি এই ধরনের ব্যবহার হয় তবে উহা অসম্ভব নহে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নামের মধ্যে বড় বরকত ও কল্যাণ রহিয়াছে। সুতরাং যত বেশী আল্লাহর নাম স্মরণ করা যায় উহাতে অবহেলা করা উচিত নয়। বড়ই সৌভাগ্যবান ঐসব লোক যাহারা এই কালেমার বরকত বুঝিয়াছে এবং এই যিকিরের মধ্যেই জীবন কাটাইয়া দিয়াছে।

(٢٥) عن يحيى بن طلحة رضـ بن عبيد الله قال رؤي طلحة حزينا فقيل له ما لك قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني لاعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته الا نفس الله عنه كربته واشرق لونه وراى ما يسره

حضرت طلحہؓ کو لوگوں نے دیکھا کہ نہایت غمگین بیٹھے ہیں، کسی نے پوچھا کیا بات ہے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے کہ جو شخص مرتے وقت اس کو کہے تو موت کی تکلیف اس سے ہٹ جائے اور رنگ چمکنے لگے اور خوشی کا منظر دیکھے مگر مجھے حضور صلی اللہ

وما منعني ان اسأله عنها الا القدرة عليه حتى مات فقال عمر رض اني لاعلمها قال فما هي قال لا نعلم كلمة هي اعظم من كلمة امر بها عمه لا اله الا الله قال فهي والله هي۔

علیہ وسلم سے اس کلمہ کے پوچھنے کی قدرت نہ ہوئی (اس کا رنج ہو رہا ہے) حضرت عمر رض نے فرمایا مجھے معلوم ہے طلحہ رض (خوش ہو کر) کہنے لگے کیا ہے حضرت عمر رض نے فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ کوئی کلمہ اس سے بڑھا ہوا نہیں ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا (ابوطالب) پر پیش کیا تھا اور وہ ہے لا الہ الا اللہ فرمایا واللہ یہی ہے واللہ یہی ہے۔

(اخرجه البيهقي في الاسماء والصفات كذا في الدر قلت اخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين واقره عليه الذهبي واخرجه احمد واخرج ايضا من مسند عمر رض بمعناه بزيادة فيهما واخرجه ابن ماجة عن يحيى بن طلحة عن امه وفي شرح الصدور للسيوطي واخرج ابو يعلى والحاكم بسند صحيح عن طلحة وعمر قالا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني اعلم كلمة الحديث)

(২৫) একদা লোকজন দেখিতে পাইল যে, হযরত তালহা (রাযিঃ) বিষন্ন মনে বসিয়া রহিয়াছেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কি হইয়াছে? তিনি উত্তর করিলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছিলাম ঃ আমার এমন একটি কালেমা জানা আছে, যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় উহা পড়িবে তাহার মৃত্যুকষ্ট দূর হইয়া যাইবে। তাহার রং উজ্জ্বল হইতে থাকিবে এবং সে আনন্দদায়ক দৃশ্য দেখিতে পাইবে। কিন্তু আমি উক্ত কালেমা সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। (তাই মনক্ষুন্ন আছি।) হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, আমার ঐ কালেমাটি জানা আছে। হযরত তালহা (রাযিঃ) আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, উহা কি? হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, আমার জানা আছে, উহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন কালেমা নাই, যাহা তিনি স্বীয় চাচা আবু তালেবকে মৃত্যুর সময় পেশ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হযরত তালহা (রাযিঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম ইহাই, আল্লাহর কসম, ইহাই সেই কালেমা।

(দুররে মানসূর ঃ বায়হাকী ঃ আসমা। হাকিম)

ফায়দা ঃ কালেমায়ে তাইয়্যেবা যে পরিপূর্ণ নূর ও আনন্দ ইহা বহু

হাদীস দ্বারা জানা যায় ও বুঝা যায়। হাফেজ ইবনে হযর (রহঃ) 'মোনাবেবহাত' কিতাবে হযরত আবু বকর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, পাঁচটি অন্ধকার আছে এবং উহার জন্য পাঁচটিই চেরাগ রহিয়াছে। এক, দুনিয়ার মহব্বত অন্ধকার ; উহার চেরাগ তাকওয়া। দুই, গোনাহ অন্ধকার ; উহার চেরাগ তওবা। তিন, কবর অন্ধকার ; উহার চেরাগ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। চার, আখেরাত অন্ধকার ; উহার চেরাগ নেক আমল। পাঁচ, পুলসিরাত অন্ধকার ; উহার চেরাগ একীন।

হযরত রাবেয়া আদবিয়া (রহঃ) বিখ্যাত ওলী ছিলেন। সারারাত্র তিনি নামাযে মশগুল থাকিতেন। সুবহে সাদেকের পরে সামান্য একটু ঘুমাইতেন। যখন ভোরের আকাশ খুব ফর্সা হইয়া যাইত ঘাবড়াইয়া উঠিয়া পড়িতেন এবং নিজেকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন যে, আর কতকাল ঘুমাইতে থাকিবে? অতি শীঘ্রই কবরের জামানা আসিতেছে, সেখানে শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত ঘুমাইয়া থাকিতে হইবে। যখন মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া আসিল, তখন এক খাদেমাকে ওসিয়ত করিলেন, এই তালিযুক্ত পশমী কাপড়ে (যাহা তিনি তাহাজ্জুদের সময় পরিধান করিতেন) আমাকে কাফন দিবে। সুতরাং অসিয়ত অনুযায়ী তাঁহার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করা হইল। মৃত্যুর পর সেই খাদেমা তাহাকে অত্যন্ত উত্তম লেবাছ পরিহিতা অবস্থায় স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সেই তালিযুক্ত কাপড় কোথায়? যাহাতে আপনাকে কাফন দেওয়া হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, উহা ভাঁজ করিয়া আমার আমলসমূহের সহিত রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। খাদেমা আবেদন করিল যে, আমাকে কোন নসীহত করুন। তিনি বলিলেন, আল্লাহর যিকির যতই পার করিতে থাক। উহাতে তুমি কবরে ঈর্ষার পাত্রী হইয়া যাইবে।

(٢٦) عن عثمان رض قال ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يوسوس قال عثمان رض وكنت منهم فبينا انا جالس مر علي عمر رض وسلم فلم اشعر به فاشتكى عمر رض الى ابي بكر رض ثم اقبلا حتى سلما علي جميعا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم (روحی فداہ) کے وصال کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس قدر سخت صدمہ تھا کہ بہت سے مختلف طور کے وساوس میں مبتلا ہو گئے تھے حضرت عثمان رض فرماتے ہیں کہ میں بھی ان ہی لوگوں میں تھا جو وساوس میں گھرے ہوئے تھے حضرت عمر رض میرے پاس تشریف

فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رضـ مَا حَمَلَكَ عَلٰى اَنْ لَا تَرُدَّ
عَلٰى اَخِيْكَ عُمَرَ رضـ سَلَامَهٗ قُلْتُ مَا فَعَلْتُ
فَقَالَ عُمَرُ رضـ بَلٰى وَاللهِ لَقَدْ فَعَلْتَ قَالَ
قُلْتُ وَاللهِ مَا شَعَرْتُ اَنَّكَ مَرَرْتَ
وَلَا سَلَّمْتَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رضـ صَدَقَ
عُثْمَانُ رضـ قَدْ شَغَلَكَ عَنْ ذٰلِكَ اَمْرٌ
فَقُلْتُ اَجَلْ قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ تَوَفَّى
اللهُ تَعَالٰى نَبِيَّهٗ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَبْلَ اَنْ نَسْأَلَهٗ عَنْ نَجَاةِ هٰذَا الْاَمْرِ
قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رضـ قَدْ سَأَلْتُهٗ عَنْ ذٰلِكَ
فَقُمْتُ اِلَيْهِ وَقُلْتُ لَهٗ بِاَبِيْ اَنْتَ وَ
اُمِّيْ اَنْتَ اَحَقُّ بِهَا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ قُلْتُ
يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا نَجَاةُ هٰذَا الْاَمْرِ
فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ قَبِلَ مِنِّي الْكَلِمَةَ الَّتِيْ
عَرَضْتُ عَلٰى عَمِّيْ فَرَدَّهَا فَهِيَ
لَهٗ نَجَاةٌ۔

لائے مجھے سلام کیا مگر مجھے مطلق پتہ نہ چلا
اُنہوں نے حضرت ابوبکرؓ سے شکایت کی
(کہ عثمانؓ بھی بظاہر خفا ہیں کہ میں نے سلام
کیا انہوں نے جواب بھی نہ دیا) اس کے بعد
دونوں حضرات اکٹھے تشریف لائے اور سلام
کیا اور حضرت ابوبکرؓ نے دریافت فرمایا کہ تم
نے اپنے بھائی عمرؓ کے سلام کا جواب بھی نہ دیا
(کیا بات ہے) میں نے عرض کیا کہ میں نے تو
ایسا نہیں کیا حضرت عمرؓ نے فرمایا ایسا ہی ہوا.
میں نے عرض کیا کہ مجھے تو آپ کے آنے کی
بھی خبر نہیں ہوئی کہ کب آئے نہ سلام کا پتہ
چلا. حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا سچ ہے ایسا ہی
ہوا ہوگا غالباً تم کسی سوچ میں بیٹھے ہوگے
میں نے عرض کیا واقعی میں ایک گہری سوچ
میں تھا. حضرت ابوبکرؓ نے دریافت فرمایا
کیا تھا. میں نے عرض کیا حضورؐ کا وصال ہو
گیا اور ہم نے یہ بھی نہ پوچھ لیا کہ اس کام کی
نجات کس چیز میں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں پوچھ چکا ہوں. میں اُٹھا
اور میں نے کہا تم پر میرے ماں باپ قربان، واقعی تم ہی زیادہ مستحق تھے اس کے دریافت کرنے
کے (کہ دین کی ہر چیز میں آگے بڑھنے والے ہو) حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا. میں نے حضورؐ سے
دریافت کیا تھا کہ اس کام کی نجات کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمہ کو قبول کرلے
جس کو میں نے اپنے چچا (ابوطالب پر اُن کے انتقال کے وقت) پیش کیا تھا اور اُنہوں
نے رد کر دیا تھا، وہی کلمہ نجات ہے.

(رواه احمد كذا فى المشكوة وفى مجمع الزوائد رواه احمد والطبرانى فى الاوسط باختصار
وابو يعلى بتمامه والبزار بنحوه وفيه رجل لم يسم لكن الزهرى وثقه وابهمه
اه قلت وذكر فى مجمع الزوائد له متابعات بالفاظ متقاربة)

(২৬) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এন্তেকালের সময় সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) এত বেশী শোকাহত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, অনেকেই বিভিন্ন প্রকার ওসওয়াসায় লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। হযরত ওসমান (রাযিঃ) বলেন, আমিও সেই ওসওয়াসায় লিপ্ত লোকদের মধ্যে ছিলাম। হযরত ওমর (রাযিঃ) আমার নিকট আসিয়া সালাম করিলেন কিন্তু আমি মোটেও উপলব্ধি করিতে পারি নাই। তিনি হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর নিকট অভিযোগ করিলেন (যে, ওসমান (রাযিঃ)কেও অসন্তুষ্ট মনে হইতেছে। কেননা, আমি তাহাকে সালাম দিয়াছি, তিনি সালামের উত্তর পর্যন্ত দেন নাই।)। অতঃপর তাহারা দুইজনই আমার নিকট তশরীফ আনিলেন এবং সালাম করিলেন। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি তোমার ভাই উমরের সালামের জবাব দিলে না (ইহার কারণ কি)? আমি আরজ করিলাম, কই আমি তো এইরূপ করি নাই। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, নিশ্চয় করিয়াছেন। আমি বলিলাম, আপনি কখন আসিয়াছেন বা সালাম করিয়াছেন উহা আমি মোটেও উপলব্ধি করিতে পারি নাই। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলিলেন, ঠিক আছে এমনই হইয়া থাকিবে ; আপনি হয়ত কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। আমি বলিলাম, জ্বি–হাঁ আমি গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলিলেন, তাহা কি ছিল? আমি আরজ করিলাম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়া গেল অথচ এই কাজের নাজাত কিসের মধ্যে সেই কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া রাখিতে পারি নাই। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিয়া রাখিয়াছি। এই কথা শুনিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং বলিলাম, আপনার উপর আমার মা–বাপ কুরবান হউন, এই কথা জিজ্ঞাসা করার আপনিই উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন (কেননা, আপনি দ্বীনের প্রত্যেক কাজে অগ্রগামী)। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলিলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এই কাজের নাজাত কিসে পাওয়া যাইবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, যেই ব্যক্তি ঐ কালেমাকে গ্রহণ করিবে যাহা আমি আপন চাচা (আবু তালেবের উপর তাহার মৃত্যুর সময়) পেশ করিয়াছিলাম, আর তিনি উহা করিয়া দিয়াছিলেন উহাই একমাত্র নাজাতের কালেমা।(মিশকাত ঃ আহমদ)

ফায়দা ঃ 'ওসওয়াসা'য় লিপ্ত হওয়ার অর্থ হইল, সাহাবায়ে কেরাম সেই সময় অত্যধিক শোক ও দুঃখে এত বেশী পেরেশান হইয়া গিয়াছিলেন যে, হযরত উমরের মত বড় ও বাহাদুর সাহাবীও তরবারী হাতে দাঁড়াইয়া

বলিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি বলিবে যে, নবীজীর ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আপন মাওলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন, যেমন হযরত মূসা (আঃ) তূর পাহাড়ে গিয়াছিলেন। কোন কোন সাহাবীর এই ধারণা সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল যে, এখন দ্বীন খতম হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ মনে করিতেছিলেন, দ্বীনের উন্নতির আর কোন সুযোগ হইবে না। অনেকে একেবারেই নিশ্চুপ ছিলেন। মুখে কোন কথাই আসিতেছিল না। একমাত্র হযরত আবু বকর (রাযিঃ) সক্রিয় ছিলেন, যিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি চরম এশ্‌ক ও মহব্বত থাকা সত্ত্বেও ঐ সময় অটল ও দৃঢ়পদ ছিলেন। তিনি উঁচুস্বরে খোতবা দিলেন। উহাতে তিনি এই আয়াত পড়িলেন ঃ وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ যাহার অর্থ হইল ঃ "মুহাম্মদ তো শুধুমাত্র রাসূলই (তিনি খোদা তো নহেন যে, তাঁহার মৃত্যু আসিতেই পারে না)। (সূরা আলি ইমরান, আয়াত ঃ ১৪৪) যদি তাঁহার মৃত্যু হইয়া যায় অথবা তিনি শহীদ হইয়া যান, তবে কি তোমরা (দ্বীন হইতে) ফিরিয়া যাইবে? আর যে ব্যক্তি (দ্বীন হইতে) ফিরিয়া যাইবে সে আল্লাহ তায়ালার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না (নিজেরই ক্ষতি করিবে)। সংক্ষিপ্ত আকারে এই ঘটনা আমি আমার 'হেকায়াতে সাহাবা' নামক কিতাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

'এই কাজের নাজাত কিসের মধ্যে' এই বাক্যটির দুই অর্থ। এক এই যে, দ্বীনের কাজ তো বহু রহিয়াছে তন্মধ্যে দ্বীন নির্ভরশীল কোনটির উপর যাহা ছাড়া কোন উপায় নাই। এই অর্থ অনুযায়ী উত্তর খুবই পরিষ্কার যে, দ্বীনের সম্পূর্ণ ভিত্তিই হইল কালেমায়ে শাহাদাতের উপর এবং ইসলামের মূলই হইল কালেমায়ে তাইয়্যেবাহ। দ্বিতীয় অর্থ হইল, এই কাজে অর্থাৎ দ্বীনের কাজে অনেক জটিলতাও দেখা দেয়, বিভিন্ন ওসওয়াসাও ঘিরিয়া নেয়। শয়তানের প্রতিবন্ধকতাও একটি স্বতন্ত্র মুসীবত। দুনিয়াবী প্রয়োজনসমূহও নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এমতাবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তির অর্থ হইল, কালেমায়ে তাইয়্যেবার বেশী বেশী যিকির এই সকল সমস্যার সমাধান। কেননা ইহা এখলাস পয়দা করে, অন্তর পরিষ্কার করে এবং শয়তানের ধ্বংসের কারণ হয়। যেমন উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহে কালেমা তাইয়্যেবার অনেক রকম আছরের কথা আলোচনা করা হইয়াছে। এক হাদীসে আসিয়াছে, কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্বীয় পাঠকারী হইতে ৯৯ প্রকারের বিপদ আপদ দূর করিয়া দেয়। তন্মধ্যে সবচাইতে ছোট বিপদ হইল চিন্তা, যাহা সর্বদা

মানুষের উপর সওয়ার হইয়া থাকে।

(٢٧) عَنْ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُوْلُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِّنْ قَلْبِهٖ اِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ فَقَالَ لَهٗ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَنَا اُحَدِّثُكَ مَا هِىَ هِىَ كَلِمَةُ الْاِخْلَاصِ الَّتِىْ اَعَزَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى بِهَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابَهٗ وَهِىَ كَلِمَةُ التَّقْوٰى الَّتِىْ اَلَاصَ عَلَيْهَا نَبِىُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّهٗ اَبَا طَالِبٍ عِنْدَ الْمَوْتِ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ۔

حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضورؐ سے سنا تھا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جو شخص اس کو حق سمجھ کر اخلاص کے ساتھ دل سے (یقین کرتے ہوئے) اس کو پڑھے تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں بتاؤں وہ کلمہ کیا ہے. وہ وہی کلمہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اور اس کے صحابہؓ کو عزت دی. وہ وہی تقویٰ کا کلمہ ہے جس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابوطالب سے ان کے انتقال کے وقت خواہش کی تھی. وہ شہادت ہے لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ کی۔

(رواه احمد واخرجه الحاكم بهذا اللفظ وقال صحيح على شرطهما واقره عليه الذهبي واخرجه الحاكم برواية عثمانؓ عن عمرؓ مرفوعًا اِنِّىْ لَاَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُوْلُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِّنْ قَلْبِهٖ فَيَمُوْتُ عَلٰى ذٰلِكَ اِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وقال هذا صحيح على شرطهما ثم ذكر له شاهدين من حديثهما)

(২৭) হযরত ওসমান (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আমার এমন একটি কালেমা জানা আছে, যদি কেহ হক জানিয়া এখলাসের সহিত অন্তরের (দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে) উহা পাঠ করে, তবে তাহার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, আমি কি বলিব ঐ কালেমাটি কি? উহা ঐ কালেমা যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল এবং তাঁহার সাহাবীগণকে সম্মানিত করিয়াছেন। উহা ঐ তাকওয়ার কালেমা যাহার আকাংখা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন চাচা আবু তালেবের মৃত্যুর সময় তাহার নিকট হইতে করিয়াছিলেন—উহা হইল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য দেওয়া। (আহমদ, হাকেম)

ফায়দা ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালেবের ঘটনা হাদীস, তফসীর ও ইতিহাসের কিতাবসমূহে প্রসিদ্ধ। হুযূর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের উপর তাঁহার বহু এহসান ছিল। তাই এন্তেকালের সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট তাশরীফ নিয়া গেলেন এবং এরশাদ ফরমাইলেন, হে আমার চাচা! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। যাহাতে আমি কিয়ামতের দিন আপনার জন্য সুপারিশ করিতে পারি এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট আপনার ইসলামের সাক্ষ্য দিতে পারি। তিনি বলিলেন, মানুষ এই বলিয়া আমার নিন্দা করিবে যে, মৃত্যুর ভয়ে ভাতিজার দ্বীন গ্রহণ করিয়া নিয়াছে, যদি এই ধারণা না হইত তবে এই মুহূর্তে কালেমা পড়িয়া তোমার চক্ষু ঠাণ্ডা করিয়া দিতাম। ইহা শুনিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনক্ষুন্ন হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এই প্রসঙ্গেই কুরআনে পাকের এই আয়াত নাযিল হইয়াছে ঃ إِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ أَحْبَبْتَ অর্থ ঃ আপনি যাহাকে ইচ্ছা করেন হেদায়াত করিতে পারেন না ; বরং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন হেদায়াত দান করেন। (সূরা কাসাস, আয়াত ঃ ৫৬)

এই ঘটনার দ্বারা ইহাও পরিষ্কার হইয়া গেল যে, যাহারা অন্যায় ও নাফরমানিতে লিপ্ত থাকে, আল্লাহ ও রাসূল হইতে দূরে সরিয়া থাকে আর ধারণা করে যে, নিকটতম আত্মীয়বুযুর্গের দোয়ায় পার হইয়া যাইবে, তাহারা ভুলের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা একমাত্র উদ্ধারকারী তাহারই দিকে রুজু করা চাই, তাহারই সহিত প্রকৃত সম্পর্ক কায়েম করা চাই। অবশ্য আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্য, তাঁহাদের দোয়া ও নেক দৃষ্টি সাহায্যকারী ও সহায়ক হইতে পারে।

(۲۸) عَنْ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اَذْنَبَ اٰدَمُ الذَّنْبَ الَّذِىْ اَذْنَبَهٗ رَفَعَ رَاْسَهٗ اِلَى السَّمَآءِ فَقَالَ اَسْاَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ اِلَّا غَفَرْتَ لِىْ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ مَنْ مُحَمَّدٌ فَقَالَ تَبَارَكَ اسْمُكَ لَمَّا خَلَقْتَنِىْ رَفَعْتُ رَاْسِىْ اِلٰى عَرْشِكَ فَاِذَا فِيْهِ مَكْتُوْبٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَعَلِمْتُ اَنَّهٗ لَيْسَ اَحَدٌ اَعْظَمَ عِنْدَكَ قَدْرًا عَمَّنْ جَعَلْتَ اِسْمَهٗ مَعَ اسْمِكَ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ يَا اٰدَمُ اِنَّهٗ اٰخِرُ النَّبِيِّيْنَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ وَلَوْلَاهُوَ مَا خَلَقْتُكَ.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت آدم (علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام) سے جب وہ گناہ صادر ہو گیا (جس کی وجہ سے جنت سے دنیا میں بھیج دیئے گئے تو ہر وقت روتے تھے اور دعاو استغفار کرتے رہتے تھے ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کیا اور عرض کیا یا اللہ! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے وسیلہ سے تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں وحی نازل ہوئی کہ محمد کون ہیں (جن کے واسطے سے تم نے استغفار کی) عرض کیا کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ تو میں سمجھ گیا تھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے اونچی ہستی کوئی نہیں ہے جن کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ رکھا۔ وحی نازل ہوئی کہ وہ خاتم النبیین ہیں تمہاری اولاد میں سے ہیں لیکن وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کئے جاتے۔

(اخرجه الطبرانى فى الصغير والحاكم وابو نعيم والبيهقى كلاهما فى الدلائل وابن عساكر فى الدر وفى مجمع الزوائد رواه الطبرانى فى الاوسط والصغير وفيه من لم اعرفهم قلت ويؤيد الاخر الحديث المشهور لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ قال القارى فى الموضوعات الكبير موضوع لكن معناه صحيح وفى التشرف معناه ثابت ويؤيد الاول ماورد فى غير رواية من انه مكتوب على العرش واوراق الجنة لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ كما بسط طرقه السيوطى فى مناقب اللالى فى غير موضع و بسط له شواهد ايضاً فى تفسيره فى سورة الم نشرح)

(২৮) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, হযরত আদম (আঃ) হইতে যখন ঐ গোনাহ সংঘটিত হইল (যাহার দরুন তাহাকে বেহেশত হইতে দুনিয়াতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তখন হইতে তিনি সর্বদা ক্রন্দন করিতেন এবং দোয়া এস্তেগফার করিতে থাকিতেন একবার) আসমানের দিকে দেখিয়া আরজ করিলেন, হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। ওহী নাযেল হইল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে? (যাহার ওসীলায় ক্ষমা চাহিলে) তিনি আরজ করিলেন, যখন আপনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন আমি আরশের উপর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লিখিত দেখিয়াছিলাম। তখন আমি বুঝিয়াছিলাম যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হইতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী কেহ নাই। যাহার নাম আপনি নিজের নামের সহিত রাখিয়াছেন। ওহী অবতীর্ণ হইল যে, তিনি সর্বশেষ নবী, তিনি তোমার আওলাদের মধ্য হইতে, কিন্তু তিনি যদি না হইতেন তবে তোমাকেও সৃষ্টি করা হইত না। (দুররে মানসূর ঃ তাবারানী, হাকেম)

ফায়দা ঃ হযরত আদম (আঃ) তখন কি কি দোয়া করিয়াছিলেন এবং

কিরূপ কাকুতি–মিনতী করিয়াছিলেন, তাহা বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে। এইসব রেওয়ায়েতের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নাই। মনিব যাহার প্রতি অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয় সেই ইহা উপলব্ধি করিতে পারে। দুনিয়ার নগণ্য মুনিবদের অসন্তুষ্টির কারণে চাকর বাকর ও খাদেমদের উপর কত কি অতিবাহিত হইয়া যায়। আর সেখানে তো সমগ্র বিশ্বের মালিক, রিযিকদাতা অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে অসন্তুষ্টি ছিল। তাহাও আবার ঐ ব্যক্তির উপর যাহাকে ফেরেশতাদের দ্বারা সেহদা করাইয়া নৈকট্য দান করিয়াছেন। যে ব্যক্তি যত বেশী নৈকট্যপ্রাপ্ত হয় অসন্তুষ্টির প্রভাব তাহার উপর তত বেশী পড়ে যদি না নীচ স্বভাবের হয়। আর তিনি তো নবী ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, হযরত আদম (আঃ) এত বেশী ক্রন্দন করিয়াছিলেন যে, দুনিয়ার সমস্ত মানুষের ক্রন্দন যদি একত্র করা হয়, তবুও উহার সমান হইতে পারে না। তিনি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত মাথা উপরের দিকে উঠান নাই। হযরত বুরাইদাহ (রাযিঃ) স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, হযরত আদম (আঃ)এর ক্রন্দন যদি সমগ্র দুনিয়ার ক্রন্দনের সহিত তুলনা করা হয়, তবে তাঁহার ক্রন্দনই অধিক হইবে। এক হাদীসে আছে, যদি তাহার চোখের পানি তাহার সমস্ত আওলাদের চোখের পানির সহিত ওজন করা হয় তবে তাহার চোখের পানিই বেশী হইবে। এমন অবস্থায় তিনি কতভাবে যে ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

یاں لب پہ لاکھ لاکھ سخن اضطراب میں   واں ایک خامشی تری سب کے جواب میں

এইদিক হইতে জবানে লাখো লাখ মিনতি ও আহাজারি। কিন্তু আমার সবকিছুর জবাবে সেইদিক হইতে এক নিরবতা।

অতএব আলোচিত রেওয়ায়াতসমূহে যেসব বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে সমষ্টিগতভাবে উহাতে কোন আপত্তির কিছু নাই। তন্মধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওসীলা করা এবং আরশে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লিখিত থাকার বিষয়ও বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, আমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করিলাম তখন উহার দুই পার্শ্বে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত তিনটি লাইন দেখিতে পাইলাম। প্রথম লাইনে ছিল ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

দ্বিতীয় লাইনে ছিল ঃ

مَا قَدَّمْنَا وَجَدْنَا وَمَا اَكَلْنَا رَبِحْنَا وَمَا خَلَفْنَا خَسِرْنَا

(অর্থাৎ, যাহা আগে পাঠাইয়া দিয়াছি (অর্থাৎ, দান–খয়রাত করিয়াছি) উহা পাইয়াছি। যাহা দুনিয়াতে খাইয়াছি তাহাতে লাভবান হইয়াছি। আর যাহা ছাড়িয়া আসিয়াছি তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি।)

তৃতীয় লাইনে লেখা ছিল ঃ

اُمَّةٌ مُّذْنِبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ

(অর্থাৎ, উম্মত গোনাহগার আর আল্লাহ ক্ষমাশীল)

এক বুযুর্গ বলেন, আমি হিন্দুস্থানের এক শহরে গেলাম এবং সেখানে একটি বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম, যাহার ফল দেখিতে বাদামের মত। উহা দুইটি খোসা দ্বারা আবৃত। ভাঙ্গিবার পর উহার ভিতর হইতে মুড়ানো একটি সবুজ পাতা বাহির হইয়া আসে। পাতাটি খুলিলে উহাতে লালবর্ণে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ লেখা দেখিতে পাওয়া যায়। আমি এই ঘটনা আবু ইয়াকুব শিকারীর নিকট উল্লেখ করিলাম।

তিনি বলিলেন, ইহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নাই। আমি 'আইলা' নামক স্থান হইতে একটি মাছ শিকার করিয়াছিলাম। উহার এক কানে লেখা ছিল لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এবং অপর কানে লেখা ছিল مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

(۲۹) عَنْ اَسْمَآءَ بِنْتِ يَزِيْدَ بْنِ السَّكَنِ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ اِسْمُ اللّٰهِ الْاَعْظَمُ فِىْ هَاتَيْنِ الْاٰيَتَيْنِ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ وَالٓمّٓ ۝ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ۔

حضرت اسماءؓ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا نام (جو اسم اعظم کے نام سے عام طور پر مشہور ہے) ان دو آیتوں میں ہے (بشرطیکہ اخلاص سے پڑھی جائیں) وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (س بقرہ ع ۱۹) اور الٓمّٓ ۝ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (س آل عمران ع ۱)

(اخرجه ابن ابی شيبة واحمد والدارمی وابوداؤد والترمذی وصححه وابن ماجة وابومسلم الكجی فی السنن وابن الضريس وابن ابی حاتم والبيهقی فی الشعب كذا فی الدر)

(২৯) হযরত আসমা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তায়ালার বড় নাম (যাহা সাধারণতঃ ইসমে আজম নামে প্রসিদ্ধ) এই দুই আয়াতের মধ্যে রহিয়াছে। (যদি উহা

এখলাসের সহিত পড়া হয়) ঃ

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ‘ওয়া ইলাহুকুম ইলাহুওঁ ওয়াহিদ লা–ইলাহা ইল্লা হুয়ার রহমানুর রাহীম’ (সূরা বাকারা, রুকূ–১৯) এবং الٓمّٓ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ‘আলিফ–লাম–মীম আল্লাহু লা–ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়ুম’ (সূরা আলি ইমরান, রুকূ–১)।

(দুররে মানসূর ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী)

ফায়দা ঃ ‘ইসমে আজম’ সম্পর্কে হাদীসের রেওয়ায়াতসমূহে অধিক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহা পাঠ করিয়া যে কোন দোয়া করা হয় তাহা আল্লাহর দরবারে কবূল হয়। তবে ইসমে আজম নির্ধারণের ব্যাপারে রেওয়ায়াত বিভিন্ন ধরনের বর্ণিত হইয়াছে। আসলে আল্লাহ তায়ালার নিয়ম এই যে, এইরূপ প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অস্পষ্ট রাখিয়া উহাতে মতভেদ সৃষ্টি করিয়া দেন। যেমন শবে কদরের নির্ধারণ এবং জুমার দিন দোয়া কবূল হওয়ার নির্দিষ্ট সময় সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে। ইহাতে অনেক হেকমত ও কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। এইগুলি আমি ‘ফাযায়েলে রমযান’ নামক কিতাবে উল্লেখ করিয়াছি। তদ্রূপ ইসমে আজমের নির্দিষ্টতা সম্পর্কেও বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ইহাও একটি যাহা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। আরো অনেক রেওয়ায়াতে এই আয়াতগুলি সম্পর্কে এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আনাস (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, অবাধ্য ও অনিষ্টকারী শয়তানের জন্য এই দুইটি আয়াতের চাইতে কঠিন আর কোন আয়াত নাই। وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ হইতে আরম্ভ করিয়া উপরোল্লিখিত শেষ পর্যন্ত।

ইবরাহীম ইবনে দাসমা (রহঃ) বলেন, পাগলামী, বদনজর ইত্যাদি নিরাময়ের জন্য নিম্নবর্ণিত আয়াতগুলি খুবই উপকারী। যে ব্যক্তি এই আয়াতগুলি নিয়মিত পাঠ করিবে সে এই ধরনের সমস্যা হইতে নিরাপদ থাকিবে ঃ

(১) وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ পূর্ণ আয়াত (সূরা বাকারাহ, রুকূ ঃ ১৯)

(২) আয়াতুল কুরসী (সূরা বাকারাহ)

(৩) সূরা বাকারার শেষ আয়াত।

(৪) اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ হইতে مُحْسِنِيْنَ পর্যন্ত।

(৫) সূরা হাশরের শেষ আয়াতগুলি ঃ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ হইতে শেষ পর্যন্ত।

আমাদের নিকট এই কথা পৌছিয়াছে যে, উপরোক্ত আয়াতগুলি

আরশের কোণে লিখিত আছে। ইবরাহীম ইবনে দাসমা (রহঃ) ইহাও বলিতেন যে, শিশুদের ভয় অথবা বদনজরের আশঙ্কা হইলেও তাহাদের জন্য এই আয়াতগুলি লিখিয়া দিও।

আল্লামা শামী (রহঃ) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হইতে নকল করিয়াছেন, ইসমে আজম হইল, স্বয়ং ‘আল্লাহ’ শব্দটি। তিনি আরো লিখিয়াছেন যে, আল্লামা তাহাবী (রহঃ) ও অনেক ওলামায়ে কেরাম হইতে এই একই উক্তি নকল করা হইয়াছে এবং অধিকাংশ আরেফীন তথা বিশিষ্ট সূফীগণও একই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। এইজন্যই তাঁহাদের নিকট এই পবিত্র নামের যিকিরই অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে।

শায়েখ আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ) হইতে ইহাই বর্ণনা করা হইয়াছে—তিনি বলেন, ইসমে–আজম হইল ‘আল্লাহ’ শব্দটি। তবে শর্ত হইল, যখন তুমি এই পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবে তখন যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু তোমার অন্তরে না থাকে। তিনি আরও বলেন, সাধারণ লোক এই নাম এমনভাবে লইবে যে, যখন ইহা জবানে জারী হইবে তখন অন্তরে আল্লাহর আজমত ও ভয় থাকিতে হইবে। আর খাছ লোকেরা এই নাম এমনভাবে উচ্চারণ করিবে যে, তাহাদের অন্তরে আল্লাহর জাত ও ছিফাতের উপস্থিতি থাকিতে হইবে। আর খাছ লোকদের মধ্যে যাহারা আরও খাছ তাহাদের জন্য শর্ত হইল, ঐ পাক জাত ছাড়া তাহাদের অন্তরে যেন আর কিছু না থাকে। কুরআন শরীফেও এই মোবারক নাম এত অধিক পরিমাণে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সীমা নাই। যাহার পরিমাণ দুই হাজার তিনশত ষাট বলা হইয়াছে।

শায়খ ইসমাঈল ফারগানী (রহঃ) বলেন, দীর্ঘদিন যাবত আমার ইস্‌মে–আজম শিখিবার আকাংখা ছিল। উহার জন্য আমি অনেক মোজাহাদা করিতাম এবং একাধারে কয়েকদিন না খাইয়া থাকিতাম। আর এই না খাওয়ার দরুন বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া যাইতাম। একদিন আমি দামেশকের মসজিদে বসিয়াছিলাম। এমন সময় দুইজন লোক মসজিদে প্রবেশ করিল এবং আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। তাহাদিগকে দেখিয়া আমার মনে হইল ইহারা ফেরেশতা হইবেন। তাহাদের একজন অপরজনকে প্রশ্ন করিল, তুমি কি ইস্‌মে–আজম শিখিতে চাও? অপরজন বলিল, জ্বি–হাঁ, বলুন উহা কি? আমি তাহাদের কথা খুব মনোযোগ সহকারে শুনিতে লাগিলাম। অপরজন বলিলেন, ইস্‌মে–আজম হইল, ‘আল্লাহ’ শব্দ, তবে শর্ত হইল উহা ‘সিদকে লাজার’ সহিত পড়িতে হইবে। শায়খ ইসমাঈল (রহঃ) বলেন, ‘সিদকে লাজা’ হইল, ‘আল্লাহ’ শব্দ

উচ্চারণকারীর অবস্থা তখন এমন হইবে যেমন কোন ব্যক্তি সাগরে ডুবিতেছে এবং তাহার উদ্ধারকারী কেহই নাই। এইরূপ অবস্থায় যেই আন্তরিকতার সহিত আল্লাহকে ডাকা হইতে পারে সেই অবস্থা হইতে হইবে।

ইস্‌মে-আজম শিখার জন্য বড় যোগ্যতা, কঠোর সংযমের প্রয়োজন। জনৈক বুযুর্গের ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তিনি ইস্‌মে-আজম জানিতেন। একদা একজন ফকীর আসিয়া বড় বিনয়ের সহিত তাহাকে ইস্‌মে-আজম শিক্ষা দিতে অনুরোধ করিল। বুযুর্গ বলিলেন, তোমার সেই যোগ্যতা নাই। ফকীর বলিল, হুযূর! আমার সেই যোগ্যতা আছে। অগত্যা বুযুর্গ বলিলেন, আচ্ছা অমুক জায়গায় গিয়া বস এবং সেইখানে যাহা ঘটে আমার নিকট আসিয়া বলিবে। ফকীর সেখানে গিয়া দেখিতে পাইল, এক বৃদ্ধ ব্যক্তি গাধার উপর লাকড়ি বোঝাই করিয়া আসিতেছে। সামনের দিক হইতে একজন সিপাহী আসিয়া ঐ বৃদ্ধকে খুব মারধর করিল এবং তাহার লাকড়িগুলি ছিনাইয়া লইয়া গেল। সিপাহীর প্রতি ফকীরের ভীষণ রাগ হইল। ফকীর বুযুর্গের নিকট আসিয়া পূর্ণ ঘটনা শুনাইল এবং বলিল, আমি যদি ইস্‌মে-আজম জানিতাম, তবে ঐ সিপাহীকে বদদোয়া করিতাম। বুযুর্গ বলিলেন, এই বৃদ্ধ লাকড়িওয়ালার নিকট হইতেই আমি ইস্‌মে-আজম শিখিয়াছি।

(٣٠) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَفِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنَ الْاِيْمَانِ اَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَوْ ذَكَرَنِيْ اَوْ خَافَنِيْ فِيْ مَقَامٍ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن، حق تعالیٰ شانہٗ ارشاد فرمائیں گے کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو جس نے لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کہا ہو اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہو اور ہر اس شخص کو نکال لو جس نے لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کہا ہو یا مجھے (کسی طرح بھی) یاد کیا ہو یا کسی موقعہ پر مجھ سے ڈرا ہو۔

(اخرجه الحاكم برواية المؤمل عن المبارك بن فضالة وقال صحيح الاسناد واقره عليه الذهبي وقال الحاكم قد تابع ابوداؤد مؤملا على روايته واختصره)

(৩০) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান,

(কেয়ামতের দিন) আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন, জাহান্নাম হইতে এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাহির করিয়া লও যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে এবং তাহার অন্তরে বিন্দু পরিমাণও ঈমান আছে। এবং এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাহির করিয়া লও যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে অথবা আমাকে (যেকোনভাবে) স্মরণ করিয়াছে কিংবা কোন অবস্থায় আমাকে ভয় করিয়াছে। (হাকেম)

ফায়দা ঃ এই পবিত্র কালেমার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা কি কি বরকতসমূহ রাখিয়াছেন, উহার কিছুটা আন্দাজ ইহাতেই হইয়া যায় যে, এক শত বৎসর বয়সের বৃদ্ধ যাহার সারাজীবন শিরক ও কুফরের মধ্যে কাটিয়াছে। একবার এই পাক কালেমা ঈমানের সহিত পড়ার কারণে মুসলমান হইয়া যায় এবং সারা জীবনের সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যায়। ঈমান আনার পর গোনাহ করিলেও এই কালেমার বরকতে কোন না কোন সময় জাহান্নাম হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

হযরত হোজায়ফা (রাযিঃ) যিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপনীয় বিষয়ে অবগত ছিলেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এমন এক সময় আসিবে, যখন ইসলাম এমন ম্লান হইয়া যাইবে যেমন কাপড়ের কারুকার্য (পুরাতন হওয়ার কারণে) ম্লান হইয়া যায়। রোযা, হজ্জ, যাকাত কি লোকেরা তাহা জানিবে না। অবশেষে এমন একটি রাত্র আসিবে যে, কুরআন পাক উঠাইয়া লওয়া হইবে, একটি আয়াতও বাকী থাকিবে না। বৃদ্ধ নারী-পুরুষেরা এইরূপ বলিবে যে, আমরা আমাদের মুরুব্বীদেরকে কালেমা পড়িতে শুনিয়াছি কাজেই আমরাও উহা পড়িব। হযরত হোজায়ফা (রাযিঃ)-র এক শাগরেদ বলিল, হুযূর! যখন যাকাত, হজ্জ, রোযা কিছুই থাকিবে না তখন শুধু এই কালেমা কি কাজে আসিবে? হযরত হোজাইফা (রাযিঃ) চুপ করিয়া রহিলেন। তিনবার প্রশ্ন করিবার পর তিনি বলিলেন, (কোন না কোন সময়) জাহান্নাম হইতে বাহির করিবে, জাহান্নাম হইতে বাহির করিবে, জাহান্নাম হইতে বাহির করিবে। অর্থাৎ ইসলামের অন্যান্য হুকুম পালন না করার কারণে শাস্তি ভোগ করার পর কোন না কোন সময় কালেমার বরকতে জাহান্নাম হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

উপরোক্ত হাদীসের অর্থও ইহা যে, যদি ঈমানের সামান্যতম অংশও থাকে তাহা হইলেও কোন এক সময় জাহান্নাম হইতে বাহির করা হইবে। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িবে উহা কোন না

কোনদিন অবশ্যই তাহার কারণে আসিবে যদিও বা কিছু শাস্তি ভোগ করিতে হয়।

(٣١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْرَابِيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِّنْ طَيَالِسَةٍ مَكْفُوْفَةٌ بِالدِّيْبَاجِ فَقَالَ اِنَّ صَاحِبَكُمْ هٰذَا يُرِيْدُ اَنْ يَّرْفَعَ كُلَّ رَاعٍ وَّابْنَ رَاعٍ وَيَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ وَّابْنَ فَارِسٍ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا فَاَخَذَ بِمَجَامِعِ ثَوْبِهٖ فَاجْتَذَبَهٗ وَقَالَ اَلَا اَرٰى عَلَيْكَ ثِيَابَ مَنْ لَّا يَعْقِلُ ثُمَّ رَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ فَقَالَ اِنَّ نُوْحًا لَّمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَا ابْنَيْهِ فَقَالَ اِنِّىْ قَاصٌّ عَلَيْكُمَا الْوَصِيَّةَ اٰمُرُكُمَا بِاثْنَيْنِ وَاَنْهَاكُمَا عَنِ اثْنَيْنِ اَنْهَاكُمَا عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ وَاٰمُرُكُمَا بِلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ فَاِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا فِيْهِمَا لَوْ وُضِعَتْ فِىْ كِفَّةِ الْمِيْزَانِ وَوُضِعَتْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ فِى الْكِفَّةِ الْاُخْرٰى كَانَتْ اَرْجَحَ مِنْهُمَا وَلَوْ اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا فِيْهِمَا كَانَتْ حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ عَلَيْهَا لَقَصَمَتْهَا وَاٰمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ فَاِنَّهُمَا صَلٰوةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهِمَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص گاؤں کا رہنے والا آیا جو ریشمی جبہ پہن رہا تھا اور اس کے کناروں پر دیبا کی گوٹ تھی (صحابہؓ سے خطاب کر کے) کہنے لگا کہ تمہارے ساتھی (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) یہ چاہتے ہیں کہ ہر چرواہے (بکری چرانے والے) اور چرواہے زادے کو بڑھادیں اور شہسوار اور شہسواروں کی اولاد کو گرادیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی سے اٹھے اور اس کے کپڑوں کو گریبان سے پکڑ کر ذرا کھینچا اور ارشاد فرمایا کہ (تو ہی بتا) تو بیوقوفوں کے سے کپڑے نہیں پہن رہا ہے پھر اپنی جگہ واپس آکر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا جب انتقال ہونے لگا تو اپنے دونوں صاحبزادوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں (آخری) وصیت کرتا ہوں جس میں دو چیزوں سے روکتا ہوں اور دو چیزوں کا حکم کرتا ہوں جن سے روکتا ہوں ایک شرک ہے دوسرا تکبر اور جن چیزوں کا حکم کرتا ہوں ایک لَا اِلٰهَ اِلَّا اللہ ہے کہ تمام آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے اگر سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں (اخلاص سے کہا ہوا) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللہ رکھ دیا جائے تو وہی پلڑا جھک جائے گا اور اگر تمام آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے ایک حلقہ بنا کر اس پاک کلمہ کو اس پر رکھ دیا جائے تو وہ وزن سے ٹوٹ جائے اور دوسری چیز جس کا حکم کرتا ہوں وہ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ ہے کہ یہ دو لفظ ہر مخلوق کی نماز ہیں اور انہیں کی برکت سے ہر چیز کو رزق عطا فرمایا جاتا ہے۔

(اخرجه الحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه للصقعب ابن زهير فانه ثقة قليل الحديث اھ واقره عليه الذهبى وقال الصقعب ثقة ورواه ابن عجلان عن زيد بن اسلم مرسلا اھ قلت ورواه احمد فى مسنده بزيادة فيه بطرق وفى بعض منها فان السموات السبع والارضين السبع كن حلقة مبهمة فصمتهن لا اله الا الله وذكره المنذرى فى الترغيب عن ابن عمرو مختصرا وفيه لو كانت حلقة لقصمتهن حتى تخلص الى الله ثم قال رواه البزار ورواته محتج بهم فى الصحيح الا ابن اسحاق وهو فى النسائى عن صالح بن سعيد رفعه الى سليمان بن يسار الى رجل من الانصار لم يسمه ورواه الحاكم عن عبد الله وقال صحيح الاسناد ثم ذكر لفظه قلت وحديث سليمان بن يسار ياتى فى بيان التسبيح وفى مجمع الزوائد رواه احمد ورواه الطبرانى بنحوه ورواه البزار من حديث ابن عمرو ورجال احمد ثقات قال فى رواية البزار محمد بن اسحاق وهو مدلس وهو ثقة)

(৩১) একজন গ্রাম্যলোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিল। লোকটি রেশমী জুববা পরিহিত ছিল এবং উহার কিনারায় রেশমের কারুকার্য করা ছিল। (সাহাবাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) বলিতে লাগিল, তোমাদের সাথী (মুহাম্মদ (দঃ)) প্রত্যেক বকরীর রাখাল ও তাহাদের সন্তানদেরকে উন্নত এবং প্রত্যেক অশ্বারোহী ও তাহাদের সন্তানদেরকে অবনত করিতে চাহিতেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হইয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার কাপড়ের বুকের অংশ ধরিয়া কিছুটা টানিলেন আর বলিলেন যে, (তুমিই বল) তুমি কি বেকুবদের মত কাপড় পর নাই? অতঃপর নিজের জায়গায় আসিয়া বসিলেন এবং এরশাদ ফরমাইলেন ঃ হযরত নূহ (আঃ)এর যখন এন্তেকালের সময় হইল তখন তাহার দুই পুত্রকে ডাকিলেন এবং এরশাদ করিলেন যে, আমি তোমাদেরকে (শেষ) অসিয়ত করিতেছি। দুইটি বিষয় হইতে নিষেধ করিতেছি আর দুইটি বিষয়ের আদেশ করিতেছি। যে দুইটি বিষয় হইতে নিষেধ করিতেছি তন্মধ্যে একটি হইল শিরক আর দ্বিতীয়টি

হইল অহংকার। আর যে দুইটি বিষয়ের আদেশ করিতেছি একটি হইল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সমস্ত আসমান–জমিন এবং যাহা কিছু উহার মধ্যে আছে সবকিছু যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং অপর পাল্লায় (এখলাসের সহিত বলা) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রাখা হয়, তবে উক্ত পাল্লাই ঝুকিয়া যাইবে। আর যদি সমস্ত আসমান–জমিন এবং যাহা কিছু উহার মধ্যে আছে একটি হালকা বা গোলাকার করিয়া উহার উপর এই পবিত্র কালেমাকে রাখা হয় তবে উহা ওজনের কারণে ভাঙ্গিয়া যাইবে। দ্বিতীয় বিষয় যাহার আদেশ করিতেছি তাহা হইল, 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' এই দুইটি শব্দ প্রত্যেক মখলূকের নামায এবং উহারই বরকতে প্রত্যেক জিনিসকে রিযিক দান করা হয়। (আহমদ, হাকেম)

ফায়দা ঃ পোশাক সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদের অর্থ হইল, বাহিরের অবস্থা দ্বারা ভিতরের অবস্থা প্রমাণিত হয়। যাহার বাহিরের অবস্থা খারাপ হয় তাহার ভিতরের অবস্থাও সাধারণতঃ তদ্রূপ হইয়া থাকে। যেহেতু ভিতরের অবস্থা বাহিরের অবস্থার অধীন, তাই বাহিরের অবস্থাকে ভাল রাখার চেষ্টা করা হয়। এইজন্যই সুফিয়ায়ে কেরাম বাহিরের পবিত্রতা তথা অযু ইত্যাদির এহতেমাম করাইয়া থাকেন যাহাতে ভিতরের পবিত্রতা হাছিল হইয়া যায়। যাহারা এইরূপ বলেন, আরে জনাব ভিতর ভালো হওয়া চাই বাহির যেমনই হউক—ইহা সঠিক নয়। ভিতর ভাল হওয়া একটি স্বতন্ত্র বিষয়—বাহির ভাল হওয়াও আরেকটি স্বতন্ত্র বিষয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়াসমূহের মধ্যে আছে ঃ

اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة

"হে আল্লাহ! আমার ভিতরকে আমার বাহির অপেক্ষা উত্তম করিয়া দাও এবং আমার বাহিরকে নেক বানাইয়া দাও।" হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই দোয়া শিখাইয়াছেন—

(٣٢) عن انس ان ابا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كئيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالي اراك كئيبا قال يا رسول كنت عند ابن عم لي البارحة فلان

حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رنجیدہ سے ہو کر حاضر ہوئے حضور نے دریافت فرمایا کہ میں تمہیں رنجیدہ دیکھ رہا ہوں کیا بات ہے انھوں نے عرض کیا کہ گذشتہ شب میرے

وهو يكيد بنفسه قال فهل لقنته لا اله الا الله قال قد فعلت يا رسول الله قال فقالها قال نعم قال وجبت له الجنة قال ابوبكر يارسول كيف هي للاحياء قال هي اهدم لذنوبهم هي اهدم لذنوبهم.

چچازاد بھائی کا انتقال ہو گیا میں نزع کی حالت میں ان کے پاس بیٹھا تھا (اس منظر سے طبیعت پر اثر ہے) حضور نے فرمایا تم نے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین بھی کی تھی؟ عرض کیا کی تھی۔ ارشاد فرمایا کہ اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا تھا عرض کیا کہ پڑھ لیا تھا ارشاد فرمایا کہ جنت اس کے لئے واجب ہو گئی حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ زندہ لوگ اس کلمہ کو پڑھیں تو کیا ہو حضور نے دو مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ کلمہ اُن کے گناہوں کو بہت ہی منہدم کر دینے والا ہے (یعنی بالکل ہی مٹا دینے والا ہے۔

رواه ابو يعلى والبزار وفيه زائدة بن ابى الرقاد وثقة القوارى وضعفه البخارى وغيره كذا فى مجمع الزوائد واخرج بمعناه عن ابن عباس ايضا قلت وروى عن على مرفوعا من قال اذا مر بالمقابر السلام على اهل لا اله الا الله من اهل لا اله الا الله كيف وجدتم قول لا اله الا الله يا لا اله الا الله اغفر لمن قال لا اله الا الله واحشرنا فى زمرة من قال لا اله الا الله غفر له ذنوب خمسين سنة قيل يا رسول الله من لم يكن له ذنوب خمسين سنة قال لوالديه ولقرابته ولعامة المسلمين رواه الديلمى فى تاريخ همدان والرافعى وابن النجار كذا فى منتخب كنز العمال لكن روى نحوه السيوطى فى ذيل اللالى وتكلم على سنده وقال الاسناد كله ظلمات ورمى رجاله بالكذب وفى تنبيه الغافلين وروى عن بعض الصحابة من قال لا اله الا الله من قلبه خالصا ومدها بالتعظيم كفر الله عنه اربعة الاف ذنب من الكبائر قيل ان لم يكن له اربعة الاف ذنب قال يغفر من ذنوب اهله وجيرانه اه قلت وروى بمعناه مرفوعا لكنهم حكموا عليه بالوضع كما فى ذيل اللالى نعم يؤيده الامر بدفن جوار الصالح وتاذيه بجوار السوء ذكره السيوطى فى اللالى بطرق وورد السلام على اهل القبور بالفاظ مختلفة فى كنز العمال وغيره

(৩২) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বিষন্ন অবস্থায় হাজির হইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তোমাকে বিষন্ন দেখিতেছি, ইহার কি কারণ? তিনি বলিলেন, গত রাত্রে আমার চাচাতো ভাইয়ের ইন্তেকাল হইয়াছে, অন্তিম সময় আমি তাহার পাশে বসা

ছিলাম। সেই দৃশ্যের কারণে মনের উপর প্রভাব পড়িয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, তুমি কি তাহাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়াইয়াছিলে? তিনি বলিলেন, হাঁ, পড়াইয়াছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি এই কালেমা পড়িয়াছিল? তিনি বলিলেন, হাঁ, পড়িয়াছিল। তিনি এরশাদ ফরমাইলেন, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজেব হইয়া গিয়াছে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জীবিত লোকেরা যদি এই কালেমা পড়ে, তবে কি হইবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইবার এরশাদ ফরমাইলেন, এই কালেমা তাহাদের গোনাহসমূহকে সম্পূর্ণরূপে মিটাইয়া দিবে। (মাঃ যাওয়ায়িদ ঃ আবু ইয়া'লা)

ফায়দা ঃ কবরস্থান ও মৃত ব্যক্তির নিকটে কালেমা পড়া সম্পর্কেও বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। এক হাদীসে আছে, তোমরা জানাযার সহিত বেশী বেশী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িতে থাক। এক হাদীসে আছে, আমার উম্মত যখন পুলছেরাত পার হইবে, তখন তাহাদের পরিচয় হইবে 'লা ইলাহা ইল্লা আনতা'। অন্য হাদীসে আছে, যখন তাহারা কবর হইতে উঠিবে, তখন তাহাদের পরিচয় হইবে—

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَ كَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

অন্য এক হাদীসে আছে, কেয়ামতের অন্ধকারে তাহাদের পরিচয় হইবে 'লা ইলাহা ইল্লা আন্তা'।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বেশী বেশী পড়ার বরকতসমূহ মৃত্যুর পূর্বেই কখনো বা মৃত্যুর সময় হইতেই অনুভূত হইয়া যায়। অনেক আল্লাহর বান্দাদের উহারও পূর্বে প্রকাশ হইয়া যায়। হযরত আবুল আব্বাস (রহঃ) বলেন, আমি আমার নিজ শহর 'আশবিলায় অসুস্থ পড়িয়াছিলাম। তখন দেখিতে পাইলাম, লাল, সাদা, সবুজ এবং আরও বিভিন্ন রংয়ের অনেক বড় বড় পাখী একই সাথে ডানা মেলিতেছে আর একই সাথে ডানা গুটাইতেছে। বেশ কিছু লোক যাহাদের হাতে ঢাকনায় আচ্ছাদিত বড় বড় পাত্র রহিয়াছে, যাহাতে কিছু রাখা আছে। আমি এই সবকিছু দেখিয়া মনে করিলাম যে, ইহা মৃত্যুর তোহফা, তাড়াতাড়ি কালেমা পড়িতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাদের একজন আমাকে বলিল, তোমার সময় এখনও আসে নাই; এইগুলি অন্য এক মোমিনের জন্য তোহফা, যাহার মৃত্যুর সময় আসিয়া গিয়াছে।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ)এর যখন ইন্তেকাল হইতেছিল তখন বলিলেন, আমাকে বসাইয়া দাও। লোকেরা তাহাকে

বসাইয়া দিল। অতঃপর বলিলেন, আয় আল্লাহ! তুমি আমাকে অনেক কাজ করিতে আদেশ করিয়াছ; আমার দ্বারা উহাতে ত্রুটি হইয়াছে। তুমি আমাকে অনেক বিষয় নিষেধ করিয়াছ, আমার দ্বারা উহাতে নাফরমানী হইয়াছে। তিনবার ইহাই বলিতে থাকিলেন। অতঃপর বলিলেন, কিন্তু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এই বলিয়া একদিকে গভীর দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কি দেখিতেছেন? বলিলেন, কিছু সবুজ জিনিস উহারা মানুষও নহে, জ্বীনও নহে। অতঃপর ইন্তেকাল করিলেন।

জুবায়দা (রহঃ)কে কেহ স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সহিত কি ব্যবহার হইয়াছে? তিনি বলিলেন, এই চারটি কালেমার বদৌলতে আমাকে মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে—অর্থাৎ,

(১) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাথেই আমি জীবন শেষ করিব।
(২) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকেই কবরে লইয়া যাইব।
(৩) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাথেই নির্জন সময় কাটাইব।
(৪) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকেই লইয়া আপন রবের সহিত সাক্ষাৎ করিব।

(۳۳) عَنْ اَبِیْ ذَرٍّ رض قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِیْ قَالَ اِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاَتْبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُهَا قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَمِنَ الْحَسَنَاتِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ هِیَ اَفْضَلُ الْحَسَنَاتِ۔

حضرت ابوذر غفاریؓ نے عرض کیا یارسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمادیجئے ارشاد ہوا کہ جب کوئی برائی سرزد ہوجائے تو کفارہ کے طور پر فوراً کوئی نیک کام کرلیا کرو تاکہ برائی کی نحوست دُھل جائے، میں نے عرض کیا یارسول اللہ لآاِلٰہ اِلَّا اللہ پڑھنا بھی نیکیوں میں داخل ہے حضورؐ نے فرمایا کہ یہ تو ساری نیکیوں میں افضل ہے۔

(رواہ احمد وفی مجمع الزوائد رواه احمد ورجاله ثقات الا ان شمر بن عطية حدثه عن اشياخه ولم يسم احدًا منهم قال السيوطى فى الدر اخرجه ايضًا ابن مردويه والبيهقى فى الاسماء والصفات قلت واخرجه الحاكم بِلَفْظِ يَا اَبَا ذَرٍّ اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ كُنْتَ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ وقال صحيح على شرطهما واقره عليه الذهبى وذكره السيوطى فى الجامع مختصرًا ورقم له بالصحة)

(৩৩) হযরত আবু যর গেফারী (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কোন অসীয়ত করুন। এরশাদ হইল, যখন কোন অন্যায় কাজ করিয়া ফেল তখনই ক্ষতিপূরণস্বরূপ কোন নেক আমল করিয়া লইও। (যাহাতে অন্যায়ের অশুভ প্রভাব ধৌত হইয়া যায়।) আমি

আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়াও কি নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর করিলেন, ইহা তো সমস্ত নেক আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (আহমদ)

ফায়দা ঃ অন্যায় যদি সগীরা গোনাহ হয় তবে নেক আমল দ্বারা উহা বিলুপ্ত হওয়া ও মিটিয়া যাওয়া স্বাভাবিক। আর যদি উহা কবীরা গোনাহ হয়, তবে নিয়ম অনুযায়ী তওবা দ্বারা মিটিয়া যাইতে পারে অথবা কেবল আল্লাহর মেহেরবানীতে মাফ হইতে পারে, যেমন পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। মোটকথা, গোনাহ মিটিয়া যাওয়ার অর্থ হইল, এই গোনাহ না আমলনামাতে থাকে আর না কোথাও উহার উল্লেখ থাকে। যেমন এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যখন বান্দা কোন গোনাহ হইতে তওবা করিয়া ফেলে, তখন আল্লাহ তায়ালা 'কেরামান কাতেবীন'কে সেই গোনাহ ভুলাইয়া দেন, স্বয়ং গোনাহগার ব্যক্তির হাত পা–কেও ভুলাইয়া দেন, এমনকি জমীনের ঐ অংশকেও ভুলাইয়া দেন যাহার উপর ঐ গোনাহ করা হইয়াছে। এমনকি তাহার এই গোনাহের সাক্ষ্য দেওয়ার মত কেহই থাকে না। সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হইল, কেয়ামতের দিন মানুষের হাত, পা এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ নেক আমল অথবা বদ আমল যাহাই সে করিয়াছে উহার সাক্ষ্য দিবে। যেমন তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১৮নং হাদীসের ব্যাখ্যায় আসিতেছে। ঐ সকল হাদীস দ্বারাও উপরের হাদীসের সমর্থন হয় যাহাতে এরশাদ হইয়াছে যে, গোনাহ হইতে তওবাকারী এইরূপ যেন সে গোনাহ করেই নাই। এই বিষয়টি কয়েকটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। তওবা হইল, কোন অন্যায় কাজ হইয়া গেলে উহার উপর চরমভাবে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে এইরূপ গোনাহ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। অন্য এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহর এবাদত কর, তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না, এমন এখলাছের সহিত আমল কর যেন আল্লাহ পাক তোমার সামনে আছেন, নিজেকে মৃত লোকদের মধ্যে গণ্য কর, প্রত্যেক পাথর ও গাছের নিকট আল্লাহর যিকির কর (যাহাতে কেয়ামতের দিন তোমার সাক্ষীর সংখ্যা বেশী হয়), যখন কোন অন্যায় কাজ হইয়া যায়, তৎক্ষণাৎ ক্ষতিপূরণের জন্য কোন নেক আমল করিয়া লও, গোনাহ গোপনে করিয়া থাকিলে উহার কাফফারাস্বরূপ নেক আমলও গোপনে কর, আর গোনাহ প্রকাশ্যে করিয়া থাকিলে উহার কাফফারাস্বরূপ নেক আমলও প্রকাশ্যে কর।

(٣٤) عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَتْ لَهٗ اَرْبَعُوْنَ اَلْفَ حَسَنَةٍ (اخرجه احمد قلت اخرج الحاكم شواهده بالفاظ مختلفة)

حضورؐ کا ارشاد ہے کہ جو شخص لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ کو دس مرتبہ پڑھے گا چالیس ہزار نیکیاں اس کے لئے لکھی جائیں گی۔

(৩৪) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, যে ব্যক্তি দশবার এই দোয়া পড়িবে তাহার জন্য চল্লিশ হাজার নেকী লেখা হইবে ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

(আহমদ)

ফায়দা ঃ কালেমা তাইয়্যেবার বিশেষ বিশেষ পরিমাণের উপরও হাদীসের কিতাবসমূহে বড় বড় ফযীলত বয়ান করা হইয়াছে। এক হাদীসে আসিয়াছে, যখন তোমরা ফরয নামায আদায় কর তখন প্রত্যেক ফরয নামাযের পর দশবার এই দোয়াটি পড়িবে ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

ইহার সওয়াব এইরূপ যেমন একটি গোলাম আজাদ করিল।

(٣٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اَحَدًا صَمَدًا لَّمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ اَلْفَيْ اَلْفِ حَسَنَةٍ ـ (رواه الطبرانی کذا فی الترغيب وفی مجمع الزوائد فيه فائد ابو الورقا متروك)

دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اَحَدًا صَمَدًا لَّمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ پڑھے اس کے لئے بیس لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی

(৩৫) অন্য হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি এই দোয়া পড়িবে, তাহার জন্য বিশ লাখ নেকী লেখা হইবে ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اَحَدًا صَمَدًا لَّمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

(তারগীব ঃ তাবারানী)

ফায়দা ঃ ইহা আল্লা জাল্লা শানুহুর পক্ষ হইতে কি পরিমাণ বখশিশ ও দয়ার বর্ষণ যে, অতি সাধারণ একটি জিনিস যাহা পড়িতে কষ্টও হয় না এবং সময়ও লাগে না, তা সত্ত্বেও হাজার হাজার লাখ লাখ নেকী দান করা হয়। কিন্তু আমরা এত বেশী গাফলত ও দুনিয়ার স্বার্থের পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি যে, আল্লাহর এই সমস্ত দান ও দয়ার বৃষ্টি হইতে কিছুই লইতে পারি না। আল্লাহ তায়ালার দরবারে প্রত্যেক নেকীর জন্য কমপক্ষে দশগুণ সওয়াব তো নির্দিষ্টই আছে, তবে শর্ত হইল যদি এখলাছের সহিত হয়। অতঃপর এখলাছের ভিত্তিতেই সওয়াব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, ইসলাম গ্রহণ করিলে কুফরী অবস্থায় কৃত যাবতীয় গোনাহ মাফ হইয়া যায়। ইহার পর পুনরায় হিসাব শুরু হয়। প্রত্যেক নেকী দশগুণ হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত লিখা হয় এবং ইহা হইতেও বেশী আল্লাহ তায়ালা যেই পরিমাণ চাহেন লিখা হয়। আর গোনাহ একটিই লিখা হয়। আর যদি আল্লাহ তায়ালা মাফ করিয়া দেন, তবে উহাও লিখা হয় না। অন্য এক হাদীসে আছে, বান্দা যখন নেককাজের এরাদা করে তখন শুধু এরাদার কারণে একটি নেকী লেখা হয়। পরে যখন আমল করে তখন দশ নেকী হইতে সাতশত পর্যন্ত যেই পরিমাণ আল্লাহ পাক চাহেন, লেখা হয়। এই ধরনের আরও অনেক হাদীস হইতে জানা যায় যে, দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে কোন কমি নাই ; যদি কেহ নেওয়ার মত থাকে। এই বিষয়টিই আল্লাহওয়ালাদের সামনে থাকে, ফলে তাহাদিগকে দুনিয়ার বিরাট বিরাট সম্পদও আকর্ষণ করিতে পারে না।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, আমল ছয় প্রকার এবং মানুষ চার প্রকার। দুইটি আমল হইল ওয়াজেবকারী, দুইটি সমান সমান, একটি দশগুণ, আরেকটি সাতশত গুণ। (যে দুইটি আমল ওয়াজেবকারী উহার একটি হইল–) (১) যে ব্যক্তি শেরেক হইতে মুক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিল, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (২) যে ব্যক্তি শেরেক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিল, সে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। (৩) আর যে আমল সমান সমান উহা হইল অন্তরে নেক কাজের দৃঢ় ইচ্ছা আছে (কিন্তু আমল করার সুযোগ হয় নাই)। (৪) আর আমল করিলে দশগুণ সওয়াব হইবে। (৫) আর আল্লাহর রাস্তায় (জেহাদ ইত্যাদিতে) খরচ করা সাতশত গুণ সওয়াব রাখে। (৬) আর যদি গোনাহ করে তবে একটির বদলা একটিই হইবে।

আর চার প্রকার মানুষ হইল ঃ কিছুলোক এমন আছে, যাহাদের জন্য

দুনিয়াতে আরাম আখেরাতে কষ্ট, কিছু লোক এমন আছে যাহাদের উপর দুনিয়াতে কষ্ট আখেরাতে আরাম। কিছু লোক এমন আছে যে, যাহাদের উপর উভয় স্থানে কষ্ট (দুনিয়াতে অভাব–অনটন, আখেরাতে আযাব)। কিছু লোক এমন আছে যে, তাহাদের উপর উভয় জাহানে আরাম।

এক ব্যক্তি হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, আমি শুনিয়াছি, আপনি এই কথা বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালা কোন কোন নেকীর বদলা দশ লক্ষ গুণ দান করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলিলেন, ইহাতে আশ্চর্যের কি আছে? আল্লাহর কছম! আমি এইরূপই শুনিয়াছি। অন্য হাদীসে আছে, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, কোন কোন নেকীর সওয়াব বিশ লক্ষ পর্যন্ত মিলিয়া থাকে। আর যখন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا

"উহার সওয়াব বৃদ্ধি করেন এবং নিজের পক্ষ হইতে বিরাট সওয়াব দান করেন।" (সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৪০)

যে জিনিসকে আল্লাহ তায়ালা বিরাট সওয়াব বলিয়াছেন উহার পরিমাণ কে ধারণা করিতে পারে? ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন, সওয়াবের এত বড় পরিমাণ তখনই হইতে পারে যখন এই সকল শব্দের অর্থের প্রতি খেয়াল করিয়া মনোযোগ সহকারে পড়িবে যে, এইগুলি আল্লাহ তায়ালার গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী।

(৩৬) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ اَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اِلَّا فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَآءَ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح کرے (یعنی سنتوں اور آداب کی پوری رعایت کرے) پھر یہ دعا پڑھے اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں جس دروازے سے دل چاہے داخل ہو۔

(رواه مسلم والبوداؤد وابن ماجه وقالا فيحسن الوضوء زاد ابوداؤد ثم يرفع طرفه الى السماء ثم يقول فذكره ورواه الترمذى كابى داؤد وزاد اللهم اجعلنى من

التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ الحديث وتكلم فيه كذا فى الترغيب زاد السيوطى فى الدر ابن ابى شيبة والدارمى)

(৩৬) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি অযু করে এবং উত্তমরূপে করে (অর্থাৎ অজুর সুন্নত ও আদবসমূহ আদায় করিয়া অজু করে) অতঃপর এই দোয়া পড়ে ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

তাহার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলিয়া যায়, যে দরজা দিয়া ইচ্ছা প্রবেশ করিবে। (তারগীব ঃ মুসলিম, আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য তো একটি দরজাই যথেষ্ট, তবুও তাহার সম্মানার্থে আটটি দরজাই খুলিয়া দেওয়া হইবে। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে, সে আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই এবং অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করে নাই, সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়া ইচ্ছা প্রবেশ করিতে পারিবে।

(٣٧) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقُوْلُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِائَةَ مَرَّةٍ اِلَّا بَعَثَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ وَجْهُهٗ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَلَمْ يُرْفَعْ لِاَحَدٍ يَوْمَئِذٍ عَمَلٌ اَفْضَلُ مِنْ عَمَلِهٖ اِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهٖ اَوْ زَادَ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سو مرتبہ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ پڑھا کرے حق تعالیٰ شانہٗ قیامت کے دن اس کو ایسا روشن چہرہ والا اُٹھائیں گے جیسے چودھویں رات کا چاند ہوتا ہے اور جس دن یہ تسبیح پڑھے اُس دن اُس سے افضل عمل والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ پڑھے۔

(رواه الطبرانى وفيه عبد الوهاب بن ضحاك متروك كذا فى مجمع الزوائد قلت هو من رواة ابن ماجة ولا شك انهم ضعفوه جدًا الا ان معناه مؤيد بروايات منها ما تقدم من روايات يحيى ابن طلحة ولا شك انه افضل الذكر وله شاهد من حديث أم هانى الآتى)

(৩৭) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি একশতবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট করিয়া

উঠাইবেন। আর যেইদিন এই তসবীহ পড়িবে সেইদিন তাহার চাইতে উত্তম আমলওয়ালা কেবল ঐ ব্যক্তিই হইতে পারিবে যে তাহার চাইতে বেশী পড়িবে। (মাঃ যাওয়াহিদ ঃ তাবারানী)

ফায়দা ঃ বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দিলের জন্যও নূর এবং চেহারার জন্যও নূর। যেই সমস্ত বুযুর্গানে দ্বীন এই কালেমা শরীফ বেশী বেশী পড়িয়া থাকেন, তাহাদের চেহারা দুনিয়াতেই নূরানী হইয়া যাইতে দেখা যায়।

(٣٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍؓ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِفْتَحُوْا عَلٰى صِبْيَانِكُمْ اَوَّلَ كَلِمَةٍ بِلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَقِّنُوْهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَاِنَّهٗ مَنْ كَانَ اَوَّلُ كَلَامِهٖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاٰخِرُ كَلَامِهٖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ عَاشَ اَلْفَ سَنَةٍ لَمْ يُسْئَلْ عَنْ ذَنْبٍ وَاحِدٍ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بچہ کو شروع میں جب وہ بولنا سیکھنے لگے لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ یاد کراؤ اور جب مرنے کا وقت آئے جب بھی لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ تلقین کرو جس شخص کا اوّل کلمہ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ ہو اور آخری کلمہ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وہ ہزار برس بھی زندہ رہے تو (انشاء اللہ) کسی گناہ کا اس سے مطالبہ نہیں ہوگا (یا اس وجہ سے کہ گناہ صادر نہ ہوگا یا اگر صادر ہوا تو توبہ وغیرہ سے مُعاف ہوجائے گا یا اس وجہ سے کہ اللہ جلّ جلالہٗ اپنے فضل سے مُعاف فرمائیں گے)

(موضوع، ابن محمویة وابوه مجهولان وقد ضعف البخارى ابراهيم بن مهاجر حكاه السيوطى عن ابن الجوزى ثم تعقبه بقوله الحديث فى المستدرك واخرجه البيهقى فى الشعب عن الحاكم وقال متن غريب لم نكتبه الا بهذا الاسناد واورده الحافظ ابن حجر فى اماليه ولم يقدح فيه بشئ الا انه قال ابراهيم فيه لين وقد اخرج له مسلم فى المتابعات كذا فى اللآلى وذكره السيوطى فى شرح الصدور ولم يقدح فيه بشئ قلت وقد ورد فى التلقين احاديث كثيرة ذكرها الحافظ فى التلخيص وقال فى جملة من رواها وعن عروة بن مسعود الثقفى رواه العقيلى باسناد ضعيف ثم قال روى فى الباب احاديث صحاح عن غير واحد من الصحابة ورواه ابن ابى الدنيا فى كتاب المحتضرين من طريق عروة بن مسعود عن ابيه عَنْ حُذَيْفَةَ بلفظ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَاِنَّهَا تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا مِنَ الْخَطَايَا وروى فيه

ايضًا عن عمر وعثمان وابن مسعود وانس وغيرهم اه وفى الجامع الصغير لقنوا موتاكم لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رواه احمد ومسلم والاربعة عن ابى سعيد ومسلم وابن ماجة عن ابى هريرة والنسائى عن عائشة ورقم له بالصحة وفى الحصن اِذَا اَفْصَحَ الْوَلَدُ فَلْيُعَلِّمْهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وفى الحرز رواه ابن السنى عن عمرو بن العاص اه قلت ولفظه فى عمل اليوم والليلة عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَجَدْتُّ فِىْ كِتَابِ جَدِّى الَّذِىْ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَفْصَحَ اَوْلَادُكُمْ فَعَلِّمُوْهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ لَا تُبَالُوْا مَتٰى مَاتُوْا وَاِذَا اثْغَرُوْا فَمُرُوْهُمْ بِالصَّلٰوةِ وفى الجامع الصغير برواية احمد وابى داؤد والحاكم عَنْ مُعَاذٍ مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهٖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ورقم له بالصحة وفى مجمع الزوائد عَنْ عَلِيٍّ رَفَعَهٗ مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهٖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لم يدخل النار وفى غير رواية مرفوعة مَنْ لُقِّنَ عِنْدَ الْمَوْتِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

(৩৮) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, শিশুরা যখন কথা বলিতে শিখে প্রথমে তাহাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শিখাও। আর যখন মৃত্যুর সময় আসে, তখনও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর 'তালকীন' কর। যে ব্যক্তির প্রথম কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হইবে এবং শেষ কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হইবে যদি সে হাজার বৎসরও জীবিত থাকে (ইনশাআল্লাহ) তাহাকে কোন গোনাহের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইবে না। (হয়ত বা এইজন্য যে, তাহার দ্বারা কোন গোনাহের কাজ হইবে না, অথবা যদি হইয়াও যায় তবে তওবা ইত্যাদির দ্বারা মাফ হইয়া যাইবে অথবা এইজন্য যে, আল্লাহ তায়ালা নিজ গুণে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

ফায়দা ঃ তালকীন বলে মৃত্যুর সময় মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট বসিয়া কালেমা পড়িতে থাকা—যেন উহা শুনিয়া সে ব্যক্তিও পড়িতে শুরু করিয়া দেয়। ঐ সময় তাহার উপর কালেমা পড়ার জন্য পীড়াপীড়ি ও চাপ সৃষ্টি না করা চাই। কারণ সে তখন কঠিন কষ্টে লিপ্ত থাকে।

মৃত্যুশয্যায় কালেমা তালকীন করার বিষয় বহু সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, মৃত্যুর সময় যাহার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নসীব হইয়া যায় তাহার গোনাহ এমনভাবে ধসিয়া পড়ে যেমন প্লাবনের কারণে দালান-কোঠা ধসিয়া যায়। কোন কোন হাদীসে ইহাও আসিয়াছে, মৃত্যুর সময় যাহার এই মোবারক কালেমা নসীব হয়, তাহার পিছনের

গোনাহসমূহ মাফ হইয়া যায়। এক হাদীসে আসিয়াছে, মোনাফেকদের এই কালেমা পড়ার সৌভাগ্য হয় না। এক হাদীসে আছে, তোমরা মুর্দাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর পাথেয় দান কর। এক হাদীসে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি কোন শিশুকে এই পর্যন্ত লালন পালন করে যে, সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিতে শুরু করে তাহার হিসাব মাফ হইয়া যায়। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি নামাযের পাবন্দী করে, মৃত্যুর সময় তাহার নিকট একজন ফেরেশতা হাযির হয়, যে শয়তানকে তাড়াইয়া দেয়, আর সেই ব্যক্তিকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ–এর তালকীন করে। বহু পরীক্ষিত একটি বিষয় এই যে, তালকীনের দ্বারা বেশীর ভাগ ফায়দা তখনই হয় যখন জীবিত অবস্থায়ও এই পাক কালেমার বেশী বেশী যিকিরের অভ্যাস রাখে।

এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণিত আছে, সে ভূষি বিক্রয় করিত। মৃত্যুর সময় হইলে লোকজন তাহাকে কালেমার তালকীন করিতেছিল আর সে বলিতেছিল, এই গাঁঠরির মূল্য এত, ঐ গাঁঠরির মূল্য এত। এই রকম আরও ঘটনা 'নুজহাতুল বাছাতীন' নামক কিতাবে আছে। ইহাছাড়া চোখের সামনেও এই রকম ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

অনেক সময় এমন হয় যে, কোন গোনাহের কারণে কালেমা নছীব হয় না। ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, আফীম খাওয়ার মধ্যে সত্তরটি ক্ষতি রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি হইল, মৃত্যুর সময় কালেমা স্মরণ হয় না। আর ইহার বিপরীত মেসওয়াকের সত্তরটি উপকার রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটি হইল, মৃত্যুর সময় কালেমা স্মরণ হয়।

এক ব্যক্তির ঘটনা, বর্ণিত আছে মৃত্যুর সময় তাহাকে কালেমায়ে শাহাদাতের তালকীন করা হইল। সে বলিল, আমার মুখে কালেমা আসিতেছে না ; তোমরা দোয়া কর। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি? সে বলিল, আমি ওজনে সতর্কতা অবলম্বন করিতাম না।

আরেক ব্যক্তির ঘটনা, মৃত্যুর সময় তাহাকে কালেমার তালকীন করা হইলে সে বলিল, আমার মুখে কালেমা আসিতেছে না। লোকেরা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, এক মহিলা আমার নিকট তোয়ালে কিনিতে আসিয়াছিল। তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া বারবার তাহাকে দেখিতেছিলাম। এই ধরনের বহু ঘটনা রহিয়াছে। কিছু ঘটনা 'তাজকেরায়ে কুরতুবিয়া' কিতাবে লেখা হইয়াছে। বান্দার কাজ হইল, সে গোনাহ হইতে তওবা করিতে থাকিবে আর আল্লাহ পাকের কাছে তাওফীকের জন্য দোয়া করিতে থাকিবে।

(٣٩) عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ لَا يَسْبِقُهَا عَمَلٌ وَّ لَا تَتْرُكُ ذَنْبًا۔

حضوراقدس صَلَّی اللہ عَلَیہ وَسَلَّم کاارشاد ہے کہ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ سے نہ توکوئی عمل بڑھ سکتا ہے اور نہ یہ کلمہ کسی گناہ کو چھوڑ سکتا ہے۔

(رواہ ابن ماجة كذا فى منتخب كنز العمال قلت واخرجه الحاكم فى حديث طويل وصححه ولفظه قَوْلُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ لَا يَتْرُكُ ذَنْبًا وَّ لَا يُشْبِهُهَا عَمَلٌ اه وتعقب عليه الذهبى بان زكريا ضعيف وسقط بين محمدٍ وام هانئ وذكره فى الجامع برواية ابن ماجة ورقم له بالضعف)

(৩৯) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হইতে না কোন আমল আগে বাড়িতে পারে আর না এই কালেমা কোন গোনাহকে ছাড়িতে পারে।

(মুন্তাখাব কানযুল উম্মাল ঃ ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হইতে কোন আমল আগে বাড়িতে পারে না, ইহা তো স্পষ্ট। কোন আমলই এমন নাই যাহা কালেমা তাইয়্যেবাহ ব্যতীত গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত মোট কথা প্রত্যেকটি আমলের জন্য ঈমানের প্রয়োজন। যদি ঈমান থাকে তবে ঐ সমস্ত আমলও কবুল হইতে পারে, নতুবা কবুল হইবে না। আর কালেমা তাইয়্যেবাহ যেহেতু স্বয়ং ঈমান, সেহেতু উহা কোন আমলের মুখাপেক্ষী নহে। এই কারণেই কোন ব্যক্তি যদি শুধু ঈমান রাখে এবং ঈমান ছাড়া তাহার কাছে আর কোন আমল না থাকে তবুও তো এক সময় ইনশাআল্লাহ সে অবশ্যই জান্নাতে যাইবে। আর যে ব্যক্তি ঈমান রাখে না সে যতই পছন্দনীয় আমল করুক না কেন নাজাতের জন্য যথেষ্ট নহে।

হাদীসের দ্বিতীয় অংশ হইল, কোন গোনাহকে ছাড়ে না, ইহাকে যদি এই হিসাবে দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি জীবনের শেষ সময় মুসলমান হয় এবং কালেমায়ে তাইয়্যেবাহ পড়ার পর সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করে তবে ইহা একটি স্পষ্ট বিষয় যে, এই ঈমান গ্রহণ করিবার পূর্বে কুফরের অবস্থায় সে ব্যক্তি যত গোনাহ করিয়াছিল ঐ সকল গোনাহ সর্বসম্মত মত অনুযায়ী মাফ হইয়া যাইবে। আর যদি উপরোক্ত বাক্যের দ্বারা পূর্ব হইতে পড়া বুঝায় তবে হাদীস শরীফের অর্থ হইল এই কালেমা অন্তর পরিষ্কার

ও পরিচ্ছন্ন হওয়ার উপায় স্বরূপ। যখন এই পবিত্র কালেমার যিকির বেশী বেশী করা হইবে তখন অন্তর পরিষ্কার হইয়া যাওয়ার কারণে তওবা করা ব্যতীত স্বস্তিই পাইবে না এবং শেষ পর্যন্ত গোনাহ মাফের কারণ হইবে। এক হাদীসে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি ঘুমাইবার সময় এবং ঘুম হইতে জাগিবার পর নিয়মিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে স্বয়ং দুনিয়াও তাহাকে আখেরাতের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিবে এবং মুছীবত হইতে তাহাকে হেফাজত করিবে।

(٤٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ۔

حضورؐ کاارشاد ہے کہ ایمان کی ستّر سے زیادہ شاخیں ہیں (بعض روایات میں ستّر آئی ہیں)، ان میں سب سے افضل لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ کا پڑھنا ہے اور سب سے کم درجہ راستہ سے کسی تکلیف دہ چیز (اینٹ لکڑی کانٹے وغیرہ) کا ہٹا دینا ہے اور حیا بھی ایک خصوصی شعبہ ہے ایمان کا۔

(رواه الستة وغيرهم بالفاظ مختلفة واختلاف يسير فى العدد وغيره وهذا اخر ما اردت ايراده فى هذا الفصل رعاية لعدد الاربعين والله الموفق لما يحب ويرضى)

(৪০) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, ঈমানের সত্তরটিরও বেশী শাখা রহিয়াছে। (কোন বর্ণনা মতে সাতাত্তরটি) এইগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া আর সর্বনিম্ন শাখা হইল, রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তু (কাঁটা, ইট, লাকড়ি ইত্যাদি) হটাইয়া দেওয়া। আর লজ্জাও ঈমানের একটি বিশেষ শাখা।

(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

ফায়দা ঃ লজ্জাকে বিশেষ গুরুত্বের কারণে উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা, ইহা বহু গোনাহের কাজ, যথা—জেনা, চুরি, অশ্লীল কথা, উলঙ্গপনা, গালিগালাজ ইত্যাদি হইতে বাঁচিয়া থাকার কারণ হয়। অনুরূপ, এই লজ্জার খাতিরে মানুষ অনেক নেককাজ করিতেও বাধ্য হইয়া যায়। বরং দুনিয়া ও আখেরাতে লজ্জিত হইতে হইবে এই অনুভূতি মানুষকে অনেক নেক কাজ করিতে উৎসাহ দান করে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইত্যাদি তো আছেই, ইহা ছাড়াও যাবতীয় হুকুম

আহকাম পালন করার কারণ হয়।

প্রবাদ আছে, "تو بے حیا باش و ہر چہ خواہی کُن" "তুমি নির্লজ্জ হও অতঃপর যাহা মনে চায় তাহাই কর।"

সহীহ হাদীসেও বর্ণিত হইয়াছে ঃ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ "তুমি যখন লজ্জাশীল হইবে না তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।" কেননা, সমস্ত চিন্তাভাবনা এবং আত্মমর্যাদাবোধ একমাত্র লজ্জার কারণেই হইয়া থাকে। লজ্জা থাকিলে ইহা অবশ্যই মনে করিবে যে, যদি নামায না পড়ি তবে আখেরাতে কিরূপে মুখ দেখাইব। আর লজ্জা না থাকিলে মনে করিবে যে, কেহ কিছু বলিলে তেমন আর কি হইবে।

তাম্বীহ ঃ এই হাদীসে ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা এরশাদ ফরমাইয়াছেন। এই ব্যাপারে বিভিন্ন রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে। অনেক রেওয়ায়াতে সাতাত্তরের সংখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। উপরে হাদীসের তরজমায় এইদিকে ইশারা করিয়া দিয়াছি। আলেমগণ ঈমানের এই সাতাত্তরটি শাখার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ইহার উপর বহু স্বতন্ত্র কিতাবও লিখিয়াছেন। ইমাম আবু হাতেম ইবনে হাব্বান (রহঃ) বলেন, "আমি এই হাদীসের মর্ম বুঝিবার জন্য বহু দিন যাবৎ চিন্তা করিতে থাকি। এবাদতসমূহ গণনা করিয়া দেখিলাম উহা সাতাত্তর হইতে অনেক বেশী হইয়া যায়। হাদীসসমূহ তালাশ করি এবং হাদীস শরীফে যেইসব বস্তুকে বিশেষভাবে ঈমানের শাখার আওতায় উল্লেখ করা হইয়াছে সেইগুলি গণনা করিয়া দেখিলাম উহা সাতাত্তর হইতে কম হইয়া যায়। আমি কুরআনে পাকের দিকে মনোযোগী হইলাম। কুরআন পাকে যেসব জিনিসকে ঈমানের আওতায় উল্লেখ করিয়াছে সেইগুলি গণনা করিলাম। তাও উল্লেখিত সংখ্যা হইতে কম ছিল। অবশেষে কুরআন ও হাদীস উভয়টিকে একত্রিত করিলাম এবং উভয়টির মধ্যে যেসব জিনিসকে ঈমানের অঙ্গ হিসাবে স্থির করা হইয়াছে উহা গণনা করিয়া যেগুলি উভয়টির মধ্যে অভিন্ন ছিল সেগুলিকে এক সংখ্যা ধরিয়া মোট হিসাব দেখিলাম। ইহাতে উভয়ের সমষ্টি অভিন্ন জিনিসগুলি বাদ দিলে এই সংখ্যার সহিত মিলিয়া যায় তখন আমি বুঝিলাম হাদীস শরীফের অর্থ ইহাই।

কাজী ইয়াজ (রহঃ) বলেন, একটি জামাত ঈমানের এই শাখাগুলি গুরুত্বসহকারে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইজতেহাদের দ্বারা এই বিস্তারিত বিবরণকে হাদীসের উদ্দেশ্য বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। অথচ এই সংখ্যার নির্দিষ্ট বিবরণ জানা না থাকিলে ঈমানের মধ্যে কোন

ত্রুটি বা কমি আসে না। কারণ ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলি ও শাখা-প্রশাখা সবকিছুই বিস্তারিতভাবে জানা আছে এবং প্রমাণিতও আছে।

আল্লামা খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, এই সংখ্যার বিবরণ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই জানেন এবং ইহা শরীয়তের মধ্যে রহিয়াছে। অতএব, ইহার সংখ্যার সহিত বিস্তারিত বিবরণ না জানা মোটেও ক্ষতিকর নয়।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের এই শাখাসমূহের মধ্যে 'তওহীদ' তথা কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ইহা হইতে জানা গেল যে, ঈমানের মধ্যে তওহীদের মর্তবা সব শাখার উপরে। ইহার উপরে ঈমানের আর কোন শাখা নাই। সুতরাং বুঝা গেল তওহীদই হইল মূল বিষয় যাহা এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জরুরী যাহার উপর শরীয়তের হুকুম-আহকাম আরোপিত হয়। আর সর্বনিম্ন শাখা হইল, ঐ সকল বিষয় দূর করিয়া দেওয়া যাহা কোন মুসলমানের ক্ষতির সম্ভাবনা রাখে। বাকী সমস্ত শাখা এই দুইয়ের মাঝখানে রহিয়াছে। এইগুলির বিস্তারিত বিবরণ জানা জরুরী নয় ; বরং সমষ্টিগতভাবে উহার উপর ঈমান আনিলেই যথেষ্ট হইবে। যেমন সমস্ত ফেরেশতার উপর ঈমান আনা জরুরী অথচ তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ ও তাহাদের সকলের নাম আমরা জানি না। ঈমানের জন্য ইহাই যথেষ্ট।

তথাপি মোহাদ্দেসগণের এক জামাত এই সমস্ত শাখার নাম উল্লেখ করিয়া বিভিন্ন কিতাব লিখিয়াছেন। আবু আবদুল্লাহ হালিমী (রহঃ) ইহার উপর কিতাব লিখিয়াছেন, উহার নাম দিয়াছেন 'ফাওয়ায়েদুল মিনহাজ'। এমনিভাবে ইমাম বায়হাকী (রহঃ) 'শু'আবুল ঈমান' নামক কিতাব লিখিয়াছেন। একই নামে শায়েখ আবদুল জলীল (রহঃ) কিতাব লিখিয়াছেন। ইসহাক ইবনে কুরতুবী (রহঃ) 'কিতাবুল নাছায়েহ' নামক কিতাব লিখিয়াছেন। ইমাম আবু হাতেম (রহঃ) 'ওয়াছফুল ঈমান ওয়া শুআবিহ্' নামক কিতাব লিখিয়াছেন।

বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারগণ এই বিষয়ের বিভিন্ন কিতাব হইতে সারোদ্ধার করিয়া সংক্ষিপ্ত আকারে জমা করিয়াছেন। যাহার সারমর্ম হইল এই যে, পূর্ণাঙ্গ ঈমান তিনটি জিনিসের সমষ্টির নাম।

প্রথমতঃ তাসদীকে কালবী। অর্থাৎ অন্তর দ্বারা দ্বীনের যাবতীয় বিষয়ের একীন করা।

দ্বিতীয়তঃ জবানের স্বীকারোক্তি ও আমল।

তৃতীয়তঃ শরীরের আমলসমূহ।

অর্থাৎ, ঈমানের সমুদয় শাখা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম যাহার সম্পর্ক নিয়ত, বিশ্বাস ও অন্তরের আমলের সহিত। দ্বিতীয় যাহার সম্পর্ক মুখের সহিত। তৃতীয় উহা যাহার সম্পর্ক শরীয়তের অবশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত। ঈমান সম্পর্কিত যাবতীয় জিনিস এই তিন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম প্রকার—সমস্ত বিশ্বাস ও আকীদাগত বিষয়সমূহ যাহার অন্তর্ভুক্ত। উহা মোট ৩০টি জিনিস। যথা ঃ

(১) আল্লাহ পাকের উপর ঈমান আনা। ইহার মধ্যে আল্লাহর জাত ও ছিফাত (গুণাবলী)এর উপর ঈমান আনা শামিল রহিয়াছে। আর এই একীন রাখাও উহার অন্তর্ভুক্ত যে আল্লাহ তায়ালার পবিত্র সত্তা এক অদ্বিতীয়। তাঁহার কোন শরীক নাই। তাঁহার কোন তুলনাও নাই।

(২) আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুই পরবর্তীতে সৃষ্টি হইয়াছে, একমাত্র তিনিই অনন্তকাল হইতে আছেন।

(৩) ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা।

(৪) আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা।

(৫) আল্লাহর প্রেরিত পয়গাম্বরগণের প্রতি ঈমান আনা।

(৬) তকদীরের উপর ঈমান আনা যে ভালমন্দ সবকিছু একমাত্র আল্লাহর পক্ষ হইতে হয়।

(৭) কিয়ামত সত্য—এই কথার উপর ঈমান আনা। কবরের সওয়াল-জওয়াব,কবরের আজাব, মৃত্যুর পর পুনরায় জিন্দা হওয়া, হিসাব-নিকাশ, আমলের ওজন, পুলছিরাত পার হওয়া এই সবকিছু কিয়ামতের উপর ঈমান আনার অন্তর্ভুক্ত।

(৮) জান্নাতের উপর একীন ও বিশ্বাস করা এবং এই একীন করা যে, ইনশাআল্লাহ মোমিন বান্দারা জান্নাতে চিরকাল থাকিবে।

(৯) জাহান্নামের উপর একীন করা এবং একীন রাখা যে, জাহান্নামে কঠিন শাস্তি রহিয়াছে আর উহাও চিরস্থায়ী হইবে।

(১০) আল্লাহ পাকের সহিত মহব্বত রাখা।

(১১) কাহারও সহিত আল্লাহর জন্যই মহব্বত রাখা এবং আল্লাহর জন্যই কাহারও সহিত দুশমনী রাখা। (অর্থাৎ আল্লাহওয়ালাদের সহিত মহব্বত রাখা ও তাহার নাফরমানদের সহিত শত্রুতা রাখা) সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) বিশেষ করিয়া মোহাজেরীন ও আনছার শাহাবীগণ ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরগণের প্রতি মহব্বত রাখাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(১২) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মহব্বত রাখা। তাঁহাকে সম্মান করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত, তাঁহার উপর দরূদ শরীফ পড়া এবং তাঁহার সুন্নতের অনুসরণ করাও মহব্বতেরই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

(১৩) এখলাছ। যাহার মধ্যে রিয়াকারি ও মোনাফেকী না করাও শামিল রহিয়াছে।

(১৪) তওবা। অর্থাৎ কৃত গোনাহের উপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে গোনাহ না করার দৃঢ় ওয়াদা করা।

(১৫) আল্লাহর ভয়।

(১৬) আল্লাহর রহমতের আশা করা।

(১৭) আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ না হওয়া।

(১৮) আল্লাহর শোকর করা।

(১৯) ওয়াদা পূরণ করা।

(২০) ছবর করা।

(২১) বিনয়-নম্রতা। বড়দেরকে সম্মান করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(২২) স্নেহ ও দয়া। ছোটদেরকে স্নেহ করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(২৩) তকদীরের উপর রাজী থাকা।

(২৪) তাওয়াক্কুল অর্থাৎ আল্লাহর উপর ভরসা করা।

(২৫) আত্মগর্ব ও আত্মপ্রশংসা ত্যাগ করা ; আত্মশুদ্ধিও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(২৬) বিদ্বেষ না রাখা। হিংসাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(২৭) 'আইনী' নামক কিতাবে এই নম্বর বাদ পড়িয়াছে। আমার খেয়ালে এখানে 'হায়া' অর্থাৎ লজ্জা করা হইবে। যাহা লেখকের ভুলের দরুন বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

(২৮) রাগ না করা।

(২৯) ধোকা না দেওয়া। অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা না করা ও প্রতারণা না করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৩০) দুনিয়ার মহব্বত দিল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া। মালের মহব্বত ও সম্মানের লোভও ইহাতে রহিয়াছে।

আল্লামা আইনী (রহঃ) বলেন, উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে দিলের দ্বারা সমাধা হয় এইরূপ সমস্ত আমল আসিয়া গিয়াছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও কোন আমল রহিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবে গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, কোন না কোন একটির মধ্যে উহা আসিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ

জবানের আমল ঃ ইহার ৭টি শাখা রহিয়াছে।

(১) কালেমা তাইয়্যেবা পড়া।

(২) কুরআন পাক তেলাওয়াত করা।

(৩) দ্বীনি এলেম শিক্ষা করা।

(৪) অন্যদেরকে দ্বীনি এলেম শিক্ষা দেওয়া।

(৫) দোয়া করা।

(৬) আল্লাহর যিকির করা। ইস্তেগফারও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৭) বেকার বা অনর্থক কথা না বলা।

তৃতীয় প্রকার ঃ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল ঃ ইহা মোট ৪০টি। যাহা তিনভাগে বিভক্ত ঃ

প্রথম ভাগ ঃ নিজের সাথে সম্পর্কযুক্ত ; ইহার ১৬টি শাখা।

(১) পবিত্রতা হাসিল করা। শরীর, পোশাক, জায়গা, এই সবকিছু পবিত্র রাখা ইহার অন্তর্ভুক্ত। শরীর পবিত্র রাখার মধ্যে অজু, হায়েজ, নেফাস ও জানাবাতের গোছলও অন্তর্ভুক্ত।

(২) নামাযের পাবন্দি করা এবং উহা কায়েম করা (অর্থাৎ নামাযের সমস্ত আদব ও শর্ত সহকারে নামায পড়া, যেমন ফাযায়েলে নামাযের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে)। ফরজ, নফল সময়মত আদায় ও কাজা সর্বপ্রকার নামায ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৩) ছদকা করা। যাকাত, ছদকায়ে ফেতর,দান-খয়রাত, মেহমানদারী, লোকদেরকে খাওয়ান, গোলাম আজাদ করা এই সবকিছু ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৪) রোযা রাখা। ফরজ ও নফল উভয় প্রকার।

(৫) হজ্জ করা। ফরজ হজ্জ ও নফল হজ্জ উভয় প্রকার এবং ওমরা ও তাওয়াফও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৬) এতেকাফ করা। শবে কদর তালাশ করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৭) দ্বীনের হেফাজতের জন্য বাড়ীঘর ত্যাগ করা। হিজরত করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৮) মান্নত পুরা করা।

(৯) কছম খাইলে উহার হেফাজত করা।

(১০) কাফফারা আদায় করা।

(১১) নামায অবস্থায় অথবা নামাযের বাহিরে ছতর ঢাকিয়া রাখা।

(১২) কুরবানী করা, কুরবানীর পশুর দেখাশুনা ও যত্ন করা।

(১৩) জানাযার এহতেমাম করা ও উহার যাবতীয় কাজের ব্যবস্থা করা।

(১৪) কর্জ পরিশোধ করা।

(১৫) লেনদেন শরীয়ত মোতাবেক করা, সূদ হইতে বাঁচিয়া থাকা।

(১৬) হকের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া, সত্য গোপন না করা।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ অন্যের সহিত আচার-ব্যবহার সম্পর্কিত। ইহার ৬টি শাখা ঃ

(১) বিবাহের দ্বারা হারাম হইতে বাঁচা।

(২) পরিবার-পরিজনের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং উহা আদায় করা। চাকর-বাকর ও খাদেমের হকও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৩) মাতাপিতার সহিত সদ্ব্যবহার করা। নম্র আচরণ করা ও তাহাদের কথা মানিয়া চলা।

(৪) সন্তান-সন্ততির সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(৫) আত্মীয়-স্বজনের সহিত সুসম্পর্ক রাখা।

(৬) বড়দের অনুগত হওয়া ও কথা মানিয়া চলা।

তৃতীয় ভাগ ঃ সাধারণ হক সম্পর্কিত। ইহার ১৮টি শাখা।

(১) ইনছাফের সহিত শাসন করা।

(২) হক্কানী জমাতের সহিত থাকা।

(৩) শাসনকর্তার অনুগত হইয়া চলা। (যদি শরীয়তবিরোধী কোন হুকুম না হয়।)

(৪) পারস্পরিক বিষয়সমূহের সংশোধন করা। ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে শাস্তি দেওয়া ও বিদ্রোহীদের দমন ও জিহাদ করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৫) নেক কাজে অন্যের সহযোগিতা করা।

(৬) নেক কাজে আদেশ করা, অন্যায় কাজে নিষেধ করা। ওয়াজ ও তবলীগও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৭) হদ অর্থাৎ শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি বিধান কায়েম করা।

(৮) জিহাদ করা। সীমান্ত রক্ষা করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৯) আমানত আদায় করা। গণীমত অর্থাৎ জেহাদে প্রাপ্ত মাল বায়তুল মালে জমা দেওয়াও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(১০) করজ প্রদান করা ও পরিশোধ করা।

(১১) প্রতিবেশীর হক আদায় করা, তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করা।

(১২) লেনদেন সঠিকভাবে করা। বৈধ পন্থায় মাল জমা করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(১৩) মাল-দৌলত উপযুক্ত স্থানে খরচ করা। বেহুদা খরচ, অপব্যয় ও কৃপণতা হইতে বাঁচিয়া থাকাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(১৪) ছালাম করা ও ছালামের উত্তর দেওয়া।

(১৫) কেহ হাঁচি দিলে উহার জবাবে 'ইয়ার্ হামুকাল্লাহ' বলা।

(১৬) দুনিয়াবাসীর সহিত ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক আচরণ না করা।

(১৭) বেহুদা কাজ ও খেলতামাশা হইতে বিরত থাকা।

(১৮) রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া ফেলা।

ঈমানের মোট এই ৭৭টি শাখা হইল। এই সবের মধ্যে কোন কোনটিতে একটিকে অপরটির অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। যেমন, সঠিক লেনদেনের মধ্যে মাল জমা করা ও খরচ করা উভয়টি দাখিল হইতে পারে। এমনিভাবে চিন্তা করিলে আরও সংখ্যা কমানো যাইতে পারে। এই হিসাবে সত্তর অথবা সাতষট্টি সংখ্যা সম্বলিত হাদীসের অধীনেও উপরোক্ত ব্যাখা হইতে পারে।

ঈমানের এই শাখাসমূহ বর্ণনায় আমি বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা আইনী (রহঃ)এর বক্তব্যকে মূল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি। কেননা, তিনি ধারাবাহিক নম্বর সহ এই তালিকা পেশ করিয়াছেন। আর হাফেজ ইবনে হযর (রহঃ)এর 'ফতহুল বারী' ও আল্লামা কারী (রহঃ)এর 'মেরকাত' গ্রন্থদ্বয় হইতে এইগুলির ব্যাখ্যা সংগ্রহ করিয়াছি।

ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, ঈমানের সমস্ত শাখা-প্রশাখা সংক্ষিপ্তভাবে এইগুলিই, যাহা উপরে বর্ণিত হইল। এখন মানুষের কর্তব্য হইল, এই সমস্ত শাখা-প্রশাখার ভিতরে চিন্তা-ফিকির করিবে, যেইগুলি নিজের মধ্যে পাওয়া যাইতেছে, উহার উপর আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করিবে। কেননা একমাত্র তাঁহারই দয়া, মেহেরবানী ও খাছ তওফীকেই কোন ভালাই হাছিল হইতে পারে। আর যেইসব শাখা ও গুণাবলীর ব্যাপারে নিজের মধ্যে ত্রুটি বা কমি মনে করিবে সেইগুলি হাছিল করার জন্য চেষ্টা করিবে এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট তওফীকের জন্য দোয়া করিতে থাকিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
কালেমায়ে ছুওমের ফাযায়েল

কালেমায়ে ছুওম অর্থাৎ, 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।' কোন কোন বর্ণনায় ইহার সহিত 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্-রও উল্লেখ রহিয়াছে। হাদীস শরীফে এই কালেমাগুলির অনেক বেশী ফযীলত আসিয়াছে। এই কালেমাগুলি 'তসবীহে ফাতেমী' নামেও প্রসিদ্ধ। ইহার কারণ হইল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কালেমাগুলি তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)কেও শিক্ষা দিয়াছেন। যাহার বিবরণ সামনে আসিতেছে। এই অধ্যায়ের মধ্যেও যেহেতু কালামে পাকের আয়াত এবং হাদীসসমূহ অধিক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে, কাজেই ইহাকে দুইটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হইল। প্রথম পরিচ্ছেদে আয়াতসমূহ এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হাদীসসমূহ বর্ণিত হইল।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইহাতে ঐ সমস্ত আয়াত বর্ণনা করা হইতেছে যেগুলির মধ্যে সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার-এর বিষয়বস্তু আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাই নিয়ম যে, যে জিনিস যত বেশী মর্যাদাসম্পন্ন হয় উহা তত বেশী গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা হয়, বিভিন্ন উপায়ে উহাকে অন্তরে বদ্ধমূল বা হৃদয়ঙ্গম করানো হয়। অতএব কুরআন পাকে এই শব্দগুলির ভাবার্থও বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। সর্বপ্রথম শব্দ হইল, 'সুবহানাল্লাহ' ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ তয়ালা সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি ও আয়েব হইতে মুক্ত ; আমি পরিপূর্ণভাবে তাঁহার পবিত্রতা স্বীকার করিতেছি। এই বিষয়টিকে আদেশ হিসাবেও বলিয়াছেন অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা কর। সংবাদ হিসাবেও বলিয়াছেন, অর্থাৎ ফেরেশতাগণ ও অন্যান্য মখলূকও আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতে থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনিভাবে অন্যান্য শব্দের বিষয়বস্তুও কালামে পাকে বিভিন্ন শিরোনামে উল্লেখ করিয়াছেন।

(١) وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط (سورۃ بقرہ رکوع ۴)

(فرشتوں کا مقولہ انسان کی پیدائش کے وقت) ہم بحمد اللہ آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی کا دل سے اقرار کرتے رہتے ہیں۔

(১) (মানুষের সৃষ্টিলগ্নে ফেরেশতাদের উক্তি) আমরা সর্বদা আপনার তসবীহ পড়ি আপনার প্রশংসার সহিত এবং সর্বদা আপনার পবিত্রতা অন্তরে স্বীকার করি। (সূরা বাকারা, রুকূ ঃ ৪)

(٢) قَالُوْا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۭ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○ (سورۃ بقرہ رکوع ۴)

(ملائکہ کا جب بمقابلہ انسان امتحان ہوا تو) کہا آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں ہم کو تو اس کے سوا کچھ بھی علم نہیں جتنا آپ نے بتا دیا ہے بیشک آپ بڑے علم والے ہیں بڑی حکمت والے ہیں۔

(২) (মানুষের মোকাবেলায় যখন ফেরেশতাদের পরীক্ষা হইল তখন) তাহারা বলিল, আপনি সর্বপ্রকার দোষ হইতে পবিত্র। আপনি যাহা আমাদেরকে শিখাইয়াছেন তাহা ছাড়া আমাদের তো আর কোনই জ্ঞান নাই। নিশ্চয় আপনি মহাজ্ঞানী, বড় হেকমতময়। (সূরা বাকারা, রুকূ ঃ ৪)

(٣) وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ۔ (س آل عمران رکوع ۴)

اور اپنے رب کو بکثرت یاد کیجیو اور اس کی تسبیح کیجیو دن ڈھلے بھی اور صبح کے وقت بھی۔

(৩) আপন পরোয়ারদেগারকে বেশী পরিমাণে স্মরণ করিও এবং তাঁহার তসবীহ পাঠ করিও বিকালে ও সকালেও। (আলি-ইমরান, রুকূ ঃ ৪)

(٤) رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○ (سورۃ آل عمران رکوع ۲۰)

(سمجھ دار لوگ جو اللہ کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں اور قدرت کے کارناموں میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں) یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب آپ نے یہ سب بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے (بلکہ بڑی حکمتیں اس میں ہیں) آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا دیجئے۔

(৪) (ঐ সমস্ত জ্ঞানীলোক যাহারা সর্বদা আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে এবং সর্বদা আল্লাহর কুদরতের আলামতসমূহের মধ্যে চিন্তা-ফিকির

করে, তাহারা বলে,) হে আমাদের পরোয়ারদেগার! আপনি এই সমস্ত জিনিস অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। (বরং এই সবকিছুর মধ্যে বিরাট হেকমতসমূহ নিহিত রহিয়াছে।) আপনার সত্তা সর্বপ্রকার দোষ হইতে মুক্ত। আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি। অতএব আপনি আমাদেরকে দোযখের আগুন হইতে রক্ষা করুন। (সূরা আলি-ইমরান, রুকূ ঃ ২০)

(٥) سُبْحَانَهٗ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ (سورۃ نساء رکوع ۲۳)

وہ ذات اس سے پاک ہے کہ اُس کے اولاد ہو۔

(৫) সেই মহান সত্তা সন্তান হওয়ার বিষয় হইতে পবিত্র।

(সূরা নিসা, রুকূ ঃ ২৩)

(٦) قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ ۗ بِحَقٍّ ط (سورۃ مائدہ رکوع ۱۶)

(قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا و علیہ السلام سے سوال ہوگا کہ اپنی اُمت کو تثلیث کی تعلیم کیا تم نے دی تھی تو) وہ کہیں گے (توبہ توبہ) میں تو آپ کو (شرک سے اور ہر عیب سے) پاک سمجھتا ہوں میں ایسی بات کیسے کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہ تھا۔

(৬) (কেয়ামতের দিন যখন হযরত ঈসা (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি কি তোমার উম্মতকে তিন খোদার তালীম দিয়াছিলে? তখন) তিনি বলিবেন, (তওবা তওবা) আমি তো আপনাকে শিরক হইতে এবং সমস্ত দোষ-ত্রুটি হইতে পাক-পবিত্র বিশ্বাস করি। আমি কিরূপে এমন কথা বলিতে পারি যাহা বলার কোন অধিকার আমার ছিল না।

(সূরা মায়েদাহ, রুকূ ঃ ১৬)

(٧) سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ۠ (سورہ انعام رکوع ۱۲)

اللہ جل جلالہ ان سب باتوں سے پاک ہے جن کو (یہ کافر لوگ اللہ کی شان میں) کہتے ہیں (کہ اُس کے اولاد ہے یا شریک ہے وغیرہ وغیرہ)

(৭) এই সব লোক (কাফেরগণ) আল্লাহ সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলে (যথা, আল্লাহর সন্তান আছে, শরীক আছে ইত্যাদি) তিনি ঐ সমস্ত হইতে পবিত্র এবং উর্ধ্বে। (সূরা আ'রাফ, রুকূ ঃ ১৭)

(٨) فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

(جب طور پر حق تعالیٰ شانہٗ کی ایک تجلی سے حضرت موسیٰ علیٰ نبینا و علیہ السلام

بے ہوش ہوکر گر گئے تھے) پھر جب افاقہ ہوا تو عرض کیا کہ بیشک آپ کی ذات (ان آنکھوں کے دیکھنے سے اور ہر عیب سے) پاک ہے میں (دیدار کی درخواست سے) توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ (سورۃ اعراف رکوع ۱۷)

(৮) হযরত মূসা (আঃ) যখন আল্লাহ তায়ালার এক তাজাল্লিতে বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন) অতঃপর যখন তাঁহার হুঁশ ফিরিয়া আসিল তিনি বলিলেন, নিশ্চয় আপনার যাত (এই চক্ষু দ্বারা দেখা হইতে এবং সমস্ত দোষ–ত্রুটি হইতে) পবিত্র। আমি আপনাকে (দেখার আবেদন হইতে) তওবা করিতেছি এবং আমি সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী।

(সূরা আ'রাফ, রুকূ ঃ ১৭)

(۹) إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ۝ (سورۃ اعراف رکوع ۲۴)

بیشک جو اللہ کے مقرب ہیں (یعنی فرشتے) وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے رہتے ہیں۔

(৯) নিঃসন্দেহে যাহারা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যপ্রাপ্ত (অর্থাৎ ফেরেশতারা) তাহারা আল্লাহর এবাদতে অহংকার করে না। তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করিতে থাকে এবং তাঁহাকেই সেজদা করিতে থাকে।

(সূরা আ'রাফ, রুকূ ঃ ২৪)

ফায়দা ঃ সূফীয়ায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, এই আয়াতের মধ্যে অহংকার না করার বিষয়টি আগে উল্লেখ করিয়া এই দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, অহংকার দূর করা এবাদতের প্রতি যত্নবান হওয়ার উপায়, অহংকারের কারণে এবাদতে ত্রুটি হয়।

(۱۰) سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ (سورۃ توبہ رکوع ۵)

اس کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جن کو وہ (کافر اس کا) شریک بناتے ہیں۔

(১০) তাঁহার যাত ঐ সমস্ত জিনিস হইতে পবিত্র যেগুলিকে তাহারা (কাফেররা তাহার সহিত) শরীক সাব্যস্ত করে। (সূরা তওবা, রুকূ ঃ ৫)

(۱۱) دَعْوٰهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَ

(ان جنتیوں کے) منہ سے یہ بات نکلے گی سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ اور آپس کا ان کا سلام ہوگا

اٰخِرُ دَعْوٰهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (سورۃ یونس رکوع ۱)

السلام علیکم اور جب دنیا کی دقتوں کو یاد کریں گے اور خیال کریں گے کہ اب ہمیشہ کے لئے اُن سے خلاصی ہوگئی تو، آخر میں کہیں گے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

(১১) (ঐ সমস্ত জান্নাতীদের) মুখ হইতে 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' কথাটি বাহির হইবে ও তাহাদের পরস্পর সালাম হইবে 'আস্‌সালামু' (আলাইকুম)। (তাহারা যখন দুনিয়ার কষ্টের কথা স্মরণ করিবে এবং এই কথা মনে করিবে যে, এখন চিরকালের জন্য দুনিয়ার কষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি।) তখন সর্বশেষে বলিবে, আল–হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। (সূরা ইউনুস, রুকূ ঃ ২)

(۱۲) سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ (سورۃ یونس رکوع ۲)

وہ ذات پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کو وہ کافر شریک بناتے ہیں۔

(১২) সেই যাত ঐ সমস্ত জিনিস হইতে পবিত্র ও উর্ধ্বে, যেগুলিকে কাফেররা তাঁহার সহিত শরীক সাব্যস্ত করে। (সূরা ইউনুস, রুকূ ঃ ২)

(۱۳) قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ (سورۃ یونس رکوع ۷)

وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے وہ کسی کا محتاج نہیں

(১৩) তাহারা বলে যে, আল্লাহ তায়ালার সন্তান রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা ইহা হইতে পাক ; তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন।

(সূরা ইউনুস, রুকূ ঃ ৭)

(۱۴) وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ (سورۃ یوسف رکوع ۱۲)

اور اللہ جل شانہ (ہر عیب سے) پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں

(১৪) আল্লাহ তায়ালা (সমস্ত দোষ হইতে) পবিত্র। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা ইউনুস, রুকূ ঃ ১২)

(۱۵) وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ (سورۃ رعد رکوع ۲)

اور رعد (فرشتہ) اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے اور دوسرے فرشتے بھی اس کے ڈر سے (تسبیح و تحمید کرتے ہیں)

(১৫) এবং রা'দ (ফেরেশতা) তাঁহার প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করে। আর অন্যান্য ফেরেশতারাও তাঁহার ভয়ে (প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা

করে)। (সূরা রা'দ, রুকূ ঃ ২)

ফায়দা ঃ ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি বিজলী গর্জনের সময় এই আয়াত পড়িবে ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ

সে উহার ক্ষতি হইতে হেফাজতে থাকিবে। এক হাদীসে আছে, যখন তোমরা বিজলীর গর্জন শুন তখন আল্লাহ তায়ালার যিকির করিও। কেননা, বিজলী যিকিরকারী পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। আরেক হাদীসে আছে, বিজলী গর্জনের সময় তোমরা তসবীহ (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ) পড়িও ; তকবীর (অর্থাৎ আল্লাহু আকবার) বলিও না।

(۱۶) وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ۝ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ۝ (سورہ حجر رکوع ۶)

اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ (جو نامناسب کلمات آپ کی شان میں) کہتے ہیں ان سے آپ کو دل تنگی ہوتی ہے پس (اس کی پرواہ نہ کیجئے) آپ اپنے رب کی تسبیح وتحمید کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں (یعنی نمازیوں) میں شامل رہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت آوے۔

(১৬) আমি জানি এই সমস্ত লোক (আপনাকে যে সকল অসঙ্গত কথা) বলিয়া থাকে, উহাতে আপনার অন্তরে ব্যথা হয়। আপনি (ইহার পরওয়া করিবেন না।) আপনি আপন রবের পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করিতে থাকুন, সেজদাকারীদের অর্থাৎ নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন এবং মৃত্যু আসা পর্যন্ত আপন রবের এবাদতে মশগুল থাকুন। (হিজর, রুকূঃ ৬)

(۱۷) سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ (سورہ نحل رکوع ۱)

وہ ذات لوگوں کے شرک سے پاک اور بالاتر ہے۔

(১৭) সেই সত্তা মানুষের শিরক হইতে পবিত্র ও ঊর্ধ্বে।

(সূরা নাহ্‌ল, রুকূ ঃ ১)

(۱۸) وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ۝ (سورہ نحل رکوع ۷)

اور وہ اللہ کے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں وہ ذات اس سے پاک ہے اور تماشا یہ ہے کہ اپنے لئے ایسی چیز تجویز کرتے ہیں جس کو خود پسند کرتے ہیں۔

(১৮) তাহারা আল্লাহর জন্য কন্যা সাব্যস্ত করে। তিনি ইহা হইতে

পবিত্র। আর (আশ্চর্য এই যে) নিজেদের জন্য এমন জিনিস নির্ধারণ করে যাহা নিজেরা পছন্দ করে। (সূরা নাহ্‌ল, রুকূ ঃ ৭)

(۱۹) سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا (بنی اسرائیل رکوع ۱)

(ہر عیب سے) پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو رات کے وقت مسجد حرام (یعنی مسجد کعبہ) سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی (معراج کا قصہ)

(১৯) সেই মহান যাত যিনি যাবতীয় দোষ-ত্রুটি হইতে পবিত্র, তিনি স্বীয় বান্দা (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে রাত্রিতে মসজিদে-হারাম (অর্থাৎ কাবা শরীফের মসজিদ) হইতে মসজিদে-আকসা পর্যন্ত নিয়া গিয়াছেন। (বনী ইস্‌রাঈল, রুকূ ঃ ১)

(۲۰) سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝ (سورہ بنی اسرائیل ع ۵)

(۲۰ تا ۲۲) یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شانہٗ اس سے پاک اور بہت زیادہ بلند مرتبہ ہیں۔

(২০) এই সমস্ত লোক যাহা কিছু বলে, আল্লাহ তাহা হইতে পবিত্র ও বহু ঊর্ধ্বে। (বনী ইস্‌রাঈল, রুকূ ঃ ৫)

(۲۱) تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ (سورہ بنی اسرائیل رکوع ۵)

تمام ساتوں آسمان اور زمین اور جتنے آدمی فرشتے اور جن ان کے درمیان میں ہیں سب کے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں۔

(২১) সাত আসমান ও জমীন সমস্তই এবং (মানুষ, ফেরেশতা ও জ্বিন) যতকিছু এইগুলির মধ্যে আছে সকলেই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে। (বনী ইস্‌রাঈল, রুকূ ঃ ৫)

(۲۲) وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ؕ (سورہ بنی اسرائیل رکوع ۵)

(اور یہی نہیں بلکہ) کوئی چیز بھی (جاندار ہو یا بے جان) ایسی نہیں جو اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔

(২২) (আর শুধু ইহাই নহে ; বরং) (প্রাণী বা নিষ্প্রাণ) এমন কোন বস্তু নাই, যে তাহার প্রশংসা সহকারে তাসবীহ পাঠ না করে। কিন্তু তোমরা তাহাদের তসবীহকে বুঝ না। (বনী ইস্‌রাঈল, রুকূ ঃ ৫)

(২৩) قُلْ سُبْحَانَ رَبِّیْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ۝ (سورہ بنی اسرائیل ع ۱۰)
(آپ ان لغو مطالبوں کے جواب میں جو وہ کرتے ہیں) کہہ دیجئے کہ سُبحان اللہ میں تو ایک آدمی ہوں، رسول ہوں (خدا نہیں ہوں کہ جو چاہے کروں)

(২৩) আপনি (তাহাদের অহেতুক ফরমায়েশসমূহের জবাবে) বলিয়া দিন, সুবহানাল্লাহ! আমি তো একজন মানুষ, একজন রাসূল। (আল্লাহ নহি, যে যাহা ইচ্ছা করিতে পারিব।) (বনী ইস্‌রাঈল, রুকূ ঃ ১০)

(২৪) وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ۝ (س بنی اسرائیل)
(ان علماء پر جب قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر جاتے ہیں) اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے۔ بے شک اس کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔

(২৪) (এই সমস্ত ওলামাদের সম্মুখে যখন কুরআন শরীফ পড়া হয় তখন তাহারা থুতনীর উপর সেজদায় পড়িয়া যায় এবং) তাহারা বলে, আমাদের রব পবিত্র; নিশ্চয়ই তাঁহার ওয়াদা অবশ্য পূর্ণ হইবে।
(বনী ইস্‌রাঈল, রুকূ ঃ ১২)

(২৫) فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰۤى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ۝ (سورۂ مریم رکوع ۱)
پس (حضرت زکریا علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام) حجرہ میں سے باہر تشریف لائے اور اپنی قوم کو اشارہ سے فرمایا کہ تم لوگ صبح اور شام خدا کی تسبیح کیا کرو۔

(২৫) অতঃপর (হযরত যাকারিয়া (আঃ)) হুজরা হইতে বাহিরে তশরীফ আনিলেন এবং আপন কওমকে ইশারায় বলিলেন, তোমরা সকাল–সন্ধ্যা আল্লাহর তসবীহ পড়িতে থাক। (মারয়াম, রুকূ ঃ ১)

(২৬) مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحَانَهٗ ط (سورۂ مریم رکوع ۲)
اللہ جل شانہٗ کی یہ شان (ہی) نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے وہ ان سب قصوں سے پاک ہے۔

(২৬) আল্লাহ তায়ালার এই শানই নয় যে, তিনি সন্তান অবলম্বন করিবেন। তিনি এইসব বিষয় হইতে পবিত্র। (মারয়াম, রুকূ ঃ ২)

(২৭) وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا وَمِنْ اٰنَآئِ
(محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی نامناسب باتوں پر صبر کیجئے) اور اپنے رب کی حمد و ثنا

الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ۝ (س طٰہٰ ع ۸)
کے ساتھ تسبیح کرتے رہا کیجئے آفتاب نکلنے سے پہلے اور غروب سے پہلے اور رات کے اوقات میں تسبیح کیا کیجئے اور دن کے اوّل و آخر میں تاکہ آپ (اس ثواب اور بے انتہا بدلے پر جو اُن کے مقابلہ میں ملنے والا ہے بے حد) خوش ہو جائیں۔

(২৭) (হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি তাহাদের অসঙ্গত কথার উপর ছবর করুন) এবং আপন রবের প্রশংসা সহকারে তাসবীহ পাঠ করিতে থাকুন সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে এবং রাত্রির সময়গুলিতে তসবীহ পড়ুন এবং দিনের শুরুতে ও শেষে। যাহাতে আপনি (উহার বিনিময়ে সওয়াবও অফুরন্ত প্রতিদানে অত্যন্ত) আনন্দিত হন। (সূরা ত্বাহা, রুকূ ঃ ৮)

(২৮) يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ۝ (سورۂ انبیاء رکوع ۲)
(اللہ کے مقبول بندے اس کی عبادت سے تھکتے نہیں) شب و روز اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، کسی وقت بھی موقوف نہیں کرتے۔

(২৮) (আল্লাহর মকবূল বান্দাগণ তাঁহার এবাদতে ক্লান্ত হয় না) দিবারাত্রি আল্লাহ তায়ালার তসবীহ পড়িতে থাকে। কখনও বন্ধ করে না।
(সূরা আম্বিয়া, রুকূ ঃ ২)

(২৯) فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ (سورۂ انبیاء رکوع ۲)
اللہ تعالیٰ جو کہ مالک ہے عرش کا ان سب اُمور سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں (کہ نعوذ باللہ اس کے شریک ہیں یا اس کے اولاد ہے)

(২৯) আল্লাহ তায়ালা যিনি আরশের মালিক। এই সকল লোক যাহা কিছু বলে তাহা হইতে তিনি পবিত্র। (যেমন নাউযুবিল্লাহ তাঁহার শরীক আছে বা আওলাদ রহিয়াছে।) (সূরা আম্বিয়া, রুকূ ঃ ২)

(৩০) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ط (سورۂ انبیاء رکوع ۲)
یہ (کافر لوگ یہ) کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) رحمٰن نے (یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو) اولاد بنایا ہے اس کی ذات اس سے پاک ہے۔

(৩০) কাফেররা বলিয়া থাকে যে, (নাউযুবিল্লাহ) রাহমান (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে) সন্তানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার সত্তা এইসব বিষয় হইতে পবিত্র। (সূরা আম্বিয়া, রুকূ ঃ ২)

(٣١) وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ (سورۃ انبیاء رکوع ٦)

ہم نے پہاڑوں کو داؤد (علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام) کے تابع کر دیا تھا کہ اُن کی تسبیح کے ساتھ وہ بھی تسبیح کیا کریں اور اسی طرح، پرندوں کو (تابع کر دیا تھا کہ وہ بھی حضرت داؤد کی تسبیح کے ساتھ تسبیح کیا کریں)

(৩১) পাহাড়সমূহকে আমি দাঊদ (আঃ)এর অনুগত করিয়া দিয়াছিলাম যেন তাহার তসবীহের সাথে তাহারাও তসবীহ পড়ে এবং (এমনিভাবে) পাখীদেরকেও (অনুগত করিয়া দিয়াছিলাম যে তাহার তসবীহের সাথে তাহারাও যেন তসবীহ পড়ে। (সূরা আম্বিয়া, রুকূ ঃ ৬)

(٣٢) لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ (سورۃ انبیاء رکوع ٦)

(حضرت یونسؑ نے تاریکیوں میں پکارا) کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ سب عیوب سے پاک ہیں میں بے شک قصوروار ہوں۔

(৩২) (হযরত ইউনুস (আঃ) অন্ধকারে ডাকিলেন) আপনি ব্যতীত আর কেহ মাবূদ নাই, আপনি যাবতীয় দোষ-ত্রুটি হইতে পবিত্র। আমি নিঃসন্দেহে অপরাধী। (সূরা আম্বিয়া, রুকূ ঃ ৬)

(٣٣) سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یَصِفُوْنَ (سورۃ مؤمنون رکوع ٥)

اللہ تعالیٰ ان سب اُمور سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔

(৩৩) ইহারা যাহা কিছু বলে, আল্লাহ তায়ালা সেই সবকিছু হইতে পবিত্র। (সূরা মুমিনূন ঃ রুকূ ঃ ৫)

(٣٤) سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِیْمٌ (سورۃ نور رکوع ٢)

سُبحان اللہ یہ لوگ جو کچھ حضرت عائشہؓ کی شان میں تہمت لگاتے ہیں (بہت بڑا بہتان ہے۔

(৩৪) সুবহানাল্লাহ! ইহারা হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর শানে যে অপবাদ দেয়, উহা অতি বড় অপবাদ। (সূরা নূর, রুকূ ঃ ২)

(٣٥) يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ

ان (مسجدوں) میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خریدنا غفلت میں ڈالتا ہے نہ فروخت کرنا وہ

الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ (سورۃ نور رکوع ٥)

ایسے دن (کے عذاب) سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں اُلٹ جائیں گی (یعنی قیامت کے دن سے)

(৩৫) এই মসজিদসমূহে সকাল-সন্ধ্যা এমন সব লোক আল্লাহর তসবীহ পড়িয়া থাকে যাহাদিগকে আল্লাহর যিকির হইতে এবং নামায আদায় করা হইতে ও যাকাত দেওয়া হইতে ক্রয়-বিক্রয় গাফেল করিতে পারে না। তাহারা ঐ দিনের শাস্তিকে ভয় করে যেইদিন অনেক অন্তর এবং অনেক চক্ষু উল্টিয়া যাইবে। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিনকে ভয় করে।) (সূরা নূর, রুকূ ঃ ৫)

(٣٦) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ۗ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ (سورۃ نور رکوع ٦)

(اے مخاطب) کیا تجھے (دلائل اور مشاہدہ سے) یہ معلوم نہیں ہوا کہ اللہ جل شانہٗ کی تسبیح کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور (خصوصاً) پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے (اُڑتے پھرتے) ہیں سب کو اپنی اپنی دُعا (نماز) اور اپنی اپنی تسبیح (کا طریقہ) معلوم ہے اور اللہ جل شانہٗ کو سب کا حال اور جو کچھ لوگ کرتے ہیں وہ سب معلوم ہے۔

(৩৬) (হে শ্রোতা!) তোমার কি (প্রমাণাদি ও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার দ্বারা এই কথা) জানা হয় নাই যে, আসমান ও জমীনে যাহাকিছু আছে, সব আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করে। (বিশেষতঃ) ডানা বিস্তার করিয়া উড়ন্ত পাখীও। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ দোয়া (নামায) ও নিজ নিজ তসবীহ (পড়ার তরীকা) জানা আছে। সকলের অবস্থা এবং মানুষ যাহাকিছু করে আল্লাহ তায়ালা তাহা সব জানেন। (সূরা নূর, রুকূ ঃ ৬)

(٣٧) قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِىْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوْا قَوْمًا ۢ بُوْرًا (سورۃ فرقان رکوع ٢)

(قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ ان کافروں کو اور جن کو یہ پوجتے تھے سب کو جمع کر کے ان معبودوں سے پوچھے گا کیا تم نے ان کو گمراہ کیا تھا تو) وہ کہیں گے سُبحان اللہ ہماری کیا طاقت تھی کہ آپ

کے سوااور کسی کو کارساز تجویز کرتے بلکہ یہ (احمق خود ہی بجائے شکر کے کفر میں مُبتلا ہوئے) کہ آپ نے اُن کو اور اُن کے بڑوں کو خُوب ثرُوت عطا فرمائی یہاں تک کہ یہ لوگ (دولت کے نشہ میں شہُوتوں میں مُبتلا ہوئے اور) آپ کی یاد کو بھُلادیا اور خود ہی برباد ہوگئے۔

(৩৭) (কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তায়ালা কাফেরদেরকে এবং ইহারা যাহাদের পূজা করিত সকলকে একত্র করিয়া উপাস্যদেরকে জিজ্ঞাসা করিবেন তোমরা কি ইহাদেরকে গোমরাহ করিয়াছিলে? তখন) তাহারা বলিবে, সুবহানাল্লাহ! আমাদের কি ক্ষমতা ছিল যে, আপনাকে ছাড়িয়া আর কাহাকেও মালিক সাব্যস্ত করিব? বরং (এইসব বোকার দল নিজেরাই আল্লাহর শোকর গুজারী না করিয়া কুফরীতে লিপ্ত হইয়াছে।) আপনি ইহাদেরকে এবং ইহাদের বড়দেরকে খুব প্রাচুর্য দিয়াছিলেন; পরিণামে ইহারা (সম্পদের নেশায় খাহেশাতে লিপ্ত হইয়াছিল।) আর আপনার কথা ভুলিয়া গিয়াছে এবং নিজেরাই ধ্বংস হইয়াছে।

(সূরা ফোরকান, রুকূ ঃ ২)

(۳۸) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ؕ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوبِ عِبَادِهٖ خَبِيرًا ۝ (سورۃ فرقان ع ۵)

اور اُس ذات پاک پر توکُّل رکھئے جو زندہ ہے اور کبھی اس کو فنا نہیں اور اسی کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہیئے (یعنی تسبیح وتحمید میں مشغول رہیئے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کیجئے) کیونکہ وہ پاک ذات اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ (قیامت میں ہر شخص کی مخالفت کا بدلہ دیا جائے گا)

(৩৮) আর ঐ পাক যাতের উপর তাওয়াক্কুল করুন, যিনি চিরঞ্জীব, কখনও তিনি ফানা হইবেন না। তাঁহারই প্রশংসা সহকারে তসবীহ পড়িতে থাকুন। (অর্থাৎ তসবীহ–তাহমীদে মশগুল থাকুন ; কাহারও বিরোধিতার পরওয়া করিবেন না।) কেননা, ঐ পাক যাত স্বীয় বান্দাদের গোনাহ সম্পর্কে পুরাপুরি জ্ঞাত। (কেয়ামতের দিন প্রত্যেকের বিরুদ্ধাচরণের বদলা দেওয়া হইবে।) (সূরা ফোরকান, রুকূ ঃ ৫)

(۳۹) وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (سورۃ نمل رکوع ۱)

اللہ ربُّ العَالَمِین ہر قسم کی کُدورت سے پاک ہے۔

(৩৯) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বপ্রকার দোষ হইতে পবিত্র।

(সূরা নাম্‌ল, রুকূ ঃ ১)

(۴۰) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ (سورہ قصص رکوع ۷)

اللہ جَلَّ جلالُہٗ ان سب چیزوں سے پاک ہے جن کو یہ مشرک بیان کرتے ہیں اور ان سے بالاتر ہے۔

(৪০) মুশরিকরা যাহা কিছু বলে, আল্লাহ তায়ালা ঐ সবকিছু হইতে পবিত্র এবং ঊর্ধ্বে। (সূরা কাছাছ, রুকূ ঃ ৭)

(۴۱) فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِينَ تُظْهِرُونَ ۝ (سورۃ روم رکوع ۲)

پس تم اللہ کی تسبیح کیا کرو شام کے وقت (یعنی رات میں) اور صبح کے وقت اور اسی کی حمد (کی جاتی) ہے تمام آسمانوں میں اور زمین میں اور اُسی کی (تسبیح وتحمید کیا کرو) شام کے وقت بھی (یعنی عصر کے وقت بھی) اور ظہر کے وقت بھی۔

(৪১) অতএব তোমরা আল্লাহর তসবীহ পড় সন্ধ্যায় (অর্থাৎ রাত্রিকালে) এবং সকালে। সমস্ত আসমান–জমীনে তাহারই প্রশংসা করা হয়। আর তাঁহার তসবীহ ও প্রশংসা কর সন্ধ্যায় (অর্থাৎ আছরের সময়ও) এবং জোহ্‌রের সময়ও। (সূরা রূম, রুকূ ঃ ২)

(۴۲) سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ (سورۃ روم رکوع ۴)

اللہ جَلَّ شانُہٗ کی ذات پاک اور بالاتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ اس کی طرف (منسُوب کرکے) بیان کرتے ہیں۔

(৪২) আল্লাহ তায়ালার যাত ঐ সব জিনিস হইতে পবিত্র ও ঊর্ধ্বে যেইগুলিকে তাহারা আল্লাহর সহিত সম্পৃক্ত করিয়া বর্ণনা করে।

(সূরা রূম, রুকূ ঃ ৪)

(۴۳) إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝ السجدۃ (سورۃ سجدہ رکوع ۲)

پس ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب اُن کو وہ آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رَبّ کی تسبیح وتحمید کرنے لگتے ہیں اور وہ لوگ تکبّر نہیں کرتے۔

(৪৩) আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঐ সমস্ত লোক ঈমান আনয়ন করে, যাহাদিগকে এই আয়াতসমূহ স্মরণ করাইলে তাহারা সেজদায় পড়িয়া যায় এবং আপন রবের তসবীহ ও প্রশংসায় মগ্ন হইয়া যায়। আর তাহারা অহংকার করে না। (সূরা সেজদা, রুকূ ঃ ২)

(৪৪) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۙ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ○ (سورۂ احزاب رکوع ٦)

اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کثرت سے کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔

(৪৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা বেশী বেশী করিয়া আল্লাহর যিকির কর এবং সকাল–সন্ধ্যা তাঁহার তসবীহ পড়। (সূরা আহযাব, রুকূ ঃ ৬)

(৪৫) قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ (سورۂ سبا رکوع ٥)

(جب قیامت میں ساری مخلوق کو جمع کر کے حق تعالیٰ شانہٗ فرشتوں سے پوچھیں گے کیا یہ لوگ تمہاری پرستش کرتے تھے تو) وہ کہیں گے آپ (شرک وغیرہ عیوب سے) پاک ہیں ہمارا تو محض آپ سے تعلق ہے نہ کہ ان سے۔

(৪৫) (কেয়ামতের দিন সমস্ত মখলূককে জমা করিয়া আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করিবেন, এই সমস্ত লোক কি তোমাদের উপাসনা করিত? তখন) তাহারা বলিবে, আপনি (শিরক ইত্যাদি যাবতীয় দোষ হইতে) পবিত্র ; আমাদের সম্পর্ক তো কেবল আপনার সাথেই, ইহাদের সাথে নয়। (ছাবা, রুকূ ঃ ৫)

(৪৬) سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا (سورۂ یٰس رکوع ٣)

وہ پاک ذات ہے جس نے تمام جوڑ کی (یعنی ایک دوسرے کے مقابل) چیزیں پیدا کیں۔

(৪৬) ঐ যাত পবিত্র, যিনি সমস্ত জোড়া (অর্থাৎ একটির বিপরীতে আরেকটি এইরূপ) জিনিস পয়দা করিয়াছেন। (সূরা ইয়াসীন, রুকূ ঃ ৩)

(৪৭) فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (سورۂ یٰس رکوع ٥)

پس پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ میں ہر چیز کا پورا پورا اختیار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

(৪৭) অতএব পবিত্র সেই যাত, যাহার হাতে প্রত্যেক জিনিসের পূর্ণ ক্ষমতা রহিয়াছে এবং তাহারই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। (সূরা ইয়াসীন, রুকূ ঃ ৫)

(৪৮) فَلَوْلَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ۙ لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهٖٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۚ (سورۂ صافات رکوع ٥)

پس اگر (یونس علیہ السلام) تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو قیامت تک اسی (مچھلی) کے پیٹ میں رہتے۔

(৪৮) সুতরাং হযরত ইউনুস (আঃ) যদি তসবীহ পাঠকারীদের মধ্যে না হইতেন, তবে কেয়ামত পর্যন্ত ঐ মাছের পেটের মধ্যেই থাকিতেন। (সূরা ছাফ্‌ফাত, রুকূ ঃ ৫)

(৪৯) سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۙ (سورۂ صافات رکوع ٥)

اللہ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔

(৪৯) তাহারা যাহাকিছু বর্ণনা করে, আল্লাহ তায়ালার যাত ঐ সবকিছু হইতে পবিত্র। (সূরা ছাফ্‌ফাত, রুকূ ঃ ৫)

(৫০) وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ ۚ (سورۂ صافات رکوع ٥)

(فرشتے کہتے ہیں کہ ہم سب ادب سے صف بستہ کھڑے رہتے ہیں) اور سب اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔

(৫০) (ফেরেশতারা বলে, আমরা সকলেই আদবের সহিত সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকি) এবং আমরা সকলেই তাহার তসবীহ পড়িতে থাকি। (সূরা ছাফ্‌ফাত, রুকূ ঃ ৫)

(৫১) سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۚ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ (سورۂ صافات رکوع ٥)

آپ کا رب جو عزت (وعظمت) والا ہے پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ بیان کرتے ہیں اور سلام ہو پیغمبروں پر اور تمام تعریف اللہ ہی کے واسطے ثابت ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔

(৫১) আপনার রব, যিনি ইজ্জত (ও আজমতে)র মালিক, তিনি তাহাদের বর্ণিত জিনিসসমূহ হইতে পবিত্র। শান্তি বর্ষিত হউক সকল পয়গাম্বরগণের উপর। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যই যিনি তামাম জগতের পরোয়ারদিগার। (সূরা ছাফ্‌ফাত, রুকূ ঃ ৫)

(৫২) اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ۙ وَالطَّيْرَ

ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان کے (حضرت داؤد علیہ السلام کے) ساتھ شریک

مَحْشُورَةً ؕ كُلٌّ لَّهٗٓ أَوَّابٌ ○ (سورہ ص رکوع ۲)

ہو کر صبح شام تسبیح کیا کریں اسی طرح پرندوں کو بھی حکم کر رکھا تھا جو کہ تسبیح کے وقت اُن کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور سب (پہاڑ اور پرندے مل کر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ) اللہ کی طرف رُجوع کرنے والے (اور تسبیح وتحمید میں مشغول ہونے والے) ہوتے تھے۔

(৫২) আমি পাহাড়কে তাঁহার (দাউদ (আঃ)এর) সহিত শরীক হইয়া সকাল–সন্ধ্যা তসবীহ পড়িবার হুকুম করিয়া রাখিয়াছিলাম। এমনিভাবে পাখীদেরকেও হুকুম করিয়া রাখিয়াছিলাম। ইহারা (তসবীহের সময়) তাঁহার নিকট জমা হইয়া যাইত। তাহারা সকলে (মিলিয়া হযরত দাউদ আঃএর সাথে) আল্লাহর দিকে রুজু (হইয়া তসবীহ ও প্রশংসায় মশগুল) হইত। (সূরা সোয়াদ, রুকূ ঃ ২)

(۵۳) سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○ (سورۂ زمر رکوع ۱)

وہ عیوب سے پاک ہے ایسا اللہ ہے جو اکیلا ہے (کوئی اس کا شریک نہیں) زبردست ہے۔

(৫৩) তিনি যাবতীয় দোষ–ত্রুটি হইতে পবিত্র। তিনি এমন আল্লাহ যিনি অদ্বিতীয় (তাহার কোন শরীক নাই) এবং জবরদস্ত। (যুমার, রুকূ ঃ ১)

(۵۴) سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○ (سورۂ زمر رکوع ۷)

وہ ذات پاک اور برتر ہے اس چیز سے جس کو یہ لوگ شریک کرتے ہیں۔

(৫৪) তাহারা যেই সমস্ত জিনিসকে শরীক করে, তিনি উহা হইতে পবিত্র ও ঊর্ধ্বে। (সূরা যুমার, রুকূ ঃ ৭)

(۵۵) وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ (سورۂ زمر رکوع ۸)

آپ (قیامت میں) فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے چاروں طرف حلقہ باندھے کھڑے ہوں گے اور اپنے رب کی تسبیح وتحمید میں مشغول ہوں گے اور (اس دن) تمام بندوں کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور (ہر طرف سے) کہا جائے گا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے)

(৫৫) আপনি কেয়ামতের দিন ফেরেশতাদেরকে দেখিবেন, তাহারা আরশের চতুর্দিকে গোলাকার হইয়া দাঁড়াইবে এবং আপন রবের তসবীহ ও প্রশংসায় মশগুল থাকিবে। আর (ঐ দিন) সমস্ত বান্দার ঠিক ঠিক ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইবে। (সব দিক হইতে) বলা হইবে, আল–হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই জন্য যিনি তামাম আলমের পরোয়ারদিগার।) (যুমার, রুকূঃ ৮)

(۵۶) اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ○ (سورۂ مومن رکوع ۱)

جو فرشتے عرش کو اُٹھاتے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے چاروں طرف ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور حمد کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لئے اِستغفار کرتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار آپ کی رحمت اور علم ہر شئے کو شامل ہے۔ پس ان لوگوں کو بخش دیجئے جنہوں نے توبہ کر لی ہے اور آپ کے راستہ پر چلتے ہیں اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچائیے۔

(৫৬) যে সমস্ত ফেরেশতা আরশ বহন করিয়া আছে আর যাহারা চতুর্দিকে রহিয়াছে তাহারা আপন রবের তসবীহ করিতে থাকে এবং প্রশংসা করিতে থাকে। তাঁহার উপর ঈমান রাখে এবং ঈমানদারগণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। (তাহারা বলে,) হে আমাদের পরোয়ারদিগার! আপনার রহমত ও এলেম সবকিছুকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। আপনি তাহাদিগকে মাফ করিয়া দিন, যাহারা তওবা করিয়াছে এবং আপনার পথে চলে। আপনি তাহাদিগকে জাহান্নামের আজাব হইতে বাঁচাইয়া দিন। (সূরা মুমিন, রুকূ ঃ ১)

(۵۷) وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ○ (سورۂ مومن رکوع ۶)

صبح اور شام (ہمیشہ) اپنے رب کی تسبیح وتحمید کرتے رہیئے۔

(৫৭) সকাল ও সন্ধ্যায় (অর্থাৎ সর্বদা) আপন রবের তসবীহ ও প্রশংসা করিতে থাকুন। (সূরা মুমিন, রুকূ ঃ ৬)

(۵۸) فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ

جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں (یعنی